ওয়েস্টার্ন
বাধা
মাসুদ আনোয়ার
সেবা
প্রকাশনী

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

Coming Soon

ওয়েস্টার্ন

বাধা

মাসুদ আনোয়ার

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8305-9

এক

বিকেল। সারাদিন অকাতরে রোদ ঝরিয়েছে সূর্য। এখনও তাপের তেমন একটা হেরফের হয়নি। গরম বাতাসের ঝাপ্টায় ধুলো উড়ছে। চোখের সামনে ভারী পর্দার মত ঝুলে আছে যেন। মাথার ওপর মন্টানার বিবর্ণ আকাশ। কখনও ধূসর, ঘোলাটে রঙের।

এলোমেলো, টালমাটাল গতিতে ছুটেছে স্টেজকোচটা। ড্রাইভারের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, এই মাত্র শুঁড়িখানা থেকে জোর করে তুলে আনা হয়েছে লোকটাকে। বদ্ধ মাতাল। ঘন ঘন চাবুক আছড়াচ্ছে ঘোড়াগুলোর পিঠে। দম ফেলার সুযোগ দিচ্ছে না বোবা জানোয়ারগুলোকে।

একমাথা লাল চুল অ্যাটর্নি রিচার্ড জনসনের। স্টেজকোচের নোংরা জানালায় মাথা ঠেকিয়ে সামনে প্রেইরি রোডের দিকে চেয়ে আছে। স্টেজকোচের ঝাঁকুনির চোটে জানালার শক্ত কাঠামোয় ঠুকে যাওয়া থেকে নানা কৌশলে মাথা বাঁচাতে বাঁচাতে একমাত্র সহযাত্রীটির দিকে তাকাল। তারপর চেঁচিয়ে পরামর্শ দেয়ার সুরে বলল, 'শক্ত হয়ে বসো, ম্যাম। ঝাঁকি খেয়ে পড়ে যাবে নইলে।'

বলতে বলতে নিজের বুটপরা দু'পা স্টেজকোচের ফ্লোরের সাথে ঠেসে ধরল। ওর সহযাত্রীর পক্ষে অতটা দ্রুত সম্ভব হলো না কাজটা। আচমকা যেন লাফিয়ে উঠল স্টেজকোচ। লাফিয়ে উঠল এর ভেতরের মালপত্রও। ঝাঁকুনির চোটে টাল হারিয়ে ফেলল মেয়েটা। আসন থেকে ছিটকে পড়ল সামনের দিকে। শক্ত মেঝেয় পড়ার আগে ধরে ফেলল ওকে রিচ। স্টেজকোচটা একটু স্থির হতে পাশে বসিয়ে দিল।

'কী অবস্থা তোমাদের, জনসন?' হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে জানতে চাইল ড্রাইভার। গলা শুনে মনে হচ্ছে মজা পাচ্ছে ভেতরে যাত্রীদের দুরবস্থা কল্পনা করে। 'ঝাঁকিটা কেমন লাগল?'

ঠোঁটদুটো চেপে বসল রিচের. জবাব দিল না।

'ওই মাথামোটা ড্রাইভারের ব্যাপারটা কী?' জানতে চাইল রিচের সহযাত্রী মহিলা। 'কেমন যেন পাগল হয়ে গেছে হঠাৎ!'

'আমাকে জব্দ করার চেষ্টা করছে। আমাকে পছন্দ করে না লোকটা।'

নীল চোখদুটো তুলে ওর মুখের দিকে চাইল মেয়েটি। 'কেন?'

নীল দু'চোখে চোখ রাখল রিচও। যাত্রার শুরু থেকে মেয়েটার নাম জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওর। এখনও হচ্ছে। রেলওয়ে জংশন থেকে সান প্রেইরি পর্যন্ত বিশ মাইলের এই যাত্রায় বারকয়েক আকারে-ইঙ্গিতে ইচ্ছেটা প্রকাশও করেছে। তবে প্রত্যেক বারই, কৌশলে ওর কৌতূহল এড়িয়ে গেছে মেয়েটা।

স্টেজকোচের বুটে মেয়েটার দুটো ভারী ব্যাগ তুলে দিতে সাহায্য করেছে রিচ। গরুর চামড়ায় তৈরি দামি ব্যাগদুটোর

একটিতেও নাম বা পরিচিতিমূলক কোনও লেখা চোখে পড়েনি ওর।

এমন সুন্দরী তরুণী এর আগে আর কখনও দেখেছে কিনা মনে করার চেষ্টা করল রিচ। তন্বী সুঠাম শরীরে দামি নীল হুপস্কার্ট, মাথায় ছোট্ট কালো হ্যাট, তার নীচে কোমল চকচকে কালো চুল। গায়ের চামড়া জলপাইরঙা, গভীর সাগরের জলরাশির মত নীল দু'চোখ। চেয়ে রইল রিচ, মুগ্ধ বিমূঢ় চোখে।

'আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম,' ভুরু কুঁচকাল মেয়েটি। 'কিন্তু তুমি আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছ। মনে হয়...'

'তুমি সুন্দর, ম্যাম।'

'শুনেছি। আরও কয়েকবার বলেছ কথাটা, মি. জনসন।' এক পাশের ঠোঁট সামান্য বেঁকাল মেয়েটি; অবজ্ঞার ভঙ্গি। 'এখন বলো, লোকটা তোমাকে কেন পছন্দ করে না।'

'আমাকে তোমার কেমন লাগছে?' সরাসরি প্রশ্নটা করে বসল রিচ।

সামান্য রঙের ছোপ দেখা গেল মেয়েটির গালে। 'আহ, থামো তো... আচ্ছা, শুনতে চাও, না? তুমি ছ'ফুট লম্বা, চোখ দুটোও নীল। আর ওই চমৎকার সুটের নীচে তোমার শরীরটা ঘামছে কুল কুল করে। কিন্তু তুমি এত বেশি ভদ্রলোক যে, একজন মহিলার সামনে সেটা খুলে একপাশে রাখার কথা ভাবতে পারছ না।'

'এবং আমি এখনও বিয়ে করিনি।...আর তোমার হাতেও কোনও বিয়ের আঙটি দেখতে পাচ্ছি না।'

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল মেয়েটির। 'আমরা প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, মি জনসন। ওই লোকটা কেন তোমাকে ঘৃণা করে, তা বলোনি।'

'হপ্তাদুই আগের কথা,' বলল রিচ। 'সুলিভানের সেলুনে বসে পোকার খেলছিলাম। জানো নিশ্চয় সেজক্রুশ একমাত্র জায়গা যেখানে চমৎকার একটা ঝরনা আছে।'

'বলে যাও।'

'লব জাইলস, মানে এই ড্রাইভার, সে-ও খেলছিল। মদ খেয়ে কিছুটা বেতাল হয়ে পড়েছিল লোকটা। তাসে কারসাজি করতে গিয়ে আমার চোখে পড়ে যায়।'

'আচ্ছা!'

'আমি ওর হাত ধরে কৈফিয়ত চাইতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর। শেষে ঘুসি মেরে শুইয়ে না-দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না।'

'ব্যস, এটুকুই শুধু?'

'এইটুকুই।... সেজক্রুশে তোমার আত্মীয় স্বজন আছে নাকি?'

'থাকতে পারে।' অস্পষ্ট হাসি হাসল মেয়েটি। 'নাও থাকতে পারে।'

আচমকা এক ভয়ানক দুশ্চিন্তা এসে গ্রাস করল রিচকে। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে মুখ নিচু করে বসল সে। এই সুন্দরী মেয়েটি সুলিভানের সেলুনে খবর সংগ্রহের কাজে যাচ্ছে না তো!

'তুমি...তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ, মি. জনসন?'

মাথা তুলল রিচ। স্টেজ এখন সেজক্রুশে ঢুকছে। ড্রাইভারের চাবুক চালানো বন্ধ হয়নি এখনও। মারের ভয়ে ঘোড়াগুলো

থামার সাহস পাচ্ছে না গন্তব্যে পৌঁছে গেছে বুঝেও। ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। ওদের ঠিক সামনে এখন শহরের উস্কখুস্ক শ্রীছাঁদহীন রুক্ষ ভবনগুলো।

'থাম ব্যাটারা! থাম থাম...' বাজখাঁই গলায় খেঁকিয়ে উঠল ড্রাইভার ভীতসন্ত্রস্ত ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে। লাগাম ধরে হ্যাঁচকা টান দিল।

আটজোড়া নাল লাগানো খুর ধুলো ওড়াতে ওড়াতে পিছলে যাওয়ার মত করে থামল সুলিভানের সেলুনের সামনের শক্ত মাটিতে।

'এসে গেছি।' আবার হেঁড়ে গলায় চেঁচাল ড্রাইভার। 'জায়গামত এসে পড়েছি, মি. শাইস্টার!'

শাইস্টার! রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল রিচের। শাইস্টার শব্দটা পেশাগত মর্যাদাজ্ঞানহীন একজন ফালতু উকিলের বেলায় খাটে বটে, কিন্তু রিচের মত একজন সৎ আইনজীবীর জন্যে এটা চরম অবমাননাকর শব্দ। লোকটা ওকে ব্যঙ্গ করছে!

'লোকটা তোমার সাথে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চাইছে,' মন্তব্য করল মেয়েটি।

মাথা ঝাঁকাল রিচ, মেয়েটার হাত ধরে নামতে সাহায্য করল।

ধন্যবাদ জানিয়ে ড্রাইভারের দিকে এক পলক তাকিয়ে স্টেজের বুট থেকে নিজের মালপত্র নামাতে গেল মেয়েটা। শহরের একজন লোক সাহায্য করল ওকে ওগুলো নামিয়ে আনার কাজে।

ড্রাইভার লব জাইলস চুপচাপ বসে আছে তার সীটে। রিচের দিকে চেয়ে হাসছে বিশ্রীভাবে। সেলুনের সামনে আড্ডা দিচ্ছে

কয়েকজন। আচমকা হৈ হৈ করে উঠল। বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটায় মজা পাচ্ছে ওরাও, উৎসাহ দিচ্ছে তাই জাইলসকে।

তামাক চিবুনোয় ব্যস্ত জাইলস। থোঃ করে থুতু ফেলল স্টেজের একপাশে। সরু চোখে তাকাচ্ছে রিচ লোকটার দিকে। বোঝার চেষ্টা করছে ব্যাপারটা। জাইলস লোকটা নেহাত ফালতু, ওকে নিয়ে বেশি ভেবে মাথা গরম করার দরকার মনে করছে না সে। এখানকার বিশাল র‍্যাঞ্চ সার্কেল ওয়াইয়ের মালিক মর্ট হ্যামণ্ডের স্টেজ চালায়। স্টেজ লাইনটার মালিক মর্ট হ্যামণ্ডই। সেজব্রুশ শহরের সবগুলো ভবনের মালিকও ও-ই।

মর্ট হ্যামণ্ডের বাবার নাম লং হ্যামণ্ড। প্রায় বিশ বছর আগে তারই নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল সেজব্রুশ শহরটা। বছর দুয়েক আগে মারা গেছে লং হ্যামণ্ড ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে। তারপর থেকে তার একমাত্র ছেলে মর্টই চালাচ্ছে সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চ।

আচমকা ব্যাপারটা ধরতে পারল রিচ। স্টেজ ড্রাইভার লব জাইলস মারামারি বাধাতে চাইছে ওর সাথে। সেটা ওর নিজের ইচ্ছেয় নয়, ওর বস মর্ট হ্যামণ্ডের নির্দেশে।

'তোমার উচিত ভদ্রমহিলার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া।' লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রিচ। 'যেভাবে বুনো শুয়োরের মত স্টেজ চালিয়ে এসেছ, মহিলার অর্ধেক হাড়গোড় ভেঙে গেছে হয়তো।'

'ক্ষমাটা তুমিই চেয়ে নাও, জনসন।' হাসি একেবারে কানের গোড়ায় গিয়ে ঠেকল জাইলসের। থোঃ করে আরেক দলা থুতু ফেলল রিচের ঠিক সামনে। 'পুরো ব্যাপারটার জন্যে অবশ্য আমি দুঃখপ্রকাশ করছি। তবে তোমাকে বানানোর প্রথম ধাপ হিসেবে কাজটা সুষ্ঠু হয়েছে, কী বলো?'

'প্লিজ,' অনুনয় ঝরল মেয়েটির গলা থেকে, 'কোনও ঝামেলা দেখতে চাই না আমি।'

ফালতু লোকটার টোপে পা না-দেয়াটাই ভাল মনে করল রিচ। উপেক্ষার ভঙ্গিতে ওর দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াল। ঠিক এ-সময়ে মর্ট হ্যামণ্ডকে বেরিয়ে আসতে দেখল সেলুন থেকে। পেছনে ওর পোষা টপ গানহ্যাণ্ড কিথ হার্পার।

হ্যামণ্ডের বয়স আটাশ, রিচের চেয়ে বছর ছয়েকের বড়। একটা লাল সিল্কের জামা গায়ে ওর। জামা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন প্রশস্ত দু'কাঁধের মাংসল পেশী। কাঠের তৈরি সাইডওঅকে দাঁড়াল ও, ধূসর দু'চোখ মেলে চাইল রিচের দিকে।

রিচ দেখছে কিথ হার্পারকে। বসের ডানপাশে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা। লম্বা। মুখ আড়ষ্ট। দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বেশ মৌজে আছে বন্দুকবাজ। দুই উরুর সাথে নিচু করে বাঁধা দুটো কালো হাতলঅলা পয়েন্ট ফোরটি ফাইভ। ভাবলেশহীন কালো দু'চোখ। জাইলসকে এক নজর দেখে নিয়ে রিচের দিকে তাকাল।

রিচের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মেয়েটার দিকে চাইল হ্যামণ্ড। আমোদিত স্বরে বলে উঠল, 'হ্যাল্লো সিস! এই স্টেজে যে তুমি আসবে, তা ভাবিনি।'

'হ্যাঁ, ভাই। একটু আগেভাগে এসে পড়েছি,' সাড়া দিল মেয়েটিও।

মর্টের বোন। মার্থা হ্যামণ্ড! মেয়েটার সঙ্গে এ পর্যন্ত যেটুকু কথাবার্তা হয়েছে, চট করে সেগুলো মনে করবার চেষ্টা করল রিচ। কী বলেছে সে মার্থাকে? বলেছে, সে একজন অ্যাটর্নি। সেজক্রুশের একমাত্র আইনজীবী। মাসখানেক আগে সেন্ট লুই

থেকে এসেছে এখানে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রিচ। মেয়েটাকে সে বলেনি যে, সে এখন সান প্রেইরি থেকে আসছে। সেজব্রুশে হোমস্টীডারদের প্রথম যে দলটা আসছে, আসার পর তাদের কীভাবে সাহায্য করা যায়, সে ব্যাপারে কথা বলতে গিয়েছিল সে। হোমস্টীডাররা এখানে এসে ক্লেইম ফাইল করবে সেসব জমির ওপর, যেগুলো এখন বিশাল সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চের জবরদখলে। সেজব্রুশের কেউ এখনও জানে না হোমস্টীডারদের আসার খবর। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মার্থাকে ও এ-ব্যাপারে কিছু বলেনি।

মার্থা হ্যামণ্ডের কথা শুনেছে রিচ। মেয়েটি ক্যালিফোর্নিয়ায় কলেজে ফাইনাল ইয়ারে পড়ছে।

'ওই ভদ্রমহিলা তোমার বোন, মর্ট?' মিনমিনে গলায় জানতে চাইল লব জাইলস।

'হ্যাঁ, অবশ্যই। কেন?'

'আমি...আমি স্টেজটা ঠিকমত চালাইনি, মর্ট,' কৈফিয়তের সুরে বলল স্টেজড্রাইভার। 'নিশ্চয় বেশ ধকল গেছে ওর ওপর দিয়ে। কিন্তু আমি...আমি জানতাম না যে ও তোমার বোন।'

সব কিছু এখন পরিষ্কার রিচের কাছে। মার্থা পুরো শীতকাল ক্যালিফোর্নিয়ায় কাটিয়ে বাড়ি ফিরেছে। এদিকে মাত্র মাসদুয়েক আগে লব জাইলস এসেছে সেজব্রুশে।

পা বাড়াল রিচ। ওর শত্রু আদতে মর্ট হ্যামণ্ড, আলগা মুখের স্টেজড্রাইভার লব জাইলস নয়। ও যদি এখন লবের সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে, মর্টের জন্যে সেটা একটা অজুহাত হয়ে দাঁড়াবে। রিচের নিজের কোনও উপকার হবে না।

'চলে যাচ্ছ নাকি, শাইস্টার?' নিরীহ মুখে প্রশ্ন করল লব জাইলস।

জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল রিচ, আস্তে আস্তে ঘুরল। দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ। এখানে সে প্রায় আগন্তুক। চারপাশের লোকগুলোর মধ্যে কেউ বন্ধু নয়। ওদের মুখে কৌতুক আর বিদ্বেষ। এরা হ্যামণ্ডের লোক। সেজব্রুশের বাসিন্দাদের সার্কেল ওয়াইয়ের সমর্থক হতেই হবে। কেউ এর বাইরে গেলে দেশছাড়া করবে ওকে মর্ট হ্যামণ্ড।

'ও তোমাকে লড়তে ডাকছে, লব,' একজন টিপ্পনী কাটল।

এখন আর পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়–বুঝতে পারল রিচ। তা হলে ভীরু হিসেবে পরিচিত হতে হবে। এরপর থেকে সেজব্রুশে থাকাটাও অসম্ভব হয়ে উঠবে ওর পক্ষে।

'এসো জাইলস,' মৃদুস্বরে ডাকল রিচ। 'নেমে আসো ওখান থেকে।'

সীট থেকে লাফ দিয়ে নামল জাইলস। দু'হাতে মুঠো পাকাতে পাকাতে বলল, 'অবশ্যই, শাইস্টার। আনন্দের সাথে।'

'প্লিজ, শোনো তোমরা...' অনুনয় করল মার্থা।

ওর অনুনয় কানে গেলেও কিছু করার ছিল না রিচের। ডানহাতে ঘুসি বাগিয়ে ততক্ষণে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে জাইলস। চকিতে স্টেজড্রাইভারের দিকে সরে গেল রিচ। শেষ মুহূর্তে বাউলি কেটে নিচু হয়ে ওর ঘুসি এড়িয়ে গেল।

স্টেজড্রাইভারের দু'দুটো ভুল দেখতে পেল ও। প্রথম ভুল, লোকটা ডানহাতে ঘুসি মারতে গেছে ওকে, যেটা অনায়াসে কাটিয়ে দিয়েছে রিচ। দ্বিতীয় ভুলটা আরও মারাত্মক। জাইলস জানে না, যার বিরুদ্ধে লড়তে নেমেছে, তার ক্ষমতা আসলে

কতটুকু। নিজের কলেজ কনফারেন্সে রিচ দু'দুবারের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন।

জাইলসের ঘুসি কাটিয়ে বাম পায়ের ওপর শরীরের ভর ছেড়ে দিয়ে ডানহাতে বিদ্যুৎবেগে ঘুসি চালাল রিচ। সোলার প্লেক্সাসে যেন হাতুড়ির ঘা খেল জাইলস। চ্যাম্পিয়ন মুষ্টিযোদ্ধার মারগুলো বুঝে উঠতে না-পেরে হাঁ করে খাবি খেতে শুরু করল। ও সোজা হওয়ার আগে ফের শরীরের ভর পাল্টে ডান পায়ে দাঁড়াল রিচ। প্রতিপক্ষের পাঁজর সই করে বামহাতের ঘুসি ঝাড়ল।

ব্যথার চোটে হাঁ হয়ে আছে স্টেজড্রাইভারের মুখ। তামাকের ছোপলাগা নোংরা দাঁত দেখা যাচ্ছে হাঁয়ের ভেতর। শেষ মারটা মারল রিচ ওর পেটে। বাঁকা হয়ে গেল জাইলসের শরীর। মাঝারি মাপের আরও দুটো ঘুসি ওর শরীরের ভিত নাড়িয়ে দিল পুরোপুরি। হাঁটু ভেঙে উপুড় হয়ে পড়ল লোকটা। ধুলোর মধ্যে মুখ গুঁজে নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারাল।

চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়ানো বিদ্বেষপরায়ণ দর্শকদের অস্ফুট বিস্ময় ধ্বনি কানে এল রিচের। ওরা সবাই জাইলসের শুভার্থী। জাইলস ওদের চোখে তুখোড় লড়িয়ে লোক। দুর্ধর্ষ। অথচ লড়াইটা শুরু না-হতেই শেষ হয়ে যাওয়ায় নিরাশ হয়েছে তারা। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে, যাকে ওরা লড়তে উস্কে দিয়েছিল, প্রতিপক্ষের গায়ে তাকে একটা ঘুসিও লাগাতে না-পারতে দেখে। প্রতিপক্ষের গোটা তিনেক ঘুসি খেতেই বরং উল্টে পড়েছে লোকটা।

আচমকা মার্থার অস্ফুট কিন্তু তীক্ষ্ণ গলা শুনল সে, 'রিচ, সাবধান...'

চরকির মত ঘুরতে গেল রিচ। কিন্তু পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়ানোর আগে খুলিতে প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করল। জ্ঞান হারাল সাথে সাথে।

দুই

প্রথমে মনে হলো যেন পুরো দুনিয়া ঘুরছে বোঁ বোঁ করে। তারপর স্থির হয় এল আস্তে আস্তে। চোখ মেলতে দাড়িঅলা চওড়া মুখটা দেখতে পেল রিচ।

'ডা. স্মিথ,' ক্লিষ্টস্বরে ডাকল। নিজের কানে নিজের গলার স্বরকে মনে হলো কয়েক মাইল দূর থেকে ভেসে আসা শব্দের মত।

'কথা বলছে ও,' সন্তুষ্টির সুরে বলল ডা. স্মিথ।

একটা খাটের কিনারায় বসে আছে রিচ। একটা হাত রাখা মাথার পেছনে। আস্তে আস্তে সব কথা মনে পড়ল ওর। সে সাথে প্রচণ্ড যন্ত্রণা চাড়া দিয়ে উঠল।

সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল। মার্থাকে দেখল বসে আছে সামনের একটা চেয়ারে। ও আর ডা. স্মিথ ছাড়া আর কেউ নেই ঘরে। ঘরটা ডা. স্মিথের অফিস।

'আমি এখানে কেন?' জানতে চাইল ও।

'আমরা তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। আমি আর মার্থা।'

'আমার মাথায় আঘাত করেছিল কে?' আবার জিজ্ঞেস করল রিচ।

ভারী শরীরের মাঝ বয়সী ডাক্তার মার্থার দিকে চাইল। একটা রুমাল নেড়ে নেড়ে নিজেকে বাতাস করার চেষ্টা করছে মার্থা।

'এখন হোক আর তখন হোক, কেউ না কেউ বলে দেবে ওকে নামটা,' মৃদুস্বরে মন্তব্য করল ডাক্তার।

'হুঁ।' মাথা দোলাল মার্থা। রিচের দিকে ফিরল। 'কিথ হার্পার।'

সাবধানে মাথা ঝাঁকাল রিচ। ওর পেছনে দাঁড়িয়েছিল মর্ট হ্যামণ্ড আর কিথ হার্পার।

'তোমার ভাই তার পোষা বন্দুকবাজকে হুকুম দিয়েছিল আমাকে শেষ করে দেয়ার জন্যে।'

ভুরু কুঁচকাল মার্থা আপত্তির ভঙ্গিতে। 'ও কেন তা করতে যাবে?'

রিচের মাথা দপ দপ করছে ব্যথায়। শরীরের পুরো শক্তি খরচ করে ওকে আঘাত করেছে হ্যামণ্ডের বন্দুকবাজ। বিরস মুখে আঘাতের জায়গাটায় হাত বুলাল। ক্ষতের পরিচর্যা করার জন্যে অনেকখানি জায়গার চুল আঁচিয়ে ফেলেছে ডা. স্মিথ।

'আটটা সেলাই পড়েছে,' বলল ডাক্তার।

'মর্ট কেন তোমাকে আঘাত করতে হুকুম দেবে, অ্যাঁ?' আবার জিজ্ঞেস করল মার্থা। 'তুমি একজন আইনজীবী। এখানে নতুন এসেছ। সেজব্রুশে এমনিতে একজন আইনজীবী দরকার। এর আগে আর কোনও আইনজীবী ছিল না। তুমি কি মর্টের

বিরুদ্ধে কোনও কাজ করেছ নাকি?'

'আমি কিছু করিনি। তোমার ভাই আর ওই স্টেজড্রাইভারই আমার বিরুদ্ধে লেগেছে। এর আগে আমি স্টেজড্রাইভারকে ঘুসি মেরেছিলাম। সেটা তো তোমাকে আগেই বলেছি।'

'জাইলস এমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয় যে, সার্কেল ওয়াই তার পক্ষ নিয়ে তোমার পেছনে লাগবে। ওরা আমাকে বলেছে, তোমার সাথে আমার ভাইয়ের আগে থেকে কোনও গোলমাল ছিল না। তা হলে ও কেন শুধু শুধু তোমাকে আঘাত করতে বলবে?'

দু'দিন আগের কথা মনে পড়ল রিচের। ইউ এস ল্যাণ্ড কমিশনার মি. রিচার্ড অ্যাপল্টন জনসনের নামে ইউ এস ডিপার্টমেণ্ট অভ ইনটেরিয়রের একখানা চিঠি পেয়ে সান প্রেইরি রওনা হয়েছিল ও। ও যে একজন ইউ এস ল্যাণ্ড কমিশনার, সেজব্রুশে সে ছাড়া আর কেউ তো জানে না। বিশাল সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চের বিপক্ষে দাঁড়াবার মত যথেষ্ট হোমস্টীডারের সমাবেশ ঘটানোর আগ পর্যন্ত ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্যে ওয়াশিংটনকে সে নিজেই অনুরোধ করেছিল।

এ ছাড়াও কেউ জানে না যে, রিচ মণ্টানা প্যাসিফিক রেল কোম্পানির একজন বেতনভুক কর্মকর্তা। এখানকার এই আনকোরা প্রেইরিতে সেটলার আনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ওকে। কোম্পানি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জনাপঞ্চাশেক কৃষক পরিবার জড়ো করতে পারলে তারা সান প্রেইরি থেকে একটা শাখা লাইন খুলবে সেজব্রুশ পর্যন্ত।

ওয়াশিংটনে কেউ হয়তো ভুল করে চিঠিতে ওর নামের শেষে অফিশিয়াল পদবী লিখে দিয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের একটা পোস্ট

অফিস কী করে চিঠিটা গোপন রাখতে পারল না?

সেজব্রুশের পোস্টমাস্টার লোকটার কথা ভাবল রিচ। গ্র্যাবি জ্যাকসন লোকটা একটু বাচাল টাইপের, গল্প করতে পেলে বেঁচে যায়। বুড়ো হ্যামণ্ড সম্ভবত নিজের কাজে লাগাতে পেরেছিল ওর অভ্যাসটাকে এবং সেটা এখন তার ছেলেও নিজের প্রয়োজনে লাগাচ্ছে।

গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার এক বছর পর বুড়ো হ্যামণ্ড তার টেক্সান সাঙ্গপাঙ্গসহ দশ হাজার লংহর্ন নিয়ে মন্টানার এই চারণভূমিতে এসে ঘাঁটি গেড়ে বসে। এর পরের আঠারো বছর সে সেজব্রুশে নিজের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখে। সেজব্রুশ শহরের পত্তন ওর হাতেই। এখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সে। গড়ে তোলে বিশাল সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চ।

সে-সময় লংহর্ন গরু ধরার কাজে গ্র্যাবি জ্যাকসন প্রচুর সাহায্য করেছিল হ্যামণ্ডকে। এক সময় চোরাগর্তে পড়ে পা ভেঙে খোঁড়া হয়ে যায় জ্যাকসন। বিশ্বস্ত ও কাজের লোকটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি বুড়ো হ্যামণ্ড। সেজব্রুশের ডাকঘরের চাকরিতে বহাল করে দেয়।

রিচের বরাবরে পাঠানো ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অভ ইনটেরিয়রের চিঠিটার কথা জ্যাকসনই জানিয়েছিল মর্টকে।

দুর্বলতায় দু'হাঁটু কাঁপছে থর থর করে, তবু উঠে দাঁড়াল রিচ। হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে সেজব্রুশের মেইন স্ট্রীটের দিকে তাকাল। সুলিভানের সেলুনের সামনে দাঁড়ানো স্টেজটা এখন নেই। ঘোড়াগুলো সম্ভবত লিভারি বার্নে। আগামীকাল সকালে সান প্রেইরি থেকে ফের সেজব্রুশে আসবে স্টেজটা।

সুলিভানের সেলুনের সামনে ছয়টা ঘোড়া বাঁধা। দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে ঘোড়াগুলো, লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে। মর্ট হ্যামণ্ডের বিশাল বাকস্কিনটা চিনতে পারল রিচ। উঁচু, প্রশস্ত কাঁধের রোয়ানটা কিথ হার্পারের।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল ওর। দুই দিন আগে সান প্রেইরিতে যাবার সময় সেজক্রুশের একজন রাইডার পেছন থেকে দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে গিয়ে স্টেজ থামিয়ে ড্রাইভার জাইলসের সাথে কথা বলেছিল। কী কথা হয়েছিল তাদের মধ্যে রিচ অবশ্য শুনতে পায়নি। স্টেজ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে আলাপ করেছিল ওরা। লোকটা ছিল একজন সার্কেল ওয়াই কাউবয়।

রিচ তখন একটু অবাক হয়েছিল। কাউবয় এবং স্টেজ ড্রাইভারের মধ্যে এমন কী গোপন কথা থাকতে পারে, যা তার শুনতে মানা। তবে তা নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামানোর দরকার মনে করেনি। অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো ঠিক নয় ভেবে চুপ করে গেছে এবং পরে ব্যাপারটা ভুলেই গেছে। তবে এখন ব্যাপারটা তার কাছে স্পষ্ট। ওই কাউবয়কে মর্ট হ্যামণ্ডই পাঠিয়েছিল রিচ যে একজন ইউ এস ল্যাণ্ড কমিশনার সে-খবর জাইলসকে জানানোর জন্যে। আর জাইলস নিশ্চয় দু'দিন ধরে সান প্রেইরিতে ওর সমস্ত গতিবিধির ওপর কড়া নজর রেখেছিল।

দরজা থেকে গলিপথে উঁকি দিল রিচ। তারপর বেরিয়ে প্রায় টলমল পায়ে দৌড়াতে শুরু করল। মার্কেন্টাইল হাউসের পেছনের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। হলরুম পেরিয়ে নিজের অফিসের সামনে দাঁড়াল।

অফিসের দরজা খোলা। তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকা হয়েছে।

ওর ডেস্কটা এক পাশে কাত করা। ড্রয়ারগুলো খোলা। ভেতরের কাগজপত্র এলোমেলো। সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সার্কেল ওয়াই নিশ্চয় ওর কাগজপত্র পড়েছে। এখন ওরা জানে, সেজব্রুশে সেটলাররা আসছে।

'এ কী! এ-অবস্থা কেন?' মার্থার গলা শুনে ঘুরল রিচ। মেয়েটা বোধ হয় ওর পেছনে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়েছে।

'তোমার গুণধর ভাইয়ের কাণ্ড!' তিক্তস্বরে বলল। একখানা চেয়ার টেনে বসে চারদিকের ধ্বংসযজ্ঞের দিকে চাইল।

'কেন, মর্ট–মানে সার্কেল ওয়াই কেন এ-কাজ করবে?'

ওয়াশিংটন থেকে ওর কাছে পাঠানো চিঠির কথা বলল রিচ।

'গ্র্যাবি জ্যাকসন তা হলে একটা ফেডারেল আইন ভঙ্গ করেছে,' মন্তব্য করল মার্থা।

'আর আমি ওর নাক ভেঙে দেব!' ফুঁসে উঠল রিচ।

'সেটা কি ঠিক হবে? ও একজন বুড়ো মানুষ। তাও খোঁড়া।'

'তাতে কিছু আসে যায় না,' বলল রিচ, তারপর সতর্ক চোখে তাকাল মেয়েটির দিকে। যত যা-ই হোক, মেয়েটি মর্ট হ্যামণ্ডের বোন, একজন হ্যামণ্ড। 'তুমি কাকে সমর্থন করবে বলো তো? এটা তো অন্যায়, তাই না?'

'আমার শিরায় শিরায় হ্যামণ্ড রক্তের ধারা। অবশ্যই আমি সার্কেল ওয়াইয়ের স্বার্থের বাইরে যাব না,' পরিষ্কার জানিয়ে দিল মার্থা।

'তা হলে তুমি আমার শত্রুপক্ষ। চলে যাচ্ছ না কেন?'

'আমার বিশ্বাস, তুমি পাগল হয়ে গেছ, মি. জনসন। রকি পর্বতের পুবপাশের এসব অঞ্চলে চাষবাসের কোনও সুযোগ

নেই। এখানে শীতকাল অনেক দীর্ঘ, অত্যন্ত কষ্টের। গ্রীষ্মকালে সামান্য বৃষ্টি হয়। এটা আমি কলেজেও পড়েছি, তা ছাড়া ছোটকাল থেকে নিজের চোখেও তো দেখে আসছি।'

'কলেজের বইতে যা লেখা থাকে, তার সবটুকু সত্যি বলে ধরে নেয়ার দরকার নেই। পর্যাপ্ত পানি থাকলে এসব জমিতে সোনা ফলানো সম্ভব।'

'পানি পাবে কোথায়?'

'সেটা আমাকে খুঁজে বের করে নিতে হবে।'

সেজব্রুশ ক্যানিয়ন থেকে নেমে আসা ঝরনার কাছে রিচ নিজের ক্লেইম ফাইল করে ফেলেছে ইতোমধ্যে। বাঁধ দেয়ার জন্যে ওটা একটা আদর্শ জায়গা। মর্ট হ্যামণ্ড অবশ্য ক্লেইম ফাইল করার খবরটা পায়নি এখনও। কারণ ওর দরখাস্ত এখন ওয়াশিংটনে। হোমস্টীড অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে ও কোনও চিঠিপত্র পাঠায়নি।

মার্থার চোখে রাগের ঝিলিক ফুটতে দেখল ও। ঠোঁট কামড়াচ্ছে মেয়েটি, রাগে টগবগ করে ফুটছে ভেতরে ভেতরে।

'সার্কেল ওয়াই এ-খেলায় জিততে পারবে না, ম্যাম,' বলল সে।

'এ-কথা কেন বলছ?'

'আমার জন্ম টেক্সাসের লোয়ার প্যানহ্যাণ্ডলে। ওখানে বড় হয়েছি। পেকোস নদীর তীরে এসটিও নামের একটা র‍্যাঞ্চের মালিক ছিল আমার বাবা। বছর দশেক আগে কৃষকরা যেতে শুরু করে ওখানে। ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি বাবার। বোকার মত বাধা দিতে গিয়েছিল ওদের। ফলে লড়াই বেধে যায়।'

'অনেক বড় ছিল বুঝি তোমাদের র‍্যাঞ্চটা?'

'বিশাল। হাজার হাজার গরু...'

'সার্কেল ওয়াইয়ের আছে ত্রিশ হাজারের মত। তোমার বাবা কি জিততে পেরেছিল লড়াইয়ে?'

মৃদু হাসল রিচ। 'কাঁটাতারের বেড়া আর উইণ্ডমিল-এ-দুটোর বিরুদ্ধে এঁটে উঠতে পারেনি। কাঁটাতার দিয়ে বিশাল এলাকা বিভক্ত করে ফেলা যায় আর উইণ্ডমিল দিয়ে পানি তুলে ব্যাপক এলাকা চাষের আওতায় আনা যায়। এসব নিয়ে পশ্চিমে আসা লোকদের ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয় স্থানীয়দের পক্ষে। না, আমার বাবা জেতেনি।'

' তোমার বাবা এখন কোথায়?'

'টেক্সাসে ছ'ফুট মাটির নীচে। সডবাস্টারদের সাথে সরাসরি লড়াইয়ে নেমেছিল। একটা মানুষকে মারার জন্যে একটা বুলেটই যথেষ্ট। তুমি যদি কাউকে গুলি করতে শুরু কর, সেও করবে।'

'খুন হয়েছে...'

'গোলমাল শুরুর দু'বছরের মাথায়। ওরা অবশ্য ওটাকে তারকাঁটার লড়াই নামে ডাকে। আমার একমাত্র ভাইও মারা গেছে।'

মাথা নিচু করল মার্থা, এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর মুখ তুলল। 'সত্যিই দুঃখজনক।'

রিচ উঠে জানালার কাছে গেল, তাকাল বাইরে মেইন স্ট্রীটের দিকে। 'তারা যেভাবে মরতে চেয়েছিল, সেভাবে মরেছে, মার্থা। ওই আঘাত সামলে উঠতে পারেনি আমার মা। এক বছরের মাথায় সেও মারা যায়। আর আমি বোকা হলে এর পরেও সেটা চালিয়ে যেতে পারতাম।'

'তুমি কী করলে এরপর?'

'পরিবারের মধ্যে একমাত্র আমিই বেঁচে রইলাম। জমিজমার ওপর সরকার প্রদত্ত কোনও মালিকানা ছিল না আমাদের। বিশাল এলাকা জুড়ে গরু চরাতাম। জমি হারানোর পর গরুর পাল আর র‍্যাঞ্চ হাউসটা বেচে দিয়ে সেন্ট লুইয়ে চলে গেলাম। সেখানে দূর সম্পর্কের এক চাচা-চাচীর সাথে থাকতাম।'

'তো এখন কী অবস্থা তোমার সে-এলাকার?'

উজ্জ্বল মুখে ফিরল রিচ ওর দিকে। 'মার্থা, তুমি এখন দেখলে চিনতেই পারবে না আর। আমূল পরিবর্তন। সেচের জন্যে বাঁধ, ফার্মহাউস, ঘোড়ার জন্যে প্রচুর ঘাস, চাষের জমি, পরিবার, ছেলেমেয়ে, স্কুল, শহর–যা আগে কখনও ছিল না।'

'আর তুমি এখন দাঁড়িয়েছ যাদের হাতে তোমাদের সর্বনাশ, তাদের পক্ষে,' খোঁচা দিতে ছাড়ল না মার্থা।

'কিন্তু ওটাই সঠিক পক্ষ। সার্কেল ওয়াইয়ের দিন শেষ হয়ে এসেছে।'

'আমার ভাইকে তুমি ওসব বলে সুবিধে করতে পারবে না। আমার বাবাকে বলেও পারতে না।'

'তা হলে আমরা একে অন্যের প্রতিপক্ষ, কী বলো?'

'রিচ, প্লিজ আমাকে একটু ভাবতে দাও।' মার্থার কমনীয় মুখে চিন্তার ছাপ। 'আমি মর্টের সঙ্গে কথা বলব এ-ব্যাপারে।'

'দয়া করে আমার কথা বোলো না। আমি চাই না তোমার ভাই ভাবুক যে, আমি তোমাকে ব্যবহার করছি।'

'তুমি তা করবে না, রিচ। আমি জানি।'

'তুমি কতদিন থাকবে এখানে?'

'আমার কাছে শিক্ষক সনদপত্র আছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় শিক্ষকের বড় সঙ্কট। এখানে আমি হয়তো সপ্তাহ কয়েক থাকব। তারপর চলে যাব।'

হতাশায় ছেয়ে গেল রিচের মন। ও আসলে একটা গাধা। এই মেয়ের মনে ওর ব্যাপারে কোনও অনুভূতিই সৃষ্টি হয়নি। এসব আসলে তার ভাগ্যে নেই।

'আমি চাই না,' গলার স্বর যথাসম্ভব কর্কশ করে তুলল ও, 'আমার হয়ে তোমার ভাইকে কিছু বল। তার আমার দরকার নেই। তুমি কি বুঝতে পারছ আমি কী বলছি?'

নীল চোখে আগুনের ঝিলিক দেখল রিচ। 'তুমি গোঁয়ার আর বেকুব টাইপের একজন মানুষ, রিচ জনসন। ধারণা ছিল, বিশেষণটা কেবল আমার ভাইয়ের জন্যেই খাটে। এখন দেখছি, তুমিও তারচেয়ে কোনও অংশে কম যাও না।'

'ধন্যবাদ, ম্যাম,' শুকনো মুখে বলল রিচ।

হুপস্কার্টের ঝুলে ঝড় তুলে ঘুরে দাঁড়াল মার্থা। তারপর বেরিয়ে গেল। কার্পেটবিহীন মেঝেয় ওর জুতোর হিলের খট খট শব্দ জোরাল হয়ে বাজল রিচের কানে। মৃদু হাসল ও, হাত মুঠো করল।

মিনিট কয়েক পরে নীচে নামল। ইরা বীসনের দোকান ম্যাক-এ এসে দাঁড়াল। একা বসে আছে দোকানদার শুকনো মুখে, খদ্দেরের আশায়।

'আমার কৃষকরা যখন আসবে,' দোকানদারকে বলল রিচ। 'অনেক ব্যবসা হবে তোমার।'

চোখ তুলে তাকাল মোটাসোটা দোকানদার। 'কৃষক?'

'ওরা যে আসছে তুমি জান না, বীসন? নাকি ওদের সাথে

ব্যবসা করতে চাও না? সার্কেল ওয়াইয়ের সাথে ব্যবসা করে খুব বেশি লাভ করতে পারবে বলে তো মনে হয় না। শেষে হয়তো না-খেয়ে মারা যাবে। ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকাল। 'তুমি কৃষকদের সাথে ব্যবসা করতে না-চাইলে শেষে হয়তো আমাকেই দোকান খুলে বসতে হবে।'

'তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ, জনসন?'

'সার্কেল ওয়াইয়ের লোকেরা এসে আমার অফিসে চড়াও হয়েছিল, না?'

আচমকা কিছু একটা খোঁজার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ইরা বীসন। মাথা নিচু করে অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'আমি ঠিক জানি না।'

মুচকি হাসল রিচ। 'তুমি বরং কানের ফুটো দুটো বন্ধ করে দাও। তা হলে ভবিষ্যতে এমন কাঁচা মিথ্যে কথা আর বলতে হবে না। কিন্তু এখন তো প্রতিটি কথাই আমার স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছ। শোনো, তোমাকে যে কোনও এক পক্ষ নিতে হবে। মাঝামাঝি কোনও পথ থাকে না। তোমার এ-মধ্যপন্থা নিশ্চয় হ্যামণ্ডরাও পছন্দ করবে না।'

'তোমার লোকেরা এখনও আসেনি,' গোমড়া মুখে বলল ইরা।

'শীঘ্রই এসে পড়বে ওরা,' লোকটাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল রিচ।

দোকানদারের সাথে ফালতু প্যাঁচাল পেড়ে সময় নষ্ট করল না আর। সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

যেতে যেতে রাস্তার দু'পাশে তাকাচ্ছে। সেজক্রশে একটা কাঠের দোকান দরকার হবে। বাড়িঘর এবং বার্ন বানাতে তার

লোকদের প্রচুর কাঠ লাগবে।

ও নিজেই অবশ্য কাঠের দোকান শুরু করতে পারে, সাথে একটা জেনারেল স্টোরও। সেটা অবশ্য ইরা বীসন যদি ব্যবসা করতে রাজি না-হয় তখন। তবে এ-শহরের ভবিষ্যৎ ভাল।

তীব্র তাপে ঝলসে যাচ্ছে সেজক্রশ। প্রেইরির ঘূর্ণিবাতাস ধুলো ওড়াচ্ছে। ধুলো আর খড়কুটোর সাথে উড়ছে ছেঁড়াখোঁড়া কাগজের টুকরোও। এ-শহরের প্রবীণ বাসিন্দাদের বলাবলি করতে শুনেছে রিচ, সেজক্রশে এবারের মত গরম আর কখন পড়েছে, মনে করতে পারছে না ওরা।

গত শীতে খুব বেশি বরফ পড়েনি। ঝরনা দিয়ে এবার পানির প্রবাহ কম। ওঅটর হোলগুলো শুকিয়ে গেছে গরমে। সেজক্রশ ক্রীকে এখন পানির চেয়ে কাদার পরিমাণ বেশি।

ভাটি রাস্তার শেষ মাথায় কাঠের তৈরি পোস্ট অফিসটা। বুড়ো হ্যামণ্ড তৈরি করেছিল ওটা। পোস্ট অফিসে গিয়ে ঢুকল রিচ।

সুয়িভাল চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে ঘুমাচ্ছিল গ্র্যাবি জ্যাকসন। এবড়োখেবড়ো ডেস্কের ওপর বুটসুদ্ধ দু'পা তোলা। হাঁ করে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে। হলুদ এলোমেলো দাঁত দেখিয়ে ভেঙচি কাটছে যেন। এমন গভীর ঘুমে মগ্ন পোস্টমাস্টার, রিচের ঢোকার শব্দ এমনকী গলা খাঁকার পর্যন্ত ওর কানে ঢুকল না।

রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলছে রিচের। দুম করে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসাল ডেস্কের ওপর। ঘুম টুটে গেল জ্যাকসনের। চোখ মেলে আঁতকে উঠে মুখ বন্ধ করতে গিয়ে খাবি খেল। ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে বসল সোজা হয়ে। উপদ্রবকারীকে চিনতে এক মুহূর্ত সময় নিল। তারপর খেঁকিয়ে উঠল, 'জাহান্নামে যাও তুমি...'

কিন্তু রিচের চোখে চোখ পড়তে থেমে গেল হঠাৎ। বাকি শব্দগুলো বেরোল না আর মুখ দিয়ে।

ওর ধূসর দু'চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটতে দেখল রিচ। তাড়াতাড়ি ড্রয়ারের দিকে চলে গেল হাত। ঝাপ্টা মেরে হাতটা সরিয়ে দিল রিচ। 'আমি জানি, ওখানে একটা অস্ত্র আছে তোমার,' হিমশীতল গলায় বলল। 'কিন্তু ওটার কথা স্রেফ ভুলে যাও। ফেডারেল আইন ভঙ্গ করার দায়ে তোমার কিছু শাস্তি পাওনা আছে।'

'কেন? কী জন্যে?'

'তুমি বিনানুমতিতে একজনের চিঠি খুলে তার ভেতরের গোপন তথ্য জেনেছ। আইনের চোখে এটা অন্যায়। তুমি মর্ট হ্যামণ্ডকে বলে দিয়েছ আমি একজন ইউ এস ল্যাণ্ড কমিশনার।'

'কক্ষনো...'

মেজাজ সামলাতে পারল না রিচ। জ্যাকসনের সামনে ডেস্কের ওপর একটা খোলা ইঙ্কপ্যাড। আচমকা দু'হাতে ওর মাথা ধরে ঠেসে ধরল ইঙ্কপ্যাডের ওপর। আবার তুলল, ফের ঠেসে ধরল। বারকয়েক এভাবে করে তারপর ছেড়ে দিল।

জ্যাকসনের হাড্ডিসার মুখে কালি লেপ্টে গেল। ভূতের মত দেখাচ্ছে এখন ওকে। পেছন থেকে সুয়িভাল চেয়ার ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রিচ। টাল সামলাতে না পেরে দড়াম করে মেঝেয় পড়ল অপ্রস্তুত পোস্টমাস্টার। ড্রয়ার খুলে ওর পয়েন্ট ফরটি ফোর পিস্তলটা তুলে নিল রিচ। খোলা দরজা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল।

'তোমার কীর্তির কথা ওয়াশিংটনকে জানাব আমি,' হাঁচড়ে পাঁচড়ে ওঠার চেষ্টায় রত জ্যাকসনের দিকে তাকিয়ে হুমকি দিল

রিচ।

'জানিয়ে দেখতে পার,' ওকে পাত্তাই দিচ্ছে না বুড়ো লোকটা। 'তুমি আমার কচুটা করতে পারবে। সেজব্রুশ শহরটা ওয়াশিংটনে তোমার কর্তাদের কথায় নয়, মর্ট হ্যামণ্ডের হুকুমে চলে।'

'চলবে না আর বেশি দিন। ওর সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

বেরিয়ে পড়ল রিচ। সন্তুষ্ট বোধ করছে। মাথা অবশ্য এখনও ভারী হয়ে আছে। ব্যথায় দপ দপ করছে মাঝে মধ্যে। তবু বোঝা যাচ্ছে, ডাক্তার স্মিথের দেয়া ওষুধ কাজ করতে শুরু করেছে।

হাঁটতে হাঁটতে সুলিভানের সেলুনের দিকে তাকাল। মর্ট হ্যামণ্ডকে দেখল বেরিয়ে আসতে। বাতাসে র‍্যাঞ্চমালিকের লাল জামাটা উড়ছে। পেছনে সার্কেল ওয়াইয়ের জনাসাতেক কাউপাঞ্চারসহ ওর গানম্যান কিথ হার্পার।

বেরিয়ে সাইডওঅকে দাঁড়াল দলটি, তারপর ঘুরে ইরা বীসনের দোকানের দিকে রওনা হলো। একটু পর রিচকে দেখল মর্ট। দূর থেকে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা তোমার অফিসেই যাচ্ছি, মি. ল্যাণ্ড কমিশনার। তোমার সাথে জরুরি কাজ আছে।'

হেসে উঠল কেউ একজন। রিচ খেয়াল করে দেখল লোকটা কিথ হার্পার।

তিন

নয়জন সশস্ত্র লোক এখন রিচের অফিসে। মেঝের ওপর কাত হয়ে থাকা ডেস্কটা সোজা করল ওরা, চেয়ারটাও বসাল জায়গামত।

'এবার তা হলে কাজের কথায় আসি, ল্যাণ্ড কমিশনার?' বলল মর্ট।

'কোন কাজের কথা বলছ?'

মড়ার মত সাদা নির্বিকার মুখ কিথ হার্পারের। ওর মুখে তাকিয়ে হাসল মর্ট হ্যামণ্ড। 'আমরা এখানে হোমস্টীড ফাইল করতে চাই। তুমি যেহেতু ইউ এস ল্যাণ্ড কমিশনার, তাই তোমার সাথে আলাপ করতে এসেছি এ-ব্যাপারে।'

ভুরু কুঁচকে গেল রিচের। সার্কেল ওয়াই যদি হোমস্টীড ফাইল করে, তা হলে এখানকার ভাল ভাল ওঅটর হোলগুলো ওরাই দখল করে নেবে। ওঅটর হোলের নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে থাকবে, পরিণামে পুরো সেজক্রশও নিয়ন্ত্রণ করবে ওরা। ওর লোকেরা, যারা এখনও এসে পৌঁছেনি, ওদের ভাগে খুব সামান্যই পড়বে–তাও এরা দখল করে নেয়ার পর যদি কিছু থাকে।

'আমি যদি তোমাদের দরখাস্ত গ্রহণ না-করি,' বলল রিচ।

হোলস্টারে গোঁজা পিস্তলের বাঁট আঁকড়ে ধরতে গেল কিথ হার্পার। ওর দিকে কঠিন চোখে তাকাল মর্ট হ্যামণ্ড। সাথে সাথে ফের মড়ার মুখের মত নির্বিকার হয়ে গেল বন্দুকবাজের মুখ।

'গ্রহণ তোমাকে করতে হবে, জনসন।' মৃদু হাসল মর্ট। 'আমরা সবাই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। বয়স একুশের ওপরে। ভোটাধিকার আছে। ভোট যে দিয়েছি, তার প্রমাণও আছে।'

জিভ দিয়ে চেটে ঠোঁট ভেজাল রিচ।

'তুমি যদি দায়িত্ব পালনে গাফিলতি কর, আমরা তা ওয়াশিংটনে জানাব। তাতে তোমার চাকরি নিয়ে যে টানাটানি পড়ে যাবে, বোঝ নিশ্চয়?'

রিচ জানে, এটা করতে পারে হ্যামণ্ডরা। ওয়াশিংটনে বিগউইগস নিজের ডেস্কের পেছনে চেয়ার আলো করে বসে আছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন' রেঞ্জগুলোতে কোন ধরনের সমস্যা বা বিপদ ওত পেতে আছে, তা তার জানার কথা নয়। আর রিচ যদি নিজের এই সরকারী চাকরিটা খুইয়ে বসে, সেজব্রুশে তার ফুটো পয়সার দামও থাকবে না। কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়াবে ওরা এখান থেকে। মনে মনে অভিশাপ দিল ও বুড়ো পোস্টমাস্টার গ্র্যাবি জ্যাকসনকে।

স্পারের ঝুন ঝুন শব্দ তুলে দেয়ালের সাথে টাঙানো বড় ম্যাপটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মর্ট। রিচ দেখল, ম্যাপের মাঝখানে লাল কালি দিয়ে একটা গোল দাগ দেয়া। এটা আগে ওর চোখে পড়েনি। ওর অনুপস্থিতিতে রূমে ঢুকে তছনছ করার সময় দাগটা দিয়েছিল ওরাই।

'এই হোমস্টীডটা আমার নামে,' সার্কেল ওয়াইয়ের ওপর

ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা রেখে বলল মর্ট।

চেয়ারে হেলান দিল রিচ। 'আমার কাছে হোমস্টীড ফর্ম নেই।'

ঘুরে জরিপের ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকাল মর্ট। 'কী বলতে চাইছ তুমি?'

চোখ নামিয়ে মেঝেয় ছড়ানো ছিটানো কাগজপত্রের দিকে ইঙ্গিত করল রিচ। মোচড়ানো, দলা পাকানো, ছেঁড়াখোঁড়া। তিক্তস্বরে বলল, 'কী করেছ এসব?'

'অ।' হাসল মর্ট। 'তাতে আর অসুবিধে কী?' নিজের লোকদের বলল, 'এই যে, তোমরা। কাগজপত্র সব গুছিয়ে টেবিলের ওপর তোলো।'

কিথ হার্পার ছাড়া আর সবাই কাজে লেগে গেল। জানালা দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে বাইরে তাকাল মর্ট। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো কিথ। ঠোঁট থেকে সিগারেট ঝুলছে, তবে আগুন ধরানো হয়নি তাতে। আগের মতই নির্বিকার চোখ আর মুখ। দু'মিনিটের মধ্যে মেঝে পরিষ্কার হয়ে গেল। কাগজপত্র সব ডেস্কের ওপর, রিচের সামনে।

'একটার সাথে আরেকটা গুলিয়ে ফেলেছে ওরা!' অভিযোগ করল রিচ।

ঝট করে ঘুরল মর্ট। 'ওখান থেকে হোমস্টীড ফর্ম বেছে নিতে পারবে।....তুমি কিন্তু খাটিয়ে নিচ্ছ আমাদের, জনসন।'

'তোমার লোকেরা ওগুলো এলোমেলো করেছে। ওটা গোছানোটাও তোমাদের কাজ।'

কঠোর হয়ে উঠল হ্যামণ্ডের মুখ। মুহূর্তে পিস্তল উঠে এল কিথ হার্পারের হাতে। রিচের বুক বরাবর স্থির হলো। প্রথমে

পিস্তলের দিকে তাকাল মর্ট, তারপর রিচের দিকে। শেষে হার্পারের দিকে চেয়ে শুষ্ক হাসি হাসল। 'এ ছাড়া ফয়সালার আর কোনও পথ তোমার জানা নেই, না কিথ?'

'এটা...এবং আমার দু'হাত। যেখানে যেটা প্রযোজ্য।'

হার্পারের অস্ত্রের দিকে চেয়ে রইল রিচ। 'তুমি এখনও সে-আদ্যিকালে পড়ে আছ, হার্পার। বন্দুকবাজির দিন শেষ। মন্টানায় এখন আইনের শাসন কায়েম হয়েছে।'

'সে জন্যেই বুঝি সাথে পিস্তল রাখনি?' বাঁকা হাসি হাসল হার্পার।

দেয়াল থেকে ঝুলানো নিজের পয়েন্ট ফরটি ফাইভ পিস্তলটার দিকে চাইল রিচ। একটা গানবেল্টও আছে ওখানে। পুরানো ধাঁচের কোল্টটার বাঁট কালো চকচকে। হার্পারের প্রতি এক ধরনের ঈর্ষাপূর্ণ সমীহ বোধ করছে ও। খুব বেশি চালু লোকটা পিস্তল হাতে। তবে ওর চেয়ে চালু দেখেছে রিচ তার বাবাকে। তার মৃত বাবাকে।

সার্কেল ওয়াইয়ের লোকেরা কাগজপত্র গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। ওদের মধ্যে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। রিচ তাকাল ওদের দিকে। 'আমার মনে হয়, তোমরা পড়তে জান না।'

দু'জনের কেউই জবাব দিল না। একজনের চোখে রাগের ঝিলিক দেখল রিচ। হ্যামণ্ডই জবাব দিল, 'শর্টি আর স্লিম কেউই পড়তে পারে না। কখনও স্কুলে যায়নি ওরা।'

'ফেডারেল আইনে আছে কেবল লেখাপড়া জানা লোকেরাই হোমস্টীড ফাইল করতে পারবে,' জানাল রিচ।

'লেখাপড়া জানা লোক মানে লিখতে এবং পড়তে পারে

এমন লোক, তাই না?' জানতে চাইল সার্কেল ওয়াইয়ের এক কাউবয়।

'ঠিক তা-ই।'

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল মর্টের। 'সেটা তুমি মুখে বললে তো হবে না। কোথায় লেখা আছে, তাও দেখাতে হবে।'

'ওই কোনায় দেখো।' তর্জনী উঁচাল রিচ। 'ওই মোটা লাল মলাটের বইটা।'

সরু চোখে নির্দেশিত বইটার দিকে চাইল মর্ট সিগারের গোড়া চিবোতে চিবোতে। তবে বইটি তুলে নেয়ার কোনও আগ্রহ দেখা গেল না ওর মধ্যে।

'শর্টি আর স্লিম ফাইল করতে পারবে না,' জানিয়ে দিল রিচ।

'ধরো, ওরা একটা করে ক্রস চিহ্ন এঁকে দিল দস্তখত হিসেবে। আর আমরা সবাই এদের সাক্ষী হিসেবে থাকব,' যুক্তি দেখাতে চাইল মর্ট।

'বইটা নিয়ে এসে পড়ে দেখো।'

রিচ ইচ্ছে করে মিথ্যে বলছে। আশা করছে, মিথ্যে কথা বলে হয়তো নিজের লোকদের জন্যে পছন্দসই দুটো জায়গা বাঁচাতে পারবে।

একটু ইতস্তত করল মর্ট। 'আচ্ছা ঠিক আছে, বাদ দাও। তুমিই না-হয় জিতলে।'

'আমি চলে যাচ্ছি,' বলল শর্টি। 'আমার এখানে কোনও কাজ নেই। বারে গিয়ে গলা ভেজাব।'

ওর সাথে গলা মেলাল স্লিম, 'আমিও।'

'তা হলে তোমাদের রইল আর সাতজন,' বলল রিচ।

ফাইলিংয়ের জন্যে তোমাদের সাতশ' ডলার খরচ পড়বে, হ্যামণ্ড।'

মুখ আবার শক্ত হয়ে উঠল মর্টের। অজান্তে হাত চলে গেল হোলস্টারের কাছে। 'অনেক বেশি দাবি করছ তুমি, জনসন।'

কাঁধ ঝাঁকাল রিচ। হ্যামণ্ড ভুল বলছে না। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটি ফাইল এণ্ট্রির জন্যে সাধারণভাবে দশ ডলার করে চার্জ। তবে ক্ষেত্রবিশেষে বেশিও নেয়া যায়। কতটা বেশি সেটা অবশ্য নির্দিষ্ট করে বলে দেয়া হয়নি। সার্কেল ওয়াই হোমস্টীড করার কথা বলে ওকে প্যাঁচে ফেলে দিয়েছে। সুতরাং প্যাঁচ কাটিয়ে বের হবার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করবে ও।

'বইটি পড়ে দেখো,' বলল সে।

পাত্তা দিল না মর্ট ওর কথায়। মুখ বাঁকাল। 'অত টাকা নেই এখন আমার সাথে। অত টাকা সঙ্গে নিয়ে কেউ হাঁটে না।'

পেছনে হেলান দিল রিচ। 'জনপ্রতি একশ' ডলার করে। হোমস্টীড ফাইল করার সঙ্গেই টাকাটা দিতে হবে।'

'চেক চলবে?'

'চেক চলবে না। নগদ। সরকারী নির্দেশ।'

'তোমাকে চেকই নিতে হবে,' একগুঁয়ে স্বরে বলল মর্ট।

মৃদু হাসল রিচ। 'আমি নিলেও কাজ হবে না। সরকার তা গ্রহণ করবে না। হোমস্টীড ফাইলের ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা সরকারই বলবে।'

'মানে! তুমি বলতে চাইছ, ওয়াশিংটন তা বাতিল করে দিতে পারে?'

'পারে নয় শুধু, বাতিল করে দেবেই।'

হার্পারের দিকে চাইল মর্ট। 'নীচে যাও, কিথ। এক্ষুণি ইরা

বীসনের কাছ থেকে সাতশ' ডলার নিয়ে আসো আমার কথা বলে।'

ইরা বীসন শুধু দোকানদার নয়, সেজব্রুশের ব্যাংকারও।

'যাচ্ছি,' বলে বেরিয়ে গেল হার্পার।

সার্কেল ওয়াইয়ের লোকেরা শেষ পর্যন্ত রিচের কাগজপত্র গোছাতে পেরেছে। আগের মত যেটা যেখানে ছিল, সেটা সেখানে রাখল।

এণ্ট্রি ফর্মগুলো সামনে টেনে নিল রিচ। 'হুঁ, প্রথমে তুমি, হ্যামণ্ড।'

'আমার দখলে যতটা জমি আছে, পুরোটাই হোমস্টীড করতে চাই।'

'জমির বর্ণনা বলো।'

'মানে? কী বলছ তুমি?'

'আমি একদম শুরু থেকে শুরু করতে চাই, হ্যামণ্ড। ভূমি প্রশাসন আইনে জমিগুলোকে ছত্রিশটি সেকশনে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে আঠারো এবং ছত্রিশ–এ দুটো সেকশন হলো স্কুল সেকশন।'

'তার মানে?' হতবাক দেখাচ্ছে মর্টকে।

'যে কোনও শহরের এ-দুটো সেকশন হোমস্টীড কিংবা বিক্রির জন্যে নয়। ওগুলো অবশ্য বন্দোবস্ত দেয়া যায়। সেখান থেকে প্রাপ্ত অর্থ চলে যায় জনসাধারণের জন্যে স্কুল তৈরির কাজে।'

'এ-ম্যাপে তা হলে সেকশনগুলো দেখানো হয়নি?'

মাথা নাড়ল রিচ। 'এটা খসড়া ম্যাপ। আসল ম্যাপ এখনও ওয়াশিংটন থেকে আসেনি। ওগুলোত টাউনশিপ, সেকশন–সব

কিছু পষ্ট করে দেখানো আছে।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল মর্ট। 'বলে যাও...'

'প্রত্যেক সেকশনে আছে ছয়শ' চল্লিশ একর জমি। হোমস্টীড আইনে একজন মানুষ এক সেকশনের এক-চতুর্থাংশ জমিতে ক্লেইম ফাইল করতে পারবে। তার মানে একশ' ষাট একর। তবে তার আগে তাকে একজন লাইসেন্সধারী সার্ভেয়ার দিয়ে ওটার সীমানা জরিপ করিয়ে নিতে হবে।'

মোটামুটি একটা পথ খুঁজে পেয়েছে রিচ। দুরু দুরু বুকে প্রত্যেকটা কাউপাঞ্চারের দিকে তাকাচ্ছে সে। সবাই চুপ করে আছে। কারও মুখ দেখে মনের ভাব আঁচ করা যাচ্ছে না। ওরা মনে হয় সার্কেল ওয়াইয়ের প্রতি পুরোপুরি অনুগত। ওরা নিশ্চয় হ্যামণ্ডের পেছনে দাঁড়াবে।

বাবার বিশাল টেক্সাস রেঞ্জের কথা মনে পড়ছে রিচের। তাদের কাউপাঞ্চাররাও একশ' ভাগ অনুগত ছিল তাদের এসটিও র‍্যাঞ্চের প্রতি। প্রতিটি লোক তার বাবার আদেশে প্রাণ পর্যন্ত দিতে তৈরি থাকত। এ-লোকগুলো মণ্টানা সীমান্তে কাজ করলেও এদের উৎস কিন্তু টেক্সাস। টেক্সানদের ঐতিহ্য ওদের রক্তের মধ্যে প্রবহমান। ধুলো, ঝড়, স্ট্যাম্পিড–যে কোনও পরিস্থিতিতে একজন টেক্সান তার ব্র্যাণ্ডের প্রতি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অনুগত থেকে যায়। এরা সার্কেল ওয়াইয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত লড়াই করবেই।

মেঝেয় হার্পারের বুটের শব্দ শোনা গেল। একটা চামড়ার ব্যাগ হাতে নীচে থেকে ওপরে উঠে এসেছে বন্দুকবাজ।

'সোনা,' বলল সে। বলেই দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। তারপর যথারীতি মুখে কুলুপ আঁটল।

'তা হলে তুমি আমাদের ফাইল এন্ট্রি করবে না?' জানতে চাইল হ্যামণ্ড। 'টাকা-পয়সা দিলেও না?'

'একজন স্বীকৃত সার্ভেয়ারের সার্ভের আগে তো নয়,' নিজের সিদ্ধান্তে অটল রিচ।

'সমস্যাটা এখনই মিটিয়ে ফেলা যায়, মর্ট,' আচমকা মন্তব্য করল হার্পার। 'এ-লোককে আমাদের দরকার নেই। এখানে অঢেল জমি পড়ে আছে, শুধু আমাদের নিতে যা দেরি।' অর্থপূর্ণ চোখে চাইল রিচের দিকে।

পাত্তা দিল না ওকে মর্ট। রিচকে বলল, 'সার্ভেয়ার কখন আসবে বলো তো?'

'যে কোনও দিন দু'জন লোক এসে পড়ার কথা। আজই তারা সান প্রেইরি থেকে ট্রেন ধরবে বলে আশা করছি। সেটা নিশ্চয়ই তুমিও জান। আমার সব কাগজপত্রই তো দেখে নিয়েছ।'

জবাব দিল না মর্ট, শক্ত মুখে চুপ করে রইল।

'কিংবা আমার অফিশিয়াল ঠিকানা লেখা চিঠিটা তো পড়েছ তাই না?'

রিচ জানে, সে রীতিমত ডিনামাইট নিয়ে খেলছে। লোকগুলোর উত্তেজনা এখন চরমে। সবার চোখ মর্টের দিকে। ওর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছে। জোরে জোরে শ্বাস টেনে ফুসফুস ভরে নিল মর্ট। বিশাল বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে।

অবশেষে কথা বলল, 'ঠিক আছে, জনসন। আমরা এখন যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা, মি. আইনজীবী।'

মাথা নেড়ে সায় দিল রিচ। ওর একটা চোখ কিথ হার্পারের ওপর।

'সরকারী জরিপকারীরা এসে দেখতে পাবে খাস জমির একটা অংশে আমরা আগে থেকেই বসবাস করছি। সে-জায়গা কোনটা, তোমার ওই ম্যাপের মাঝখানে লাল কালিতে গোল করে দাগ দিয়ে দেখানো আছে। জরিপ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমরা ক্লেইম ফাইল করব। তখন যদি তোমার ওই হতে-পারে-কৃষকদের কেউ এসে ওই মাটিতে পা ফেলে, স্রেফ খুন হয়ে যাবে। আমরা জানি, স্কোয়াটার রাইটস বলে একটা কথা আছে। খাস জমিতে কেউ যদি আগে থেকে বসত করে থাকে, বন্দোবস্তি দেয়ার সময় তারই অগ্রাধিকার।'

'হাহ্!' হাসল রিচ। 'তুমি সেই আগের আমলেই পড়ে আছ, হ্যামণ্ড। মণ্টানার দুটি বড় বড় কাউ আউটফিট এই একই ইস্যুতে টেরিটরিয়াল কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল। একটা ইয়েলোস্টোনের পটহুক এসটি, আরেকটা মিল্ক রিভারের রানিং এম। দুটো আউটফিটই হেরে গেছে মামলায়।'

সরোষে হোলস্টারে টোকা দিল মর্ট। 'এটা কিন্তু মামলা-মোকদ্দমার ধার ধারে না,' কর্কশ স্বরে জানিয়ে দিল নিজের অভিমত। নিজের লোকদের উদ্দেশে একটা হাত উঁচাল। 'চলো, ভাইসব। আমাদের অনেক কাজ পড়ে আছে।'

আসন থেকে উঠে দাঁড়াল রিচ। 'দুঃখিত,' কিছুটা বিদ্রূপের সুরে বলল। রাগে গট মট করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল সার্কেল ওয়াইয়ের লোকেরা। সোনাভর্তি ব্যাগটি এক হাতে ধরে আছে মর্ট হ্যামণ্ড, ওর পেছনে কিথ হার্পার।

দশ-বারো জোড়া বুটের শব্দে আর সব শব্দ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। রিচ যে তাদের পেছন পেছন নামতে শুরু করেছে, টের পেল না কেউ। অতি সতর্ক কিথ হার্পারও এক মুহূর্তের জন্যে

পেছনে তাকাতে ভুলে গেল।

সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে নেমে গেছে কাউ পাঞ্চাররা। পাশ কাটিয়ে ওদের সামনে চলে গেছে মর্ট হ্যামণ্ড। কিথ হার্পার শেষ ধাপ থেকে নামছে, এমন সময় ওর কাঁধে হাত ছোঁয়াল রিচ।

বেড়ালের মত ক্ষিপ্রগতিতে পেছনে ফিরল হার্পার। পর মুহূর্তে বাঁকা হয়ে ছোবল বসাল পিস্তলের বাঁটে। তবে বের করার আগেই রিচের বাম হাতের প্রচণ্ড ঘুসি খেল চোয়ালের নীচে। বুঝে ওঠার আগে দ্বিতীয় ঘুসিটা খেল ডান চোয়ালে। পিস্তল ছেড়ে দিয়ে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টায় দু'হাত মেলে দিল দু'দিকে। তলপেটে লাথি খেয়ে ছিটকে গেল পেছনে। চিৎ হয়ে উল্টে পড়ার আগে হ্যামণ্ড এসে ধরতে চেষ্টা করল। তার আগে দড়াম করে সিঁড়ির গোড়ার ধাপে পড়ল বন্দুকবাজ। পড়েই স্থির হয়ে গেল। উপর্যুপরি ঘুসি, লাথি আর পতনের ধাক্কায় বেহুঁশ হয়ে গেছে।

বেহুঁশ বন্দুকবাজের দিকে এক পলক তাকাল মর্ট হ্যামণ্ড, তারপর চোখ তুলল রিচের দিকে। 'তুমি নিশ্চয় মুষ্টিযোদ্ধা, তাই না?'

'সেটা আমার ব্যাপার,' চাঁছাছোলা জবাব রিচের।

নিজের লোকদের দিকে ফিরল মর্ট। 'হার্পার অজ্ঞান হয়ে গেছে। ওকে নিয়ে গিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালো,' নির্দেশ দিল।

দু'জন এসে পা আর মাথা ধরে মাটি থেকে তুলল বন্দুকবাজকে, হাঁটতে শুরু করল। ওদের হাতে বাঁকা হয়ে ঝুলছে ওর শরীর। বাকি পাঞ্চাররা গেল ওদের পেছন পেছন। রিচের সামনে একা দাঁড়িয়ে রইল সার্কেল ওয়াই মালিক।

'এখন থেকে একটা পিস্তল সঙ্গে রেখো, লইয়ার। হার্পার এ-

অপমান ভুলবে না।'

হ্যামণ্ডের চোখে চোখ রাখল রিচ, তবে কিছু বলল না।

চোখ ফিরিয়ে নিল মর্ট, ঘুরে ইরা বীসনের দোকানে গিয়ে ঢুকল।

ঘুরে দাঁড়াল রিচও। ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। নিজের অফিসে ঢুকে গেল। চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়ালে ঝোলানো পয়েন্ট ফরটি ফাইভ পিস্তলটার দিকে তাকাল। চিন্তা করছে মনে মনে। সেজব্রুশ শহরে কোনও আইনের লোক নেই। সার্কেল ওয়াইয়ের মতামতই এখানে আইন। সুতরাং কারও কাছে অভিযোগ করে প্রতিকার চাইবে রিচ, এমন সুযোগ নেই।

এখান থেকে ত্রিশ মাইল দক্ষিণে ওল্ড ফোর্ট ইউনিয়নে ইউ এস ক্যাভালরির একটা ইউনিট অবশ্য অবস্থান করছে। ওদের কাছে একদল অশ্বারোহী সৈন্য চেয়ে পাঠালেও লাভ হবে না। কারণ সেজব্রুশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, এমন কোনও নজির দেখানো যাবে না।

নিজের লোকদের কথা ভাবল ও। লোকগুলো সবাই কৃষক। পুবের বিভিন্ন শহরে কলকারখানায় খেটে খাওয়া মানুষ। খেয়ে পরে বাঁচতে নিজেদের জন্যে এক টুকরো জমি চায় সবাই। গ্রাজুয়েশন শেষ করে সেন্ট লুইয়ে এক বছর আইন প্র্যাকটিস করেছিল রিচ। পশ্চিমে হোমস্টীড করার জন্যে লোক পাঠানোর ব্যাপারে একটা চুক্তি হয়েছিল ওর এক কোম্পানির সাথে।

টেক্সাসে আসতে ইচ্ছুক সে-লোকগুলোর কথা ভাবছে রিচ। পশ্চিমের দুর্ধর্ষ লোকগুলোর তুলনায় নিতান্ত নিরীহই বলা যায় ওদের। ওদের মধ্যে কোনও গানম্যান নেই। ওরা ভাল লোক, কাজ করে খেতে চায়। সার্কেল ওয়াইয়ের মারমুখো

কাউপাঞ্চারদের মোকাবিলায় এক মুহূর্ত টিকতে পারবে না। বাতাসের মুখে স্রেফ খড়কুটোর মত উড়ে যাবে।

চেয়ার থেকে উঠে জানালার পাশে গেল ও আবার। আনমনে বাইরে তাকাল। ভাবছে। ওর উচিত যারা আসছে, তাদের সাবধান করে দেয়া। ফিরে যেতে বলা। নিরীহ খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া ঠিক হবে না।

চোখ ফিরিয়ে দেয়ালে ঝোলানো পয়েন্ট ফরটি ফাইভ পিস্তলটার দিকে তাকাল। বাবার মৃতদেহ থেকে মা-ই খুলে নিয়েছিল অস্ত্রটা। খুলে যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। আইনের শিক্ষায় শিক্ষিত রিচ। জানে, অস্ত্র হলো মানুষের শেষ ভরসা–তবু তা অরাজকতার শুরু, বর্বরতার প্রতীক।

অস্ত্রটা নামিয়ে নিল রিচ। হোলস্টার কোমরে জড়াল। ঢুকিয়ে নিল পিস্তলটা। তারপর গানফাইটারের ভঙ্গিতে পিস্তল ড্র করল। জানে, ফাস্ট ড্র করতে না-পারলে পিস্তল ঝোলানোর কোনও মানে নেই।

কী মনে করে চেম্বারটা খুলল। চেম্বার খালি, একটা গুলিও নেই। খিস্তি আওড়াল। সার্কেল ওয়াইয়ের লোকেরা ওর অনুপস্থিতিতে পিস্তলের চেম্বার খালি করে রেখে গেছে। এটাও একধরনের চালাকি ওদের, তিক্ততার সাথে ভাবল রিচ।

চার

অ্যাস গসডেন। সান প্রেইরির শেরিফ। মোটা থলথলে শরীরের মধ্যবয়সী লোক। দীর্ঘদিন ধরে হ্যামণ্ডদের খয়ের খাঁ হিসেবে শেরিফগিরি করে আসছে। মর্টের বাবা লং হ্যামণ্ডই তাকে এই শান্ত নিরিবিলি শহরটার শেরিফ হিসেবে নিয়োগ পেতে সহায়তা করেছিল।

ডেপুটি ভার্নের সাথে তাস খেলে সময় কাটাচ্ছিল শেরিফ। বাইরে তাকাতে দেখল রিচ জনসনকে। ঘোড়া থেকে নেমে হিচরেইলে বাঁধছে ওটাকে।

'ভার্ন,' ফিসফিস করে বলল অ্যাস। 'এটাই হচ্ছে সেজব্রুশের সে আইনজীবী। স্টেজ ড্রাইভার লব জাইলস এই লোকের কথাই বলেছে। একদল লোক নিয়ে আসছে লোকটা হোমস্টীডার হিসেবে। এখন সম্ভবত সার্কেল ওয়াইয়ের বিরুদ্ধে ওর অফিস তছনছ করার অভিযোগ জানাতে এসেছে। শোনো, একদম কোনও কথা বোলো না তুমি। ব্যাপারটা আমিই দেখছি।'

মুখ লাল হয়ে উঠল ভার্নের। তবে রিচকে ঢুকতে দেখে চুপ মেরে গেল।

রিচের কোমরে বাঁধা পিস্তলটার ওপর চোখ পড়ল গসডেনের। নিচু করে বাঁধা। ও শুনেছিল, রিচ জনসন কোমরে পিস্তল ঝুলায় না।

কথার প্যাঁচে ফেলে প্রথমেই রিচকে কাবু করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল গসডেন। রিচ সামনে এসে দাঁড়াতে রুক্ষস্বরে বলল, 'আমার উচিত, তোমাকে প্রথমে জেলে ঢোকানো, মিস্টার। এমন প্রচণ্ড গরমে রাইডিংয়ে বেরিয়ে ঘোড়াটাকে তো আধমরা করে ফেলেছ। দেখো তো, ঘেমে গোসল হয়ে গেছে অবোধ প্রাণীটা!'

ওর হম্বিতম্বিতে কান দিয়েছে বলে মনে হলো না রিচকে। গম্ভীর স্বরে নিজের পরিচয় দিল, 'আমি রিচার্ড জনসন। আর...তুমি নিশ্চয় শেরিফ। রাস্তায় হয়তো বারকয়েক দেখা হয়ে থাকতে পারে তোমার সাথে। সেজব্রুশে আমার একটা অফিস আছে।'

ভেস্টের পকেট হাতড়ে একটা টুথপিক বের করে পেছনে হেলান দিয়ে বসল ডেপুটি শেরিফ ভার্ন মেইন। তামাকের ছোপলাগা কালো দাঁতের গোড়া খোঁচাতে শুরু করল অলস ভঙ্গিতে।

'হয়েছে!' ধমকে উঠল শেরিফ। '...আজ দুপুরের আগেই সম্ভবত শহরে এসেছ।'

মাথা দোলাল রিচ।

'মার্থা হ্যামণ্ডের সাথে একই স্টেজে সেজব্রুশে গিয়েছিলে তুমি। তা কী মনে করে, লইয়ার?'

ওর অফিসে ঢুকে সার্কেল ওয়াইয়ের লোকদের ভাঙচুরের কথা বলল রিচ। বলল লব জাইলসের সাথে মারপিটের কথা। একই সাথে সেজব্রুশের পোস্টমাস্টার গ্র্যাবি জ্যাকসন যে

বিনানুমতিতে ওর পাঠানো সরকারী চিঠি খুলে পড়েছে, তাও জানাল।

ডেপুটি শেরিফ দাঁত খোঁচানো বাদ দিয়ে নিজের বুট জোড়ার দিকে চেয়ে আছে এখন। আর শেরিফ মাথা দোলাল উদাস ভঙ্গিতে।

একে একে দু'জনের ওপর চোখ বুলাল রিচ। বোঝা যাচ্ছে, এদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়ার আশা করা বৃথা। সাহায্য যে পাবে, এটা সে আশাও করেনি। তবু এখন দু'জনের ভাবভঙ্গি দেখে রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে ওর। তবে সামলাল নিজেকে।

প্রায় তিরিশ সেকেণ্ড পরে মাথা দোলানো বন্ধ করে মুখ খুলল শেরিফ। 'পোস্টমাস্টার গ্র্যাবি জ্যাকসনের বিরুদ্ধে তোমার যে-অভিযোগ, সেখানে আমার কিছুই করার নেই। ওটা আমার এখতিয়ারের বাইরে। ওটা ফেডারেল আইনের বিষয়-কম্যুনিটি আইনের নয়।'

'সার্কেল ওয়াই আমার অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্রের ক্ষতিসাধন করেছে।'

মাংসল চোখের ভারী পর্দা দুটো তুলে ওর দিকে চাইল শেরিফ। 'গৃহে অনুপ্রবেশ ও ভাঙচুরের ঘটনাটা কি তুমি নিজের চোখে দেখেছ?'

'না।'

'নিজের চোখে দেখেছে এমন কেউ আছে?'

'না।'

মোটা মোটা আঙুলগুলো অবলীলায় ভেস্টের পকেটে ঢুকিয়ে এবার নিজের দাঁত খোঁচানোর কাঠিটাও বের করল শেরিফ।

'সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া তো আমি কারও বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করতে পারি না, জনসন।'

'সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকলেও ওয়ারেন্ট জারি করার ক্ষমতা তোমার নেই, শেরিফ। তুমি কেবল অভিযোগটা নিতে পার। ওয়ারেন্ট জারি করবে কাউন্টি জাজ।'

অলস ভঙ্গিতে দাঁত খোঁচাচ্ছে গসডেন। 'ভুলে গিয়েছিলাম তুমি একজন লইয়ার। হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক।' দেয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকাল। 'জাজ সম্ভবত চলে গেছে। এক ব্লক পশ্চিমে কোনার দিকে সাদা বাড়িটা ওর। দাঁড়াও, আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। তুমি প্রথমে কেন আমার কাছে এসেছ? কেন সরাসরি জাজের কাছে যাওনি?'

'আমি প্রথমে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করতে চেয়েছি। আনুষ্ঠানিক অভিযোগটা তোমার অফিসের মাধ্যমে যাবে।'

'ডেস্কের ওপর সাদা কাগজ আছে, জনসন।'

কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল রিচ। তাস নিয়ে ফের ব্যস্ত হয়ে পড়ল আইনের লোক দু'জন। এবার অবশ্য চুপচাপ।

সংক্ষেপে কেবল মূল বক্তব্যটা তুলে ধরে দরখাস্ত লেখা শেষ করল রিচ। তারপর ওটা হস্তান্তর করল শেরিফের কাছে। হাতে নিয়ে এক নজর দেখে দরখাস্তটা ছুঁড়ে ফেলার মত করে ডেস্কের ওপর রাখল শেরিফ।

'সেজব্রুশে একজন ডেপুটি শেরিফ দরকার,' বলল রিচ।

'কেন?'

'আইন-শৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্যে।'

পরপর দু'বার হাতের টুথপিকটা কামড়ে ধরল গসডেন। তারপর বলল, 'জনসন, গত বিশ বছর ধরে আমি এ-শহরে

শেরিফের দায়িত্ব পালন করছি। সেজব্রুশে কখনও কোনও ডেপুটি শেরিফ দেয়ার দরকার পড়েনি। এখনও পড়বে বলে মনে হয় না।'

'সার্কেল ওয়াই নিজেদের খেয়াল-খুশিকেই আইন বলে ভাবে,' মন্তব্য করল রিচ।

'কখনও না। সার্কেল ওয়াই সব সময় আইন মেনে চলে। বুড়ো হ্যামণ্ড বেঁচে থাকতে মেনে চলত, এখনও চলে। আমি ওখানে কোনও ডেপুটি শেরিফ পাঠাচ্ছি না।'

'হুঁ। সেটা রাইফেল কিংবা পিস্তলের আইন। সেজব্রুশের সাধারণ অধিবাসীদের যা বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়।'

'কোনও সময় কোনও সমস্যা দেখা দিলে আমরা অফিস থেকে তা মেটানোর ব্যবস্থা নিই। তুমি শুধু তোমার লোকদের বলে দিয়ো, ওরা যেন এখানে ভদ্র ও শিষ্ট নাগরিক হয়ে আসে। যেন আইন মেনে চলে।'

'আমার লোক আসছে তুমি জানলে কী করে? আমি তো কাউকে বলেছি বলে মনে পড়ছে না।'

লাল হয়ে উঠল গসডেনের মুখ। কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। এখন আর ফিরিয়ে আনার উপায় নেই। 'কথাটা গোপন...,' আমতা আমতা করতে লাগল। 'কেন, এটা তো এখন সবাই জানে! তুমি কি মনে করো...আচ্ছা, এখন নীচে গিয়ে জাজের সঙ্গে দেখা করো...'

'আমার মনে হয় জাজকে তার চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছিল বুড়ো লং হ্যামণ্ড। তোমাকেও, তাই না?'

মুখ থেকে টুথপিক বের করে থুতু ফেলল শেরিফ গসডেন। 'এই কাউন্টির লোকেরা ভোট দিয়ে আমাদের দু'জনকেই

নির্বাচিত করেছে।...মি. জনসন, এবার আমি তোমাকে বিদায় জানাতে চাই।'

'শুভ বিদায়, মি. গসডেন।' শুকনো হাসি হাসল রিচ।

শেরিফ অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল। সান প্রেইরির উত্তর প্রান্তে মণ্টানা প্যাসিফিক রেলরোড ডিপোর দিকে চলল। একটা কথা বুঝে গেছে ও। সম্ভবত মার্থা হ্যামণ্ড ছাড়া মণ্টানার এ-চারণভূমি অঞ্চলে ওর আর কোনও বন্ধু নেই। তবে পরিহাসের বিষয় হলো, মার্থা বুড়ো লং হ্যামণ্ডের একমাত্র মেয়ে। স্বভাবতই ওর টান ও সমর্থন থাকবে সার্কেল ওয়াইয়ের প্রতি। মেয়েটাকে নিয়ে এর চেয়ে বেশি না-ভাবাটাই ওর জন্যে মঙ্গল। তবে সেটা কেন যেন কঠিন মনে হচ্ছে।

মণ্টানা প্যাসিফিকে তিনজন অপারেটর তিন শিফটে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে। প্রত্যেকে আট ঘণ্টা করে। টেবিলের ওপর একটা খালি টেলিগ্রাম ফরম পেল রিচ। ওটা টেনে নিয়ে সেণ্ট লুই কোম্পানির কাছে একটি মেসেজ লিখল। যারা আসছে, তাদের ওরাই পাঠাচ্ছে মণ্টানায়।

ফরমটা নিয়ে পড়তে শুরু করল অপারেটর: *এখানে সার্কেল ওয়াই আউটফিট আমাদের কাজে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়াবে। যে-লোকগুলো আসছে ওরা কী ধরনের? কৃষকদের পূর্ণ বিবরণ পাঠাও। জরুরি ভিত্তিতে গানম্যান প্রয়োজন। কৃষকদের বহনকারী ট্রেনটি এখন কোথায় জানাও।*

'তোমার শেষ প্রশ্নটার জবাব আমি দিতে পারি।' মুখ তুলল অপারেটর। 'এখান থেকে চল্লিশ মাইল পুবে লাটহিল স্টেশনে।'

ভুরু কুঁচকাল রিচ। ও ভেবেছিল, কমপক্ষে আরও দু'দিন লাগবে লোকগুলোর এখানে এসে পৌঁছাতে।

'এক ঘণ্টা আগে খবর এসেছে ওরা কাল সকালে এসে এখানে নামবে।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল রিচের। 'গতকাল কিন্তু অন্য রকম বলেছিলে। বলেছিলে ওরা ঠিক কোথায় তোমার জানা নেই।'

'সেটা গতকালকের কথা, লইয়ার। বললাম না খবরটা মাত্র একঘণ্টা আগে জেনেছি। তুমি কি টেলিগ্রামের নীচের বাক্যটা মুছে ফেলতে চাও।'

বাক্যটার নীচে দাগ দিল রিচ। 'এটার আর দরকার নেই।'

ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর। যে-পরিকল্পনাটা এতদিন মনে মনে সাজিয়ে রেখেছে, এখন দেখা যাচ্ছে, তার কিছুই কাজে আসছে না। সব গুবলেট হয়ে যেতে বসেছে।

চুপচাপ ভাবছে সে। বাইরে হঠাৎ ঘূর্ণিবাতাস জাগল। ডিপোর অফিসের দরজা দিয়ে ঢুকল তার ঝাপ্টা। ছাদের সাথে বাতাসের ঘর্ষণে শোঁ শোঁ শব্দ। ছেঁড়া কাগজ আর ধুলোবালি পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে।

'এই টেলিগ্রামটা সেন্ট লুইয়ে যাবে, না?' জানতে চাইল অপারেটর। 'কোম্পানির অফিস কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে।'

'সেন্ট লুই বাইসাইকেলে করে মেসেজ পাঠিয়ে দেয় প্রাপকের কাছে। আর...' লোকটার চোখে চোখ রাখল রিচ। গলা কঠিন হয়ে উঠল। 'এ-তথ্য যেন গোপন থাকে, ঠিক আছে?'

ওর চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করল অপারেটর নিজেও। এক সেকেণ্ড পরে বৃথা চেষ্টা বুঝতে পেরে নামিয়ে নিল। গোমড়া মুখে বলল, 'সব টেলিগ্রামই গোপন রাখা হয়।'

রিচ এরপর আরেকটা ফরমে সেজব্রুশের আইন-শৃঙ্খলা

পরিস্থিতি ঠিক রাখার জন্যে মিলিশিয়া চেয়ে টেরিটরিয়াল গভর্নরের বরাবরে লিখল। যদিও জানে, ওর প্রার্থনায় কান দেবে না গভর্নর।

সে শুনেছে, গভর্নর এবং লং হ্যামণ্ডের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। মন্টানা স্টকম্যান'স এসোসিয়েশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিল লং হ্যামণ্ড। বর্তমান গভর্নর সে-সময় এসোসিয়েশনের একজন সদস্য ছিল। লং হ্যামণ্ডের ছেলে মর্ট হ্যামণ্ড এখন এসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। মন্টানার জুডিথ বেসিনে হাজার হাজার গরুর বাথান রয়েছে গভর্নরের। গভর্নর আগাগোড়া একজন ক্যাটলম্যান।

টেলিগ্রামের চার্জ পরিশোধ করে বেরিয়ে এল রিচ। সেন্ট লুই থেকে টেলিগ্রামের দ্রুত জবাব আশা করছে। এর মাঝের সময়টুকু শহরে ঘুরে ফিরে কাটানোর ইচ্ছে ওর।

ঘুরতে ঘুরতে সান প্রেইরির একমাত্র সেলুনের সামনে গিয়ে থামল। একটু ইতস্তত করে ভেতরে ঢুকতে নাক কুঁচকে গেল। দিনের পর দিন স্নান না-করা মানুষের গায়ের ঘাম, সস্তা তামাক আর মদের উৎকট গন্ধে ভারী ভেতরের বাতাস। গন্ধে অভ্যস্ত হওয়ায় চেষ্টা করতে করতে বিয়ারের অর্ডার দিয়ে একটা খালি টেবিল পেয়ে বসল।

উস্কখুস্ক পোশাকের চারজন কাউবয় একটা টেবিলে বসে তাস পিটাচ্ছে। আরও দু'জন কাউবয় বারের সামনে দাঁড়িয়ে বারটেণ্ডারের সাথে খোশগল্পে মগ্ন। এদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারল রিচ। ওর অফিস তছনছ করার পর হ্যামণ্ডের সাথে এ-ও ছিল।

বারের নোংরা ঝাপসা আয়নার ভেতর দিয়ে চোখাচোখি

হলো রিচের সাথে লোকটার। লোকটা চোখ ফিরিয়ে নিতেই মুচকি হাসল রিচ। এ-লোকটা সার্কেল ওয়াইয়ের নির্দেশে ওকে সান প্রেইরি পর্যন্ত ট্রেইল করে এসেছে।

বিয়ার খেতে খেতে অপেক্ষা করছে রিচ। এক ঘণ্টা পরে একটা বালক এসে ঢুকল বারে। রিচের টেবিলের ওপর রাখল টেলিগ্রামটা। 'একটাই মাত্র?' জিজ্ঞেস করল রিচ।

'একটাই, স্যার,' জবাব দিল ছেলেটা।

একটা মুদ্রা বখশিস পেয়ে খুশি হয়ে চলে গেল বালক। টেলিগ্রামে তাকে জানানো হয়েছে, যারা আসছে তারা স্রেফ খেটে খাওয়া আটপৌরে নাগরিক। না, কোনও গানম্যান নেই ওদের মধ্যে।

বিরক্তিসূচক ভঙ্গি করে টেলিগ্রামের কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল রিচ। সেন্ট লুই লোকগুলোর কাছ থেকে মাথাপিছু ২০০ ডলার করে নিয়েছে। এর মধ্যে ১০০ ডলার প্রত্যেকের যাতায়াত খরচ। ওদের ট্রেনে তুলে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেছে সেন্ট লুই। এরপর ওদের আর কোনও আগ্রহ নেই এ ব্যাপারে। এখন এদের পুরো দায়িত্ব বহন করতে হবে ওকেই।

আবার আয়নার দিকে তাকাতে সার্কেল ওয়াই রাইডারের চোখে চোখ পড়ল। বুঝতে পারল, আয়নার ভেতর দিয়ে লোকটা সারাক্ষণই দেখছে ওকে। ধরা খেয়ে যেতে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের সামনে রাখা বিয়ারের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে পড়ল লোকটা।

তেতো হাসি হাসল রিচ মনে মনে। লোকটাকে আপাতত পাত্তা না-দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

আবার নিজের কৃষকদের কথা ভাবতে শুরু করল সে।

লোকগুলোকে ও গোলাগুলির দিকে নিয়ে আসছে। ঘটনা যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে নিজেকে স্রেফ বলির পাঁঠা মনে হচ্ছে ওর এখন।

সেন্ট লুইয়ে সে জরুরি টেলিগ্রাম করেছে। একটি গৃহনির্মাণ সামগ্রী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ধারে বাড়ি-ঘর তৈরির উপকরণ পাঠানোর চুক্তি হয়েছে। তাদের কাছে খবর পাঠাবে তাড়াতাড়ি গাড়িভর্তি কাঠ পাঠানোর জন্যে। একটা জেনারেল স্টোর তৈরির জন্যেও প্রয়োজনীয় সব কিছু পাঠানোর কথা বলতে হবে।

উঠে দাঁড়াল ও, সেলুনের দরজার দিকে পা বাড়াল। ঠিক এ-সময় শুরু হয়ে গেল প্রেইরি ঝড়।

বৃষ্টির ঝাপ্টায় সেলুনের অপরিচ্ছন্ন জানালাগুলো আরও ঝাপসা হয়ে গেল। সে শুনেছে, প্রেইরির ঝড়-তুফান আগাম কোনও নোটিস না-দিয়ে হুট করে শুরু হয়ে যায়। ওর স্লিকারটা স্যাডলের পেছনে বাঁধা। রেইনকোটের জন্যে গেলে ভিজে চুপসে যাবে জেনেও বেরিয়ে পড়ল অন্ধকারে।

ঠাণ্ডা বৃষ্টির ফোঁটা কাঁটার মত বিঁধছে যেন ওর গায়ে। চামড়ায় জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। স্লিকারটা খুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি গায়ে জড়াল রিচ।

বিজলী চমকাচ্ছে বৃষ্টির সাথে পাল্লা দিয়ে। গুরু গুরু মেঘের শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। বিজলীর আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পুরো সান প্রেইরি শহর। শুকনো গালশ আর ঝরনা বেয়ে নামতে শুরু করেছে কাদাগোলা পানির প্রবল স্রোত।

তিক্ততা ও হতাশায় ছেয়ে যাচ্ছে ওর মন। পেটের ভেতর

ভয়ের ঠাণ্ডা অনুভূতি টের পাচ্ছে। খেটে খাওয়া ছাপোষা মানুষগুলো আসছে কেবল ওয়্যাগনভর্তি আটপৌরে মালসামানা নিয়ে। চাষের যন্ত্রপাতি, একটা কি দুটো দুধেল গাই, বড় জোর গোটাচারেক ঘোড়া। এ-ই সম্বল। কারও কারও হয়তো অতটাও নেই। এখন এই আচমকা বৃষ্টিতে পথঘাট গেছে কর্দমাক্ত হয়ে। জান বেরিয়ে যাবে ওদের ওয়্যাগন নিয়ে আসতে।

বাতাসের ঝাপ্টা এড়াতে মুখ নিচু করে বাঁকা হয়ে ডিপোর দিকে ছুটল রিচ। ডিপোতে ছোট্ট একটা বাতি জ্বলছে মিট মিট করে।

একটা স্যাডল শপ আর স্টোরের মাঝখানের খালি জায়গাটা পেরোনোর সময় এল আক্রমণটা। পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা ওর ওপর। সংখ্যায় পাঁচজন; তবে বৃষ্টি এবং অন্ধকারের কারণে কারও মুখই পরিষ্কার চিনতে পারল না রিচ।

অপ্রত্যাশিত আক্রমণ সামলে ওঠার চেষ্টা করার আগে এক পাশে সাইড ওঅকে গিয়ে পড়ল ও। কাদার মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ল। পিঠ, শিরদাঁড়ায় বুটপরা পায়ের লাথি পড়তে লাগল একযোগে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ও। পারল না।

বৃষ্টির কারণে তাড়াহুড়োর মধ্যে স্লিকারটা পরতে পারেনি রিচ, আলগোছে জড়িয়ে নিয়েছিল গায়ে। আচমকা আক্রান্ত হলেও মোটামুটি একটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করত। কিন্তু স্লিকার বাধা হয়ে দাঁড়াল। মুখের ওপর একটার পর একটা ঘুসি হাঁকাল লোকগুলো। নীচের ঠোঁট কেটে গেল। নাক ফেটে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে এল। তারপর শক্ত ও গোল কিছু একটা আঘাত করল ওর খুলিতে। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল ফের কাদায়।

পাঁচ

স্পারের গুঁতোয় সন্ত্রস্ত ঘোড়াগুলোর ত্রাহি চিৎকার, অনবরত ফাঁকা গুলির আওয়াজ আর মাঝে মধ্যে টেক্সান হুঙ্কারে বাসিন্দাদের কান ঝালাপালা করে দিয়ে সেজব্রুশ থেকে বেরিয়ে পড়ল সার্কেল ওয়াই কাউম্যানরা। প্রেইরির বুকে ধুলোর ঝড় তুলে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে যাত্রা করল। লাল টকটকে সিল্কের শার্ট পরা কাউব্যারন মর্ট হ্যামণ্ড নেতৃত্ব দিচ্ছে।

ওর বাম পাশে কিথ হার্পার। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে মন ভাল নেই বন্দুকবাজের। সেজব্রুশ ফ্ল্যাটসের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে ওরা। সামনে উঁচু পাহাড়টার পাদদেশে সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চ হাউস।

বার্নের সামনে ঘোড়া থামাল মর্ট। একপাল মুরগি চরছিল ওখানে ছানাপোনা নিয়ে, নিজেদের ভাষায় সম্ভবত দুনিয়ার হালহকিকত সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে। আচমকা চারপেয়ে ঘোড়া আর দু' পেয়ে মানুষদের সরব আগমনে বিপন্ন বোধ করে কক কক শব্দে মালিকের কান ঝালাপালা করে দিয়ে তল্লাট ছেড়ে পালাল।

ঘোড়া থেকে নেমে লাগামটা এক পাশে ছুঁড়ে ফেলল মর্ট,

কিথও নীরবে অনুসরণ করল তাকে। তারপর স্পারের ঝুন ঝুন শব্দ তুলে দু'জনে হাঁটতে শুরু করল র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে।

অসলার এসে স্যাডল খসিয়ে নিল ঘোড়ার পিঠ থেকে। অসলারের এ-সেবা পায় শুধু র‍্যাঞ্চ মালিক মর্ট হ্যামণ্ড আর কিথ হার্পার। বাকি কাউবয়দের স্যাডল খসিয়ে নিজেদের ঘোড়া নিজেদেরই বাঁধতে হয় আস্তাবলে।

হাঁটতে হাঁটতে আকাশের দিকে চাইল মর্ট। পশ্চিমাকাশে ধূসর হালকা মেঘ দেখে বলল, 'গরম শীঘ্রই কাটবে মনে হচ্ছে। বৃষ্টির অভাবে ঘাস শুকিয়ে যাওয়াতে গরুর পাল পর্যাপ্ত খাবার পাচ্ছে না। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একটা স্টেটসন হ্যাটের ভেতর ঢুকে যাবে যেন এক একটা গরুর পাছা। স্রেফ হাড্ডি। চর্বি বা মাংস বলতে কিছু নেই।'

'মনে হয় বৃষ্টি হবে শীঘ্রই,' বলল কিথ।

'কী করে বুঝলে?' ঘোঁৎ করে উঠল মর্ট। 'তুমি কি সাধু-সন্ন্যাসী? নাকি আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ, অ্যাঁ?'

পাতলা ঠোঁটদুটো পরস্পরের সাথে এঁটে বসল বন্দুকবাজের। অপমানিত বোধ করছে মনিবের কথায়। তবে লোকটা চালাক। চুপ মেরে গেল তাই।

লিভিং রূমে ঢুকল ওরা। ঘরের ভেতর বিশাল ফায়ার প্লেস, পুরো পশ্চিম দেয়ালজোড়া। 'হুইস্কি, মেনি ফিদার্স,' হাঁক দিল মর্ট পরিচারিকার উদ্দেশে।

লম্বা একটা টেবিলের পাশে রাখা চেয়ারে অবসন্ন ভঙ্গিতে বসে পড়ল কিথ হার্পার। বুটসুদ্ধ দু'পা মেলে দিল সামনে। ওর সামনে দিয়ে হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মর্ট। বাইরে তাকাল। হ্যামণ্ড র‍্যাঞ্চ হাউসের লোকদের থাকার জন্যে তৈরি

ঘরগুলো দেখল। করালে একটা স্ট্যালিয়নের মৃদু 'চিঁহিঁ' ডাক শুনল।

নিজের আহত চোয়ালে সাবধানে হাত ছোঁয়াল কিথ। চোয়ালের হাড় গুঁড়িয়ে গেছে কিনা কে জানে লইয়ারের ঘুসিতে। দু'ঠোঁট চেপে বসল ওর। 'সময় আসুক,' মনে মনে বিড় বিড় করল। 'হারামজাদা শাইস্টারকে ওর পাওনা ঠিকই বুঝিয়ে দেব। ফয়সালাটা ঘুসোঘুসিতে নয়, পিস্তলেই হবে।'

ছোটখাট চেহারার এক শাইয়ান তরুণী এসে ঢুকল ঘরে। ওর হাতে ট্রেতে সাজানো দুটো হুইস্কির বোতল আর গ্লাস। নিঃশব্দে ট্রেটা রাখল টেবিলের ওপর, বোতল খুলে গ্লাসে ঢালল। তারপর দামি রেশমী সুতোয় বোনা লম্বা ঝুলের স্কার্টে ঢেউ তুলে বেরিয়ে গেল ফের।

সাড়া পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল মর্ট। মেয়েটা বেরিয়ে যাবার সময় ওর সরু কোমরে লেপ্টে রইল ওর চোখ। ভাঙা চোয়াল নিয়েও অতি কষ্টে মুচকি হাসল কিথ হার্পার। শয়তানি হাসি। 'বেশ কিছুদিন ধরে মেয়েটা এখানে আছে, মর্ট। ছয় মাসের বেশি হবে। কোনও ইণ্ডিয়ান মেয়েকে এর আগে দু'মাসের বেশি থাকতে দেখিনি আমি।'

মর্ট হাসল। কিথের কথায় খুশি হয়েছে। 'এর বিকল্প খুঁজছি মনে মনে। একদিন যাব রিজার্ভেশনে। 'ওল ওঅকিং ঈগল' এর একটা মেয়ে আছে। ষোলো বছর বয়স। সমস্যা হলো, বুড়ো গাধাটা বেশি দাম হাঁকছে। পাঁচটা ভাল ঘোড়া না-পেলে রাজি হবে না বলেছে।'

'আরে দূর! দেখবে শেষ পর্যন্ত একটা-দুটো হলেই রাজি হয়ে যাবে,' পরামর্শ দিল হার্পার। একটু থেমে জিজ্ঞেস করল,

'মার্থা কোথায়?'

'ও আরেকটু পরে আসবে। আরও কিছুক্ষণ শহরে কাটাবে বলেছে।' থেমে বন্দুকবাজকে দেখল এক সেকেণ্ড। 'তুমি আর জাইলস দু'জনে মিলেও ওই শাইস্টারের কিছুই করতে পারনি, কিথ।'

হার্পারের দু'চোখ জ্বলে উঠল রাগে। 'তোমারও তো সে-অবস্থা, মর্ট। তুমিও কিছু করতে পারনি। মনে হয় না হোমস্টীড এন্ট্রিটা ও তোমাকে দেবে।'

মর্ট হাসল। 'এটাকে চূড়ান্ত শোডাউন বলে ভাবছ কেন? কাল সকালে শুরু হবে আসল খেলা। সার্কেল ওয়াই গিয়ে এখানকার সবগুলো ওঅটর হোলের দখল নিয়ে নেবে। তোমার ওই বন্দুকের চেয়ে বেশি কাজ করবে এ-অস্ত্রটা তোমার ওই শাইস্টার আর তার বেকুবের হদ্দ হোমস্টীডারদের ওপর। পানি না-পেয়ে দু'দিনেই সাইজ হয়ে যাবে।'

'আমার কী মনে হয় জান, মর্ট?' র‍্যাঞ্চ মালিকের হাসিমুখ দেখতে দেখতে নিজের সন্দেহের কথা জানাল অস্ত্রবাজ। 'তোমার বোন, মানে মিজ মার্থার যেন ওই উকিলের দিকে একটু টান বেশি।'

জিভ দিয়ে চেটে দু'ঠোঁট ভিজিয়ে নিল মর্ট। 'আমারও সে রকম মনে হয়েছে। সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চে ওর কোনও কাজ নেই। অবস্থা যে-রকম দাঁড়িয়েছে, মনে হচ্ছে সামনে আমাদের লড়তে হতে পারে। তাতে গুলিগোলাও হবে। এসেছে যখন থাক না দিন কয়েক। তারপর আমি নিজেই পাঠিয়ে দেব ওকে ক্যালিফোর্নিয়ায়।'

'যেতে চাইবে না মনে হয়। ও তোমারই বোন, মর্ট। একজন

হ্যামণ্ড। বুড়ো হ্যামণ্ডের রক্ত বইছে তোমার মত ওর শরীরেও।'

হাসি একদম কানের গোড়ায় গিয়ে ঠেকল মর্টের। 'মার্থা এখানে কোনই ব্যাপার না, কিথ। ব্যাপার হলো ওই ব্যাটা উকিলের বাচ্চা। ওর উদ্দেশ্য খারাপ। সেজব্রুশে সে এসেছে বিশেষ কোনও ধান্দা নিয়ে। অথচ সেজব্রুশে কোনও উকিলের দরকার আছে বলে মনে করি না আমরা। তাই না?'

'গ্র্যাবি জ্যাকসন তো মোটেও চাইবে না। কালিতে লেপ্টানো মুখের কথা ভুলতে পারছে না বুড়ো। মুখ থেকে কালি তুলতে গিয়ে আলকাতরা ব্যবহার করতে হয়েছে ওকে। রাগে আগুনের মত লাল মুখ নিয়ে স্বীকার করেছে আমার কাছে। বলেছে, মুখের ছাল চামড়া উঠে গেছে ওর।'

'আরে দূর!' ঠোঁট ওল্টাল মর্ট। 'ও তো একটা নেংটি ইঁদুর...'

'গভর্নর কিন্তু তা নয়। ভয় পাচ্ছি, উকিল ব্যাটা উল্টাপাল্টা লিখে ওয়াশিংটনে ডাক কর্মকর্তাদের বিগড়ে দেয় কিনা। সে রকম হলে কিন্তু গভর্নর ব্যবস্থা নেবে। আমরা তার কিছুই করতে পারব না।'

'আগামীকাল হয়তো সেজব্রুশে নতুন পোস্টমাস্টার দেখা যাবে,' একটু হাসল মর্ট। 'চাইলে পদটা তুমিও পেতে পার, কিথ।'

'আমার অত লোভ নেই।' ভেঙচি কাটল বন্দুকবাজ।

'জনসন লোকটাকে খুন করতে পারলে দু'শ' ডলার পুরস্কার। নগদ।'

'ওকে আমি বিনে পয়সায়ও খুন করতে রাজি।'

'ওর কৃষকরা আগামীকাল সকালে এসে পৌঁছাবে। আমরা

সব জায়গায় চোখ-কান খোলা রাখব। টাকা ছিটাব চারদিকে। শেরিফ-গভর্নর সব আমাদের পকেটে। রেলরোড ডিপোর এজেন্টকেও আজ দুপুরে হাত করে ফেলেছি। টাকা খরচ হয়েছে অবশ্য। তিনশ' ডলার। একটু বেশি গেছে। যাক, ক্ষতি নেই। কাজ দেবে চমৎকার।'

গ্লাস থেকে দু'আঙুল পরিমাণ হুইস্কি গলায় ঢালল হার্পার। জামার হাতায় ঠোঁট মুছতে মুছতে বলল, 'সান প্রেইরিতে জনসনকেও আচ্ছামতন ধোলাই দেয়া হয়েছে,' হাসছে বন্দুকবাজ। 'কী বলো?'

'সার্কেল ওয়াইয়ের পাঁচজন সেরা লোক একত্রে কাজটা করেছে।' দাঁত বের করল মর্ট। 'নিখুঁতভাবে।'

'কিন্তু লোকটা একজন টেক্সান, মর্ট,' হাসি মুছে ফেলল কিথ। 'বেপরোয়া, দুর্ধর্ষ। ভয় পাচ্ছি, ওর জেদ আরও না বেড়ে যায়...'

'তুমি কার পক্ষে, কিথ?' অসন্তুষ্ট হলো মর্ট। 'জনসনের নাকি সার্কেল ওয়াইয়ের হয়ে কাজ করছ?'

'আহাম্মকের মত কথা বলছ কেন, মর্ট? আমি যা ভাবছি, বাজি ধরে বলতে পারি, তুমিও তা ভাবছ।'

'জ্যাকসনের পাত্তা আমি নিজে লাগাব। সুলিভানের বারে নাকের ওপর হালকা পাতলা ঘুসি ঝেড়ে দিলে পালাবার পথ পাবে না। সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়াটায় চড়ে দিনে দিনে অন্য রেঞ্জের খোঁজে বেরোবে। লোকটা একবার যে-গাধামি করেছে, বারবার তা করবে না।'

কোনও মন্তব্য করল না হার্পার।

সাপার নিয়ে এল মেনি ফিদার্স। সার্কেল ওয়াইয়ের তরতাজা

গরুর মাংসের স্টিক, বয়েলড স্পাড আর ঘরে তৈরি রুটি। দুই ক্ষুধার্তের পাতে চুপচাপ পরিবেশন করল মেয়েটি। তারপর ফিরে গেল রান্নাঘরে।

মার্থা যখন ঘরে ঢুকল, তখন তাদের সাপার শেষ। 'মনে হয় বৃষ্টি আসবে,' মৃদুস্বরে বলল সে।

'তুমি আর কতদিন থাকছ এখানে,' বোনের দিকে তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল মর্ট।

নীল দু'চোখ থেকে কোমলতা মুছে গিয়ে কঠিন হয়ে উঠল মার্থার মুখ। 'তুমি বোধ হয় একটা কথা ভুলে গেছ, ভাই। আমাদের পিতা তার মেয়েকেও এই র‍্যাঞ্চের একটা অংশ দিয়ে গেছে মরার সময়।'

'সার্কেল ওয়াই এখন লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছে,' ঘোঁৎ করে উঠল ভাই। 'বুড়ো বেঁচে থাকতে যা আয় করেছে, তার চেয়ে বেশি আয় করছে এখন। বাবা ক্যালিফোর্নিয়ার ব্যাংকে মাত্র কয়েক হাজার ডলার রেখে গেছে তোমার জন্যে।'

'আমার যদ্দিন ইচ্ছে, তদ্দিন থাকব,' গোঁয়ারের মত বলল মার্থা।

রুটির টুকরো মুখে পুরে চুপচাপ চিবুচ্ছে হার্পার, ভাই-বোনের বাকবিতণ্ডায় অংশ নিচ্ছে না। মাঝে মধ্যে চোরা চোখে দেখছে মার্থাকে। ওর চোখ লেহন করছে মেয়েটাকে। কালো চুল, ভরাট বুক আর কমনীয় মুখ ওর রক্তে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটাকে চায় সে, কিন্তু পাবে না যে সেটা ভাল করেই জানে। মার্থা কখনও পাত্তা দেয় না ওকে-শুধু ওকেই নয়, সার্কেল ওয়াইয়ের কাউকেই না।

মেনি ফিদার্স কখন এসে দোর পথে দাঁড়িয়েছে, কেউই

খেয়াল করেনি। ওর দিকে চোখ পড়তেই থমকে গেল মার্থা। মেয়েটা ওর দিকে না-তাকিয়ে মর্টের দিকে চাইল। মর্ট তাকাতে চোখের পাতা সামান্য কাঁপল মেয়েটার। কিছু একটা ভাব বিনিময়ের আভাস পেল মার্থা। তবে সেটা কী ধরতে পারল না।

'এ আমার মেয়ে মানুষ, মার্থা,' বোনের দিকে চোখ ফেরাল মর্ট। 'মেনি ফিদার্স। আর মেনি, এ আমার বোন মার্থা।'

সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে সৌজন্য জানাল মেনি। হাসল। মার্থা দেখল এ-পর্যন্ত যতগুলো আদিবাসী মেয়েকে *মেয়েমানুষ* হিসেবে রেখেছে ওর ভাই, এ-মেয়ে তাদের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর।

'তুমি কিছু খাবে?' জিজ্ঞেস করল মেনি।

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমি শহর থেকে খেয়ে এসেছি।'

'আমার রান্নাঘরের দরজা সব সময় তোমার জন্যে খোলা,' বলেই পেছন ফিরে রান্নাঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল মেনি।

ভাইয়ের দিকে ফিরল মার্থা। অসন্তোষের সুরে বলল, 'নেহাত বাচ্চা একটা মেয়ে, মর্ট! তুমি...'

'ওর বয়স এখন আঠারো।' পাত্তা দিল না মর্ট। 'তা ছাড়া এটা তোমার সমস্যা নয়। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে এবং নিজের সমস্যা নিজেই মেটাতে জানি। আর আমি এখন একটা সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। জান নিশ্চয়?'

'জানি। কিন্তু তুমি তাতে জিততে পারবে না,' তীক্ষ্ণস্বরে মন্তব্য করল মার্থা।

ভীষণ চোখে চাইল মর্ট বোনের দিকে। তারপর ব্যঙ্গের হাসি হাসল। 'ওরা নেহাত খেটে খাওয়া বোহাঙ্ক শ্রমিক। আর আমাদের আছে প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ আর লড়িয়ে মানুষ, বুঝেছ?'

'বড় ভাই,' ব্যঙ্গের আভাস মার্থার চোখেও, 'বন্দুক দিয়ে আর বেশি দিন জেতা যাবে না।'

চট করে মার্থার দিকে চাইল হার্পার, পর মুহূর্তে মর্টকে দেখে নিয়ে ফের মাথা নিচু করে মুখে তালা দিল।

'আচ্ছা! আর কিছু বলবে?'

'বলে কী লাভ? তুমি বুঝতে চাইবে না। বড়ভাই, তুমি বাবার গোঁয়ার্তুমি আর অসহিষ্ণুতা দুটোই পেয়েছ। বুঝতে চাইছ না যে, মন্টানার দিন কাল পাল্টাচ্ছে। বিরাট বিরাট সব এলাকা দখল করে গরু চরানোর দিন আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যাচ্ছে।'

'আরও কিছু বলবে? বলে যাও।'

গলা ভারী হয়ে এল মার্থার। 'সিউ আর গ্রস ভেন্টরদের কাছ থেকে এ-জায়গা কেড়ে নিয়েছিল বাবা। নগ্নভাবে বলপ্রয়োগ করা হয়েছিল কাজটা করার সময়। সশস্ত্র রাইডাররাই ছিল তার শক্তির উৎস। সে সব দিনের জন্যে অবশ্য সেটা ঠিক ছিল। কিন্তু এখন আর তা চলে না।'

'কোত্থেকে শিখেছ তুমি এসব?' এবার রাগে ফেটে পড়ল মর্ট। 'ওই ফালতু কলেজগুলোয় পড়ে পড়ে এসব শেখা হয়েছে, না?'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল মার্থা, হেলান দিল ক্লান্ত ভঙ্গিতে। 'আমার কথায় কোনও কাজ হবে না জানি। শুধু শুধু বকে যাচ্ছি। না হোক, তবু আমি বলব। যুক্তরাষ্ট্র এখন পশ্চিমে বাড়ছে, মর্ট। লিঙ্কন যখন হোমস্টীড অ্যাক্টে সই করেছেন, তখন থেকেই ওপেন রেঞ্জের দিন শেষ হতে শুরু করেছে। চাষীরা এখন পুব থেকে পশ্চিমে আসছে; প্রত্যেক রাজ্য থেকে, প্রত্যেক সীমান্ত থেকে।'

'কলেজের ওই ফালতু প্রফেসরগুলো প্রচুর আজগুবি কথা শুনিয়েছে তোমাদের, মার্থা।'

এবার রেগে গেল মার্থা। 'একদম বাবার মত তুমি! বুনো ষাঁড়ের মত মাথা গরম আর গর্দভ। শিং নাড়ানো ছাড়া আর কিছু জান না। আমার জন্মের পর মা কেন বাবাকে ছেড়ে গিয়েছিল, এটা ভেবে মোটেই অবাক হই না আমি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে রেগে হলরুম থেকে কিচেনের দিকে চলে গেল মার্থা।

চুলোর ওপর একটা কেতলি চাপিয়ে বড় একটা চামচ দিয়ে আনমনে নাড়ছে মেনি। পায়ের শব্দে ঘাড় ফেরাল। স্থির চোখে দেখল মার্থাকে। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত লাল চামড়া ও সাদা চামড়ার দুই নারী অপলক দেখল একে অন্যকে। বাম হাতের পিঠে চোখ মুছল মার্থা।

'আমি ওকে ভালবাসি,' রিজার্ভেশনের স্কুলে শেখা বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল মেনি।

'আমিও ভালবাসি,' বলল মার্থা। 'ও আমার ভাই।'

'ও আমাকে এক সময় চলে যেতে বলবে। আমি জানি। আমি তখন চলে যাব। আমি তো একজন ইণ্ডিয়ান মেয়ে, আর ও সাদা মানুষ। কিন্তু ও এখন যা করছে, আমার তা ভাল লাগছে না।'

'যেয়ো না তুমি, মেনি।'

কালো চোখে অশ্রুর আভাস দেখল মার্থা। 'আমি এখানে থাকতে পারব না। আমি ওকে খুন হতে দেখতে চাই না। ও ভাবছে ও কৃষকদের বিরুদ্ধে জয়ী হবে। হবে, কিন্তু খুব বেশিদিনের জন্যে নয়। আমাদের ইণ্ডিয়ানরা ভীষণ সাহসী।

তারাও সাদাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জেতে। কিন্তু সেটা সামান্য সময়ের জন্যে। আমাদের সাহসী মানুষের। শেষ পর্যন্ত সাদাদের কাছে হেরে গেছে, প্রাণ হারিয়েছে।'

'না, যেয়ো না, মেনি,' মার্থার গলায় স্পষ্ট আকুলতা। 'তুমি আর আমি হয়তো ওকে বাঁচানোর ব্যাপারে কিছু একটা উপায় খুঁজে বের করতে পারব।'

ওর আকুলতা নাড়া দিল মেনিকে, এক মুহূর্ত পরে জড়িয়ে ধরল ওরা পরস্পরকে। দু'জনেই কাঁদছে নিঃশব্দে।

বাইরে হলরুমে পায়চারী করছে মর্ট হ্যামণ্ড। হার্পারের মধ্যে কোনও বিকার নেই। চুপচাপ চোখ মেলে দেখছে সে মনিবকে। ভাবছে।

উকিল লোকটা যা বলেছে, তা মিথ্যে নয়। মিল্ক রিভারের বিশাল র‍্যাঞ্চ রানিং এম পঙ্গপালের মত ছুটে আসা হোমস্টীডারদের সামনে বন্দুকবাজি করেও টিকে থাকতে পারেনি। একই অবস্থা হয়েছে ইয়েলোস্টোন রিভারের শক্তিশালী র‍্যাঞ্চ পটহুক এসটি-এরও।

গত বছর এপ্রিল মাসে নিজেদের মধ্যে বৈঠকে মণ্টানা টেরিটরির ক্যাটলম্যানরা আলোচনা করেছিল এসব নিয়ে। কাঁটাতারের বেড়া, উইণ্ডমিল এবং কৃষকদের অবিরাম আগমনের সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারছে না ওরা। সভায় অনেক বাক বিতণ্ডা, হৈ চৈ আর ঝগড়া-বিবাদের পর ভোটাভুটি হয়েছে নিজেদের মধ্যে। মাত্র তিনজন ক্যাটলম্যান হোমস্টীডারদের আসা অর্থাৎ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছে। বেশিরভাগ ক্যাটলম্যান ঠিক করেছে অস্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার সংরক্ষণ করবে। নেস্টরদের নিজেদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয়া

হবে না।

তবে লড়াই টড়াই–এসবের বিপক্ষে টেরিটরিয়াল গভর্নর। গভর্নরের পরিকল্পনা নেহাত সাদামাটা। মণ্টানায় প্রচুর বড় বড় কাউ আউটফিট রয়েছে। তাদের আছে অসংখ্য কাউবয়। গভর্নর চায়, কাউবয়রা ওঅটর হোলগুলোর ওপর হোমস্টীড ফাইল এণ্ট্রি করুক এবং পছন্দমত চারণভূমি বেছে নিক। তারপর তারা নিজেদের র‍্যাঞ্চের সাথে ফয়সালা করে চুক্তিতে আসুক। এভাবে কাউম্যানরাও নিজেদের মূল্যবান জমিগুলো বাঁচাতে পারবে। যেসব জমি ফসল উৎপাদনের অনুপযোগী, গরু-বাছুর সেসব জমিতেই চরবে।

গভর্নর মনে করেন, মণ্টানার ক্যাটলম্যানদের চরানোর জন্যে উন্নত জাতের হেয়ারফোর্ড আর শর্টহর্ন ষাঁড় আমদানি করা উচিত। এ-জাতীয় গরুর প্রচুর মাংস হয়। মণ্টানার গরুগুলো মূলত টেক্সান গরুর বংশধর। এদের শরীরে মাংসের চেয়ে হাড় বেশি। অথচ পুবের কসাইদের কাছে মাংসবহুল হৃষ্টপুষ্ট গরুর চাহিদা বেশি। গভর্নরের ধারণা, সঠিক প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমানের তিনটি কম বয়সী বলদের সমপরিমাণ মাংস দুটোতেই পাওয়া সম্ভব।

মর্ট অবশ্য গভর্নরের যুক্তিতে বিশ্বাসী নয়। সে-সময় অবশ্য সার্কেল ওয়াই এ-ধরনের পরিস্থিতিতে পড়েনি। তবে এখন আর সে-অবস্থা নেই।

পায়চারী করতে করতে এসব কথা ভাবছিল সে। থেমে গেল হঠাৎ। মাথা উঁচু করে কান পাতল। ছাদের ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাচ্ছে! বাইরে অন্ধকার জমাট বাঁধা। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে ঘরে।

'বৃষ্টি পড়ছে,' মৃদু হাসল হার্পার। 'নতুন ঘাস গজাতে সাহায্য করবে। তর তর করে বেড়ে উঠবে। এ-ঘাস খেয়ে সার্কেল ওয়াইয়ের গরুগুলো দু'দিনেই তরতাজা হয়ে উঠবে।'

কান পেতে বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনছে মর্ট। ওর বুক ভরে উঠছে খুশিতে।

'এই বৃষ্টি ওই চাষা ব্যাটাদের হাল খারাপ করে দেবে,' মৃদু নয়, দাঁত বের করে হাসছে হার্পার। 'কাদায় ডুবে যাবে ওদের মাল বোঝাই ওয়্যাগনের চাকা। জায়গা থেকে নড়তে পারবে না। আর তুমি তো ডিনামাইট নিয়ে স্লিমকে পাঠিয়েছ রোরিং ক্রীকের ওপরকার ব্রীজ উড়িয়ে দেয়ার জন্যে। বৃষ্টিতে রোরিং ক্রীক কানায় কানায় ভরে যাবে। ওরা ক্রীক পেরিয়ে আসতে পারবে না। চমৎকার কাজ হয়েছে, মর্ট।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বন্দুকবাজের উচ্ছ্বাসে সায় দিল র‍্যাঞ্চমালিক।

'সান প্রেইরিতে আটকে থাকবে ব্যাটারা! এক পাও নড়তে পারবে না।'

কথা বলছে না হ্যামণ্ড। মন খারাপ লাগছে হঠাৎ। সারাদিনের কাজ কর্ম পর্যালোচনা করছে মনে মনে। ওর মাথার ওপর বোঝা হয়ে চেপে বসেছে রিচ জনসন নামের ওই অ্যাটর্নিটা। তবে স্বস্তির বিষয় হচ্ছে, হার্পার যত শীঘ্রই সম্ভব তার পাত্তা লাগাবে। অপমানের বদলা নেবে ওকে খুন করে।

'মনে হয়, তোমার কথাই ঠিক, কিথ,' অবশেষে মন্তব্য করল মর্ট হ্যামণ্ড।

ছয়

ওই দিন মধ্যরাতে প্রচণ্ড বন্যায় সান প্রেইরি থেকে মাইল তিনেক পুবে মণ্টানা প্যাসিফিক রেললাইনের একটা অংশ ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বৃষ্টির কারণে সেকশন হ্যাণ্ডরা কেউ পেট্রলে না-থাকায় লোকোমোটিভটাও নড়ে গেছে জায়গা থেকে।

সকালে নাস্তা খেতে খেতে এসব খবর শুনল রিচ। বৃষ্টি যদি সহসা থেমে না-যায়, তা হলে বিচ্ছিন্ন রেললাইন জোড়া লাগাতে অনেকদিন লেগে যাবে। ওর আশা ছিল, কৃষকদের সব মালামাল সান প্রেইরি স্টেশনের প্লাটফর্মে আনলোড করবে। এ জন্যে বক্সকারের দরজার সাথে লেভেল করে একটা কাঠের তক্তাও জোগাড় করে রেখেছে সে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সেটা অসম্ভব।

ডিপোর এজেন্ট এসে খবর দিল, 'তোমার লোকেরা সবাই ওঅশ-আউটের পাশে বসে অপেক্ষা করছে।' বাঁকা হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'তুমিও বরং এক বোতল ব্ল্যাক আই নিয়ে বসে যাও, জনসন।'

'হুঁ। আমিও তা-ই ভাবছি। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যাওয়াটাই মনে হয় ঠিক হবে।'

একটু পরে বেরিয়ে পড়ল রিচ। শহর থেকে পুবে বিচ্ছিন্ন রেললাইনের ওপাশে থেমে থাকা ট্রেনটির উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল। পিচ্ছিল ট্রেইল, কোথাও কাদা, কোথাও হাঁটুর ওপর জল। রিচ ভাবল, বক্সকার থেকে মালপত্র নামিয়ে বয়ে আনতে গেলে জলমগ্ন এসব এলাকা পেরোতে হবে।

স্রোতের তোড়ে রেলরাস্তার ভেঙে যাওয়া অংশে বালির বস্তা ফেলছে সেকশন হ্যাণ্ডরা, যাতে ভাঙন আর বাড়তে না-পারে। ভাঙা অংশ থেকে ফুট পঞ্চাশেক দূরে থেমে আছে ট্রেনটি। কৃষকরা হলুদ-কালো ডোরাকাটা অয়েল স্কিন স্লিকার পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে উদ্বিগ্ন মুখে।

এক পাশে লম্বা হাড্ডিসার এক লোককে দেখে কাছে গেল রিচ। ঘাড়ের ওপর থেকে কালো একটা রেইন কোট ঝুলছে লোকটার। নিজের পরিচয় দিল, 'আমি রিচার্ড জনসন।'

নিষ্প্রভ কালো দু'চোখ মেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করল লোকটা। তারপর বলল, 'আমি রেভারেণ্ড অ্যামোস জেফরি। কী দুর্ভাগ্য আমাদের দেখেছ?'

মাথা নাড়ল রিচ সহানুভূতির ভঙ্গিতে। 'আমরা অবশ্যই দুর্ভাগ্য কাটিয়ে উঠব, রেভারেণ্ড,' আশ্বস্ত করতে চাইল লোকটাকে।

ততক্ষণে অন্যরা এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওদের। একজন জানতে চাইল, 'এরকম বৃষ্টি কি এখানে সব সময় হয়?'

এ-রকম ভয়াবহ বৃষ্টির কারণ হিসেবে মণ্টানায় দীর্ঘস্থায়ী খরার কথা বলল রিচ। ট্রেনের দিকে তাকাল। ওখানে বক্সকারগুলোর দরজায় ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহিলা ও শিশুরা। উদ্বিগ্ন ও কৌতূহলী চোখে দেখছে ওদের।

হঠাৎ ভেতরটা কেমন যেন খালি খালি লাগতে শুরু করল

রিচের। জানে, এরা সবাই তার কথার ওপর ভরসা করে এখানে এসেছে। ও কি পারবে ওদের ভরসার মূল্য দিতে? রেভারেণ্ডকে বলল, 'তোমার সব লোককে এখানে ডাকো। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আমি ওদের ডেকে পাঠাচ্ছি।'

মিনিট কয়েকের মধ্যে জনাবিশেক কৃষক এসে জড়ো হলো একটা বক্সকারের সামনে। বিশজনের মধ্যে বারোজনের সাথে রয়েছে তাদের পুরো পরিবার। রেভারেণ্ড জেফরি তাদের সাথে রিচের পরিচয় করিয়ে দিল। উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা এবং একই সঙ্গে প্রত্যাশাভরা চোখে তাকাল ওরা রিচের দিকে।

সরাসরি প্রসঙ্গে চলে গেল রিচ। কোনও কিছু না-লুকিয়ে পুরো পরিস্থিতি তুলে ধরল ওদের সামনে। জানে, লুকোছাপা না-করে কঠিন সত্যিটা আগে ভাগে বলে দিলে পরিণামে অনেক ভুল বোঝাবুঝি এবং অপ্রীতিকর বিষয় থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

প্রথমে সে মণ্টানার এদিকটায় কী কী সুবিধে এবং সম্ভাবনা রয়েছে, তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল ওদের কাছে। এ-অঞ্চলে কী কী ফসল ভাল জন্মে, তার একটা ফিরিস্তি দিল। বার্লি, গম, ওট...এবং আরও নানারকম ফসল। সেচের মাধ্যমে এ-উপত্যকাকে রীতিমত সোনার খনিতে রূপান্তরিত করা যাবে। দরকার শুধু পরিশ্রম। সমবেতরা একযোগে জানিয়ে দিল, পরিশ্রম করতে ওদের কোনও আপত্তি নেই। ওরা যেখান থেকে এসেছে, সেখানেও তো খেটেই খেতে হতো।

এবার অসুবিধের কথা তুলল রিচ। আসলে অসুবিধে নয়, বিপদ। এখানে থাকতে হলে নানাধরনের বিপদের মোকাবিলা করতে হতে পারে ওদের।

এ-মুহূর্তে যেটা বিপদ, সেটা তো ওদের চোখের সামনেই। বৃষ্টির তোড়ে বন্যা নেমে এসে রেললাইন ভেঙে দিয়ে গেছে। লাইন মেরামত করার আগে আর রেল চলাচল করতে পারবে না। সুতরাং নিজেদের মালপত্র নিজেদেরই বয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে ওদের। কিন্তু এখান থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরের সেজক্রুশ যাবার ট্রেইলটা ধুলোর মরুভূমি থেকে এখন কাদার সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। ওয়্যাগনের চাকা দেবে যাবে মাটিতে। তা ছাড়া ট্রেইলের অনেক জায়গা পানিতে ডুবে আছে। সেসব জায়গা পেরোতে হবে পানি ঠেঙিয়ে।

থামল রিচ। নিস্তব্ধতা গ্রাস করল সমবেতদের। মিনিটখানেক কেবল শিশুদের কোলাহল আর কান্নাকাটি ছাড়া কিছু শোনা গেল না। রিচ লক্ষ করল, সবার চোখ রেভারেণ্ড জেফারির দিকে। রেভারেণ্ড তাকাল রিচের দিকে। 'ধরো, যদি সেজক্রুশে না-যাই।'

'তা হলে লাইন মেরামত হয়ে যাবার পর একই ট্রেনে আরও পশ্চিমে চলে যেতে পারবে। একেবারে আইডাহো। সেখানে কোনও কাউম্যান নেই। সভ্যতার ছোঁয়া আজও পৌঁছেনি ওখানে। এ ছাড়া আছে ওয়াশিংটন, অরিগন এসব। সেগুলোর অবস্থাও আইডাহোর চেয়ে ভাল নয়। আর নয়তো যার যার বাড়িতে ফিরে যেতে পার।'

'কিন্তু সেণ্ট লুইয়ে তোমার কোম্পানিকে আমরা টাকা-পয়সা দিয়ে এখানে এসেছি। পয়সা ফেরত পাব তো?'

'একদম পাই পয়সাটি পর্যন্ত।'

'আমি যাচ্ছি না,' বেঁটে, গাট্টাগোট্টা ধরনের একজন সবার আগে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল। 'আমি আর আমার বউ

বিসির ওখানে ফিরে যাবার মত কিছু নেই। সব ছেড়েছুড়ে চলে এসেছি। বছর কয়েক আগে ওয়াইওমিংয়ে জেনারেল ক্রুকের সেনাদলে অশ্বারোহী হিসেবে কাজ করতাম। ওখানকার মাটির ধরনও এখানকার মত। এ-বৃষ্টি অবশ্যই থেমে যাবে।'

'কিন্তু থামবে কবে?' অসহিষ্ণু সুরে জানতে চাইল এক মহিলা।

আবার সকলে রিচের দিকে চাইল।

'আমি এখানে এসেছি বেশিদিন হয়নি,' বলল রিচ। সুতরাং এ-সম্পর্কে এর চেয়ে আর বেশি কিছু বলতে পারছি না। কেউ কেউ বলছে, এ-বৃষ্টি কয়েক হপ্তা ধরে চলবে—আবার কারও কারও ধারণা, খুব শীঘ্রই থেমে যাবে।'

'যারা দুর্বল কিন্তু সৎলোক, ঈশ্বর সব সময় তাদের সঙ্গে থাকেন,' বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিল রেভারেণ্ড। 'এসো, এ-ব্যাপারে আমরা ভোটাভুটি করি।'

একযোগে কথা বলতে শুরু করল সবাই নিজেদের মধ্যে, ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে। দু'একজনকে রাগী চোখে নিজের দিকে তাকাতে দেখল রিচ।

'এ ধরনের বিপদ যে হতে পারে,' এক মহিলা উঁচু গলায় বলতে শুরু করল। 'তা তুমি আগে থেকেই জানতে। তারপরও তুমি আর তোমার সেন্ট লুই কোম্পানি মিলে আমাদের নিয়ে এসেছ এখানে...'

'এ-অভিযোগটা তুমি করতেই পার, ম্যাম,' আন্তরিকভাবে বলল রিচ। 'তবে আমি এতটা জানতাম না প্রথমে। স্বীকার করছি, আমার আরেকটু খোঁজ খবর নেয়া উচিত ছিল। ব্যাপারটা এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি সত্যিই ভাবিনি যে, সার্কেল

ওয়াই র‍্যাঞ্চ হোমস্টীডের বিরুদ্ধে এতটা উঠে পড়ে লাগবে।'

'আমরা সব কিছু এক সঙ্গে দেখতে পাই না,' মন্তব্য করল রেভারেণ্ড। 'তবে আমাদের মত দুর্বলদের ঈশ্বর নিজেই দেখে রাখেন। এখানেও আমাদের জন্যে ভাল কিছু লুকিয়ে রেখেছেন তিনি। চলো, আমরা ঈশ্বরের নামে সেটাই খুঁজতে শুরু করি।'

রেভারেণ্ডের কথায় কাজ হচ্ছে, অনুভব করল রিচ। তবে নিজে কোনও মন্তব্য করল না। রেভারেণ্ডের ভালই নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সঙ্গীদের ওপর। কথার গুণে ও সম্ভবত কর্কশ, হাড্ডিসার লোকগুলোকে বন্ধু বানিয়ে ফেলেছে।

'রেভারেণ্ড ঠিকই বলেছে,' এক তরুণীর কথায় নিজের ধারণার সত্যতা পেল রিচ।

মেয়েটার দিকে তাকাল সে। ছোটখাট মেয়েটা, মার্থার চেয়ে বেশি লম্বা হবে না। ঘন হলুদ চুল, বেণী করে দুই কাঁধের ওপর দিয়ে ঝোলানো। ওর পাশে, বক্সকারের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণ। সম্ভবত মেয়েটার স্বামী, ভাবল রিচ। তবে স্বামী হিসেবে বয়সটা বছর কয়েক বেশি হওয়া উচিত ছিল।

'এসো, আগে আমরা ভোটাভুটি করি,' আবার বলল রেভারেণ্ড। 'তারপর সবাই মিলে প্রার্থনা করব।'

ওখান থেকে সরে যাবার কথা ভাবল রিচ। এখানে এ-মুহূর্তে ওর কোনও কাজ নেই। সরে গিয়ে সেকশন ক্রুদের জটলার দিকে এগোল।

'দেখো,' একজনকে বলল সে। 'ওরা নিজেদের মালপত্র রেল থেকে নামিয়ে নিতে চায়। সে জন্যে একটা আনলোডিং প্ল্যাটফর্ম দরকার হবে। পাওয়া যাবে কি?'

'পাবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে নিজেদের মালপত্রের সাথে রেলওয়ের কোনও জিনিস যেন নিজেদের মনে করে তুলে নিয়ে না-যায়।' কথা শেষ করে খিক খিক করে হাসল বক্তা। মোটাসোটা বেঁটে লোকটা, সম্ভবত ক্রুদের সর্দার।

পাল্টা কোনও মন্তব্য না-করে চুপ করে রইল রিচ। কৃষকদের মধ্যে ভোটাভুটির ফলের জন্যে অপেক্ষা করছে। সান প্রেইরি থেকে একটা বাগি আসতে দেখল ও। কণ্ডাক্টরের জন্যে একটা নোট নিয়ে এসেছে বাগি ড্রাইভার। কণ্ডাক্টর ওটার ওপর এক নজর চোখ বুলিয়ে নিয়ে দ্রুত রিচের কাছে চলে এল। বলল, 'লাট হিলের দিকে যাবার আদেশ এসেছে আমাদের ওপর। তোমাদের মালপত্র নামানোর জন্যে ঘণ্টাদুয়েক সময় দেয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে যদি শেষ করতে না-পার,. তা হলে বাকি মালসহ ট্রেন ফিরে যাবে।'

রিচ ওর লোকদের ভোটাভুটির কথা বলল কণ্ডাক্টরকে। ঘড়ির দিকে চাইল কণ্ডাক্টর। 'ওদের উচিত সেটা তাড়াতাড়ি শেষ করা।'

রিচ কণ্ডাক্টরকে নিয়ে কৃষকদের বৈঠকে গেল। বৈঠকে প্রার্থনা পরিচালনা করছে এখন রেভারেণ্ড জেফরি। কারবক্সের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কণ্ডাক্টর প্রার্থনা শেষ হওয়ার জন্যে। রেভারেণ্ড প্রার্থনা স্তোত্র আওড়াচ্ছে। ওর গলা ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। ইহলোকে সুখ আর পরলোকে শান্তি কামনা করছে।

সময় মাত্র দুই ঘণ্টা। রেভারেণ্ডের প্রার্থনা শেষ হচ্ছে না দেখে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছে রিচ। শেষ পর্যন্ত দরাজ কণ্ঠের দীর্ঘ প্রার্থনা শেষ হলো।

'কী করতে যাচ্ছি আমরা, রেভারেণ্ড?' জানতে চাইল রিচ।

জবাব দিতে একটু ইতস্তত বোধ করল রেভারেণ্ড। তারপর বলল, 'আমরা ট্রেন থেকে মাল নামাব।'

'সবাইকে হাত লাগাতে হবে। সময় মাত্র দু'ঘণ্টা।'

পুরুষরা সবাই তৈরি হয়ে গেল কাজে নামার জন্যে, মেয়েরাও এল তাদের সঙ্গে। সবাই এক সঙ্গে হাত লাগাল। ঘড়ি ধরে বসে রইল রিচ। বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছে লোকগুলো।

দু'ঘণ্টা কোথায় দিয়ে চলে গেল টেরও পাওয়া গেল না। রেলওয়ে কণ্ডাক্টর হেঁকে বলল, 'আর মাত্র ছয় মিনিট সময় বাকি...'

'ছয় মিনিট সময়ে তো আনলোড শেষ করা যাবে না,' বিরক্তিতে ঘোঁৎ করে উঠল রিচ।

'কিন্তু আমাকে এক্ষুণি ট্রেন নিয়ে ফিরে যেতে হবে। এটা অফিশিয়াল হুকুম।'

'কিছুই করার নেই। কাজ শেষ হওয়ার আগে এক ইঞ্চিও নড়বে না ট্রেন। বাড়াবাড়ি করলে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দেব ট্রেনে করে। ওদের সব দায়িত্ব তখন তোমার ঘাড়ে চাপবে।'

'তা হলে নির্ঘাত আমার চাকরি চলে যাবে, মি. জনসন।'

হাসল রিচ। 'তা হলে তুমিও এদের সাথে চলে আসবে। এদের সাথে চাষাবাদের কাজে যোগ দেবে।'

'বেশ, তারপর সার্কেল ওয়াইয়ের বন্দুকের সামনে দাঁড়াও, এই তো? অত বোকা পাওনি আমাকে।'

ইঞ্জিনিয়ার হুইসেল বাজাল। হলুদ-সোনালি চুলের মেয়েটাকে দেখা গেল দুটো বাচ্চাসহ। রিচকে বলল, 'আমরা ক্যাবুশের পেছনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।'

মেয়েটির দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রিচ। বলল, 'তোমার নাম কী?'

'মিলি কারসন। আমার সাথের ছেলেটি আমার ভাই, বিল।'

'তোমার বাবা-মা?'

'নেই। কেবল আমি আর বিল আছি।'

মেয়েটিকে নিয়ে এক পাশে গেল রিচ। 'শোনো, কণ্ডাক্টর লোকটাকে স্রেফ ধাপ্পা দিয়েছি আমি। আসলে কাউকে পাঠাতে চাই না।'

'তুমি যে ধাপ্পা দিয়েছ সেটা ও বুঝতে পারেনি।' হেসে ফেলল মেয়েটি, ওর সাদা দাঁত ঝিকিয়ে উঠল।

বাচ্চা দুটোর দিকে চাইল রিচ। ওরাও চোখ বড় বড় করে দেখছে ওকে।

'ট্রেনটা পেছনের দিকে চলতে শুরু করলে তোমরা তিনজনে লাফ দিয়ে নেমে আসবে। ঠিক আছে?'

'পারব, মি. জনসন।'

'উঁহুঁ, রিচ...'

'ধন্যবাদ, মিস্টার...রিচ।'

কণ্ডাক্টর এসে মেয়ে তিনটিকে দেখল। 'আমি কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করতে বাধ্য হব!' ক্রুদ্ধস্বরে হুমকি দিল।

'বেশ তো। মন চাইলে কোরো।' রিচ নির্বিকার।

'তোমাদের মত বেয়াড়া লোকদের শায়েস্তা করার জন্যে অবশ্যই কড়া আইন থাকা উচিত, জনসন। এই গরিব, হতভাগা লোকগুলোকে বিপদের মুখে এনে ফেলেছ। এটা চাষাবাদের জায়গা নয়।'

'চাষাবাদের তুমি কী জান? তুমি কি কৃষিতত্ত্ববিদ?'

ভ্রূকুটি করল কণ্ডাক্টর, কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। মজা পাচ্ছে রিচ। 'কৃষিতত্ত্ববিদ' কথাটা মনে হয় বুঝতে পারেনি লোকটা।

চার ঘণ্টা পনেরো মিনিট পরে ট্রেন ফের উল্টোপথে চলতে শুরু করল। ভিজে জবজবে হয়ে গেছে রিচের জামাকাপড়, খিদেয় পেট মোচড়াচ্ছে। একটা কটনউড গাছের তলায় পাথর দিয়ে চুলো বানিয়ে আগুন ধরিয়েছে মেয়েরা। ফুটন্ত কফি আর শূকরের মাংস ভাজার ঘ্রাণ এসে ঝাপ্টা মারল ওর নাকে।

'নারীর ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক,' খুশির চোটে যাজকোচিত ভাষা বেরিয়ে এল জেফরির মুখ থেকে। 'একজন ভাল মহিলা না-পেলে একজন ভাল পুরুষের জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।'

সেজক্রুশে ভাঙা অফিস ঘরটায় নিজের ব্যাচেলর জীবন যাপনের কথা মনে পড়ে গেল রিচের। ব্রেকফাস্টের জন্যে বেকন আর ডিম ভাজতে ভাজতে এবং সিঙ্গেল বেডের খালি বাঙ্কটার দিকে তাকাতে তাকাতে মাঝে মধ্যে নিজেও এরকম ভাবে সে।

এক পাশে গুছিয়ে রাখা ওয়্যাগনের যন্ত্রাংশ এবং কৃষি যন্ত্রপাতির দিকে তাকাল রিচ। দুটো বাচ্চা ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াচ্ছে রাস্তার এক পাশে।

'এ-বৃষ্টি সহজে থামবে না–বেশ কিছুদিন চলবে মনে হয়,' জেফরি বলল।

রিচ লক্ষ করল, প্রত্যেক কৃষকের একটা করে উইণ্ডমিল রয়েছে। সরকারী ভূতাত্ত্বিকদের দাবি, এখানে পঁচিশ ফুট গভীর একটা কূপ থেকে ভাল পানি পাওয়া যাবে। গেরস্থালী, ধোয়া মোছা, বাগান পরিচর্যাসহ প্রয়োজনীয় সব কাজ সারা যাবে ওই

পানি দিয়ে।

'আমরা এখন খাব,' বলল জেফরি। 'গরম গরম ভরপেট খাওয়ার পর সব দিকে আরও ভালভাবে নজর দেয়া যাবে। বুদ্ধিও খুলে যাবে তখন। ওয়্যাগনের চাকা ঘোরানোর আগে আরও কিছু করার আছে আমাদের।'

'তার আগে বাচ্চাদের থাকার জন্যে একটা আশ্রয় দরকার। সান প্রেইরিতে একটা চার্চ আছে।'

'ঠিক আছে,' মাথা দোলাল রেভারেণ্ড। 'আমি ওখানে গিয়ে পাস্টরের সঙ্গে কথা বলে একটা ব্যবস্থা করে ফেলব।'

'ও হ্যাঁ... ভুলে গিয়েছিলাম। ভোটাভুটির খবর কী?'

'থেকে যাওয়ার পক্ষের লোকেরা তিন ভোট বেশি পেয়ে জয়ী হয়েছে।' হাসল জেফরি।

সাত

পরদিন দুপুর নাগাদ সবগুলো ওয়্যাগন বোঝাই হয়ে গেল। কৃষকরা যাত্রার জন্যে তৈরি। ঠিক সে-সময় জনাসাতেক সার্কেল ওয়াই রাইডারকে আসতে দেখল ওরা। নেতৃত্ব দিচ্ছে মর্ট হ্যামণ্ড। যথারীতি তার ঠিক পেছনেই বন্দুকবাজ কিথ হার্পার।

কৃষকদের মহিলা এবং শিশুরা গত রাত কাটিয়েছে সান

প্রেইরির চার্চে। ভালই ছিল ওরা। ঘরের ভেতর আরামদায়ক উষ্ণতা আর মাথার ওপর বৃষ্টি ঠেকানোর জন্যে ছাদ। ওদের সাথে অবশ্য মিলি যায়নি। ভাইসহ পুরুষদের সঙ্গে থেকে গেছে।

সার্কেল ওয়াই রাইডারদের দেখে রিচের দিকে চাইল মিলি। 'গোলমাল হবে মনে হয়,' আশঙ্কা প্রকাশ করল।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল রিচ। 'আমার মনে হয় না এরকম দিনে-দুপুরে ওরা খুব একটা মারমুখো হয়ে উঠবে।'

জেফরিকে বলল, 'তোমার লোকদের বলে দাও, সবার হাত যেন নিজ নিজ অস্ত্র থেকে দূরে থাকে। আমাকে আগে ওদের সাথে কথা বলতে দাও।'

জেফরি তাড়াতাড়ি ছুটে গেল নিজের লোকদের কাছে।

'ওদের সাথে একজন মহিলাও আছে,' মিলি বলল।

রাইডারদের সবার গায়ে লম্বা স্লিকার। আরেকটু কাছে আসতে দেখা গেল ভুল দেখেনি মিলি। রাইডারদের মধ্যে মার্থা হ্যামণ্ডও আছে। একটা বাকস্কিনে চড়েছে মার্থা। ঘোড়াটার সম্ভবত সওয়ারী পছন্দ হয়নি। অনবরত মুখের ভেতর লোহার টুকরোটা চিবুতে চাইছে, আর মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে খাড়া হয়ে যেতে চাইছে। তবে দক্ষ হাতে ঘোড়াটাকে সামলাচ্ছে মার্থা, বেয়াড়া হয়ে ওঠার সুযোগ দিচ্ছে না।

সার্কেল ওয়াইয়ের রাইডাররা গোল হয়ে দাঁড়াল মালভর্তি ওয়্যাগনগুলো ঘিরে। প্রত্যেকটা মালবোঝাই ওয়্যাগনের ওপর চোখ বুলোচ্ছে। ওদের স্যাডল হোলস্টারে রাইফেলের বাঁট দেখা যাচ্ছে।

রিচের ডানপাশে সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে রেভারেণ্ড অ্যামোস

জেফরি। একটু পরে ওদের সামনে ঘোড়া দাঁড় করাল রাইডাররা। মালিকের স্পারের গুঁতো খেয়ে কাদার ওপর পা আছড়াল মর্টের বিশাল সোরেলটা।

রিচকে এক নজর দেখে নিয়ে রেভারেণ্ডকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জরিপ করল মর্ট হ্যামণ্ড। তারপর ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'আচ্ছা! স্কাই পাইলট, না? কিন্তু আমাদের কাছে খরা আর অতিবৃষ্টি যেমন অপ্রিয়, তেমনি অপ্রিয় একজন পাদ্রীও।'

কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না রেভারেণ্ডের মধ্যে, নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইল। রিচ তাকাল হার্পারের দিকে। স্যাডল ফর্কে হাত রেখে চুপচাপ বসে আছে হার্পার, দেখছে ওকেই। মার্থার দিকে চোখ ফেরাল রিচ। পরিচয় করিয়ে দিল মিলির সাথে।

'পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম, ম্যাম,' বলল মার্থা। মাথা দুলিয়ে ওর সাথে সৌজন্য বিনিময় করল মিলিও।

'ওয়্যাগন নিয়ে কখন যাত্রা করছ তোমরা?' জানতে চাইল মর্ট।

'সেটা আমাদের ব্যাপার। তোমার জানার দরকার নেই।'

'খুবই খারাপ পথ।' গা জ্বালানো হাসি হাসল মর্ট। 'এক হাঁটু কাদা। চাকা দেবে যাবে কম পক্ষে এক হাত। তা ছাড়া রোরিং ক্রীক পেরোবে কী করে? ব্রীজ ভেসে গেছে জলের তোড়ে। বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর সেজব্রুশ থেকে কোনও ওয়্যাগন আসেনি এদিকে।'

'ব্রীজ না-থাকলেও কোনও সমস্যা নেই। ওটা পায়ে হেঁটে পেরোনো যাবে।'

মর্ট হ্যামণ্ডের ঠাণ্ডা দু'চোখ নিজের লোকদের ওপর ঘুরে

এল। ওর মুখ দেখে মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করল রিচ। পারল না। আবার ওর দিকে চাইল মর্ট। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'উইণ্ডমিল, কাঁটাতার! জনসন, তোমাকে গ্রেফতার করে সারা জীবন জেলে পুরে রাখা উচিত। তুমি লোকটা মহা ধড়িবাজ। এসব নিরীহ লোকদের উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে বিপদের মুখে এনে ফেলেছ।'

'বেশ তো!' হাসল রিচ। 'ওই তো শেরিফ নিজেও এসে গেছে। ওকে বললেই হয়।'

ক্রুদ্ধ চোখে শেরিফ গসডেনকে দেখল মর্ট। মোটাসোটা বিশাল লোকটার গায়ে একটা ধূসর স্লিকার। 'তুমি এখানে কী করছ, শেরিফ?' রুক্ষস্বরে জানতে চাইল।

'কিছু না। এমনি ঘুরতে বেরিয়েছি,' কৈফিয়ত দেয়ার সুর শেরিফের গলায়।

'এখানে তোমার কোনও কাজ নেই। যেমন কাজ নেই ওই ফালতু চাষাগুলোরও। তোমাদের কাউকে চাই না আমি।' বিশাল একটা হাত উঁচিয়ে ঘুরিয়ে আনল মর্ট। 'চলে এসো সার্কেল ওয়াই। এখানে আমাদের কোনও কাজ নেই।'

সান প্রেইরির উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল সে। ওকে অনুসরণ করল রাইডাররা। পেছন থেকে বেকুবের মত তাকিয়ে রইল গসডেন ওদের দিকে।

'এবং আমাদেরও তোমাকে দরকার নেই, শেরিফ।' হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আইনরক্ষকের মনোযোগ আকর্ষণ করল রিচ। 'তুমি কি দেয়ালের লিখন পড়তে পারছ না? আমার আমন্ত্রণে আরও হাজার হাজার কৃষক আসবে এখানে। শীঘ্রই তারা সার্কেল ওয়াইকে হটিয়ে এ-অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে

তুলে নেবে। তোমাকেও তোমার এই আরামের শেরিফগিরি থেকে দূর দূর করে তাড়াবে। বুঝতে পারছ, শেরিফ?'

'বেশ, আমি অপেক্ষা করব সে-দিনের জন্যে।...তোমরা কখন রওনা হচ্ছ এখান থেকে?'

'একটু আগে সার্কেল ওয়াইও এ-প্রশ্নটা করেছিল। তাদের বলে দিয়েছি, এটা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। তোমার জন্যেও একই জবাব, শেরিফ। এখন দয়া করে চলে যাও। আমাদের কাজ আছে।'

'তুমি আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছ, জনসন,' ফুঁসে উঠতে গেল গসডেন। 'আমি আইনের...'

'ভাগো!' খিঁচিয়ে উঠল রিচ।

অস্পষ্ট স্বরে খিস্তি আওড়াল শেরিফ, তারপর ঘোড়া ফিরিয়ে সান প্রেইরির পথ ধরল সেও।

'আমাকে কি তা হলে ধরে নিতে হবে যে, শেরিফ সার্কেল ওয়াইয়ের ধামাধরা লোক!' অবাক হলো জেফরি।

'পুরোপুরি, রেভারেণ্ড। বাদ দাও।...চলো ভাইয়েরা, বাকি কাজগুলো এবার সেরে নিই।'

ঘোড়াগুলোর গলায় হারনেস পরিয়ে ওয়্যাগনের সাথে জুড়ে দেয়া হলো। গড়াতে শুরু করল মালপত্রে ভারী ওয়্যাগনগুলোর চাকা। সন্ধের আগে আগে সান প্রেইরির ছোট চার্চটার সামনে গিয়ে থামল। তিন মাইল পথ যেতে পুরোটা বিকেল লেগেছে ওয়্যাগনগুলোর।

মাথা নাড়ল রিচ। এটুকু পথ পেরোতে এতটা সময় লাগা পছন্দ হয়নি ওর। সারাটা পথ কাদা ঠেঙিয়ে যেতে হয়েছে ঘোড়াগুলোকে। এরকম পথে এত ভারী ওয়্যাগন টেনে চলতে

অসুবিধে হচ্ছে জানোয়ারগুলোর। 'রেভারেণ্ড, আমাদের উচিত হবে ওয়্যাগন থেকে অর্ধেক মাল নামিয়ে এখানে কোথাও রেখে যাওয়া। পরে এসে নিয়ে যাওয়া যাবে।'

'কিন্তু কোথায় রেখে যাব? চার্চে কি ওরা রাখবে?'

'ওরা রাখবে কিনা জানি না। তবু চলো, একবার বলে দেখি।'

চার্চে স্টোভ জ্বলছে। মণ্টানার খনি থেকে তোলা কয়লার আগুনে রান্না হচ্ছে। মেয়েরা ব্যস্ত, শিশুরা খেলছে হৈ চৈ করে। ঘোড়াগুলোর গলা থেকে হারনেস খুলে নেয়া হয়েছে। ছুটি পেয়ে চরছে ওগুলো আশেপাশের সামান্য ঘাসের জমিতে। এগুলো খেটে খাওয়া ঘোড়া। ওয়্যাগন টানার মত হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর ওদের পুষ্টিকর খাবার পাওনা হয়েছে। সে জন্যে দরকার ভুট্টা বা জনারের মত শস্যদানা। কিন্তু এ-মুহূর্তে তাদের মালিকরা তা দিতে পারছে না।

রাতের পাহারা ভাগ করে দিল রিচ। প্রত্যেকের ভাগে দুই ঘণ্টা করে পড়ল। প্রথম পালা পড়ল মিলির ভাই বিল কারসনের ওপর। ঘোড়ার দেখা শোনা করে নিজের পালা শেষ করবে সে, এটা স্থির হলো। শেষ দুই ঘণ্টা পাহারা দেয়ার দায়িত্ব নিজে নিল রিচ।

কাজ শেষ করে ডিপোর দিকে গেল। খোঁজ নিয়ে দেখল, গভর্নর ওর টেলিগ্রামের কোনও জবাব দেয়নি। তাতে অবাক হলো না রিচ। লাটহিল থেকেও কোনও টেলিগ্রাম আসেনি। ও অবশ্য ভেবেছিল, সার্ভেয়ার পাঠানোর খবরটা জানাবে ওরা।

একটি মাত্র টেলিগ্রাম এসেছে ওর নামে। সেটা গৃহনির্মাণ কোম্পানির কাছ থেকে। তারা লিখেছে, কোম্পানি দুই বক্সকার

কাঠ পাঠিয়েছে ওর নামে। এ ছাড়া আরেকটি বক্সকারে করে মুদি মালামালসহ অন্য দরকারী জিনিসপত্রও।

সাপার শেষে রেভারেণ্ড জেফরির সভাপতিত্বে কৃষকরা বৈঠকে বসল। রেভারেণ্ড জানাল, ওয়্যাগনগুলোতে অতিরিক্ত মাল বোঝাই করা হয়েছে। আপাতত অর্ধেক মাল চার্চের স্টোররুমে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পরে বৃষ্টি থামলে বাকি মাল নিয়ে যাওয়া যাবে।

ঠিক এ-সময় এল ডিপোর এজেন্ট। রিচ জেনেছে, সান প্রেইরির ছোট্ট চার্চটাতে সার্বক্ষণিক পাস্টর নেই। ওর অনুপস্থিতিতে ডিপো এজেন্টই পাস্টরের দায়িত্ব পালন করে। এজেন্ট এসেই কোনওরকম সৌজন্যমূলক সম্ভাষণ ছাড়াই রুক্ষস্বরে বলল, 'আমি দুঃখিত, ভায়েরা। কিন্তু তোমরা এখানে থাকতে পারবে না। তা ছাড়া চার্চের স্টোরে কোনও মালপত্রও রাখা যাবে না।'

'কেন?' রিচ জানতে চাইল।

'কমিশনারের হুকুম। তার আশঙ্কা, তোমরা থাকলে আগুন জ্বালাবে এবং তাতে হয়তো অসাবধানতার কারণে চার্চে আগুন ধরে যেতে পারে।'

প্রচণ্ড বিরক্তিতে ঘোঁৎ করে উঠল রিচ। 'পুরো ভবনটা বৃষ্টিতে ভিজে এমন অবস্থা যে, অসাবধানে আগুন ধরে যাওয়া দূরে থাক, চেষ্টা করলেও ধরানো যাবে না। এমনকী, পুরো একটিন কেরোসিন ঢেলে দিলেও না।'

'আমি দুঃখিত, ভায়েরা।'

হোমস্টীডারদের মধ্যে হতাশা দেখা দিল। ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ উঠল। অবস্থা এমন হলো যে, বাচ্চারা পর্যন্ত খেলাধুলা বাদ

দিয়ে হাঁ হয়ে রইল।

'তা হলে মালপত্রগুলো তোমার ডিপোতে রাখা যাবে?'

'তার কোনও সম্ভাবনা দেখছি না, জনসন।' মাথা নাড়ল এজেন্ট। 'রেলওয়ের নিজস্ব আইন আছে। ওরা কারও জিনিস নিজেদের জিম্মায় রাখবে না।'

রেভারেণ্ড চিন্তিত মুখে রিচের দিকে চাইল। 'হয়তো অন্য কোথাও রেখে যেতে পারব। হয়তোবা ওই লিভারি বার্নে।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রিচ। 'ওটার মালিক একজন কাউন্টি কমিশনার। সান প্রেইরিতে কেউ আমাদের সহযোগিতা করবে না, রেভারেণ্ড।'

'তা হলে আর কী? অতিরিক্ত মালবোঝাই ওয়্যাগন নিয়েই যাত্রা করতে হবে আমাদের!' বিরস সুরে বলল রেভারেণ্ড।

এজেন্ট চলে গেল। বিল কারসন যেখানে ঘোড়ার তদারকি করছে, সেখানে গেল রিচ। সান প্রেইরির দক্ষিণের ঝরনাটিতে এখন কূল ছাপানো পানি। অথচ গতকালও ওটার তলায় ধুলো উড়তে দেখেছে সে।

'তেমন ঘাস নেই এখানে,' ওকে দেখে বলল বিল কারসন।

ঘুরে ফিরে ঘোড়াগুলোকে দেখল রিচ। খুশি মনে চরছে ওরা।

চার্চে ফিরে এল এরপর। মায়েরা পিচ্চিদের কম্বলের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। মেঝেয় বিছানা হিসেবে লেপ বিছানো হয়েছে। একটু বড় যারা, তারা শোয়ার আগে প্রার্থনা সেরে নিচ্ছে। বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠল রিচের। এই ছোট ছোট বাচ্চা ও মহিলাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব চেপেছে ওর কাঁধে। এ-দায়িত্ব ওকে পালন করতেই হবে। সুষ্ঠুভাবে।

কোনায় একটা লেপ বিছিয়ে শুয়ে পড়ল রিচ। ঘুমিয়ে পড়ল। দুশ্চিন্তা ওর ঘুমের মধ্যে এসে হানা দিল দুঃস্বপ্ন হিসেবে। বারবার ঘুম ভেঙে গেল।

চার্চের ছাদে বৃষ্টির অবিরাম শব্দ শুনতে শুনতে সামনের দিনগুলোর কথা ভাবছে রিচ। বৃষ্টি যদি না-থামে এবং শেষ পর্যন্ত ওয়্যাগনগুলো যদি সেজক্রুশে পৌঁছায়, তা হলে এসব লোকের মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে কোথায়? মার্কেন্টাইলে? সুলিভানের সেলুনে? কোথায়?

যখনকার সমস্যা তখনকার জন্যে তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিল সে। এখন ভেবে ভেবে মাথা গরম করে লাভ নেই। আবার শুয়ে পড়ল সে। ঘুমোতে চেষ্টা করল।

কিন্তু বেশিক্ষণ শুয়ে থাকা সম্ভব হলো না। অস্থিরতায় ভুগতে ভুগতে আবার উঠে পড়ল শোয়া থেকে। দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসল। একটা সিগারেট জ্বালিয়ে তাকাল অন্ধকারে। ছাদের ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ ছাপিয়ে ঘুমন্ত মানুষগুলোর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। বাইরে বজ্রপাতের বিকট আওয়াজ আর থেকে থেকে বিজলীর চমক। ঘরের ভেতর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠছে। আরেকবার বিজলী চমকাতে ঘড়ির দিকে তাকাল ও। আর এক ঘণ্টা পরে ওর পাহারা দেয়ার সময় হবে। আবার হয়তো ঘুমিয়ে পড়ত সে। মিলি এসে গায়ে ধাক্কা দিয়ে জাগাল। 'তোমার পাহারার সময় হয়েছে।'

'তুমি কীভাবে জাগলে, মিলি?'

'সারারাত একটুও ঘুম হয়নি আমার।'

পায়ে স্পার আর গায়ে স্লিকার পরে নিল রিচ। ওর ঘোড়াটা চার্চের পেছনে বাঁধা। মেঘের আড়াল থেকে প্রভাতের আলো

ফোটার চেষ্টা করছে। তবে এখনও তেমন সুবিধে করতে পারছে না।

ঠাণ্ডা স্যাডলে চড়ে দক্ষিণে ঘোড়া ছোটাল রিচ। মিনিট কয়েক যেতেই বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে বিকট এক আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল ওর। একই সাথে মাটি ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে এল অগ্নিশিখা, ওপরের দিকে উঠে গেল।

ঘোড়াগুলো যেখানে, তার কাছাকাছি হয়েছে বিস্ফোরণটা। আবার একটা অগ্নিশিখা—সাথে বিকট আওয়াজ, আগেরটা যেখানে হয়েছে, তার চেয়ে একটু দূরে। হঠাৎ চমকে উঠল রিচ। ডিনামাইট! ওর যুক্তিবোধে সে-সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে দেখা দিল। তার মানে সার্কেল ওয়াইয়ের আরেক নোংরা খেলা। ঘোড়াগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার মতলব। বিস্ফোরণের শব্দে আতঙ্কিত ঘোড়াগুলো তল্লাট ছেড়ে পালালে হোমস্টীডারদের ওয়্যাগনটানা এবং নিজেদেরও চলাফেরা বন্ধ হয়ে যাবে। পা হারিয়ে পঙ্গু হয়ে যাবার দশা হবে পুরো দলটার। তাদের সেজব্রুশে যাওয়ার ব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্যেই মর্ট হ্যামণ্ডের এ-অপচেষ্টা।

হ্যাঁচকা টানে স্যাডল থেকে রাইফেলটা তুলে নিল রিচ। স্পারের গুঁতোয় লাফ দিয়ে সামনে বাড়াল ওর ঘোড়া। সামনে সিক্সগুটারের আওয়াজ আর কমলা রঙের আগুনের ঝিলিক। একটা লোক পশ্চিম থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। গুলি ছুঁড়ছে সে-ই। লম্বা কালো একটা রেইন কোট লোকটার গায়ে, দূর থেকে চেনা যাচ্ছে না। লোকটাকে সই করে রাইফেল তুলল রিচ। তবে গুলি করল না। বুঝতে পারছে না লোকটা কি সার্কেল ওয়াই রাইডারদের কেউ, নাকি ওদের ঘোড়াগুলো যে পাহারা

দিচ্ছে সে। এক সেকেণ্ড পরেই লোকটা চোখের আড়াল হয়ে গেল। বৃষ্টির মধ্যে ঝাপসা দেখাচ্ছে ওর অবয়ব।

ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া ঘোড়াগুলোর খুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে দক্ষিণ থেকে। এ-সময় আরেকজন রাইডারকে দেখা গেল। জোর গলায় হাঁকল লোকটা, 'আমি জিগি উইলিয়ামস। কৃষক।'

রাইফেল নামাল রিচ।

'ওই লোকগুলো,' আবার বলল লোকটা। 'ওরা পশ্চিম থেকে এসেছে, জনসন। তুমি বলেছিলে ওদিকেই নাকি সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চ। ওরা ডিনামাইট ফাটিয়েছে। ওই কালো পাউডারটা আমি চিনি। পেনসি কোল মাইনে ডিনামাইট ফাটানোর কাজ করতাম তো। আশ্চর্য! ওরা আমাকে দেখেও গুলি করেনি। স্রেফ আকাশের দিকে ফাঁকা গুলি ছুঁড়েছে।'

'এটা সার্কেল ওয়াইয়ের ফালতু ফাজলামি!' ঘোঁৎ করে উঠল রিচ। 'এখন চলো, ঘোড়াগুলো খুঁজে নিয়ে আসি।'

সামনে এগোল ওরা। হোমস্টীডারের বুড়ো হাড় জিরজিরে ঘোড়াটাকে পেছনে ফেলে গেল রিচের ঘোড়া। আর কোনও গুলি বা ডিনামাইট ফাটার শব্দ শোনা গেল না। সার্কেল ওয়াইয়ের রাইডাররা ঝড়ের মত ছুটে এসে আঘাত হেনে ফের ঝড়ের বেগে চলে গেছে।

ঝরনার তীরে পৌঁছল রিচ পালিয়ে যাওয়া ঘোড়াগুলোর খুরের ছাপ অনুসরণ করতে করতে। ক্রীকের পাড়ে এসেও থামেনি আতঙ্কিত জন্তুগুলো। ঝাঁপিয়ে পড়েছে জলে। ঘোড়াসহ রিচও অনুসরণ করল তাদের।

ওর পরিকল্পনাটা নেহাৎ সাদাসিধে। পেকোসে ক্যাটল

স্ট্যাম্পিড দেখেছে ও। কাউহ্যাণ্ডদের কাছে শোনা কথাগুলো মনে আছে। সবার আগে সবার সামনেরটাকে সামনে থেকে পাকড়াও করো। থামাও ওটাকে, পেছন ফিরতে বাধ্য করো। ওটা থেমে গেলে ওর পেছনের সঙ্গীদের গতিতেও ঢিল পড়বে। ধীরে ধীরে দৌড় থামাবে ওরা। তারপর লীডারকে পেছনে চলতে বাধ্য করো ফের। ওর সঙ্গীরাও অনুসরণ করবে ওকে। আস্তে আস্তে ভয় কেটে যাবে প্রাণীগুলোর। চলতে শুরু করবে যেখান থেকে ভেগেছে সেদিকে।

পদ্ধতিটা নিজেও প্রয়োগ করল রিচ। ঝরনা পেরিয়ে সর্বোচ্চ গতিতে ছোটাল ঘোড়াটাকে। যতই সামনে যাচ্ছে, ততই পলাতক ঘোড়াগুলোর খুরের শব্দ কানে আসছে ওর।

ওর তরতাজা ঘোড়ার সাথে দৌড়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না কৃষকদের ওঅর্ক হর্সগুলো। কিছুক্ষণের মধ্যে ওগুলোকে ধরে ফেলল ওর ঘোড়া। পরের মিনিটে সামনে চলে গেল।

মাদী একটা সোরেল নেতৃত্ব দিচ্ছে পলাতকদের। নিজের ঘোড়া ঘুরিয়ে মেয়ারের সামনে রাইফেলটাকে লাঠির মত ঘোরাতে শুরু করল রিচ। জানে, শুধু কথায় কাজ হবে না। ভয় পেয়ে ছোটার উৎসাহে ভাটা পড়ল মেয়ারের। তবু রাইফেলের নল দিয়ে ওটার নাকে হালকা পাতলা দু'চারটা গুঁতো লাগাল রিচ। অবস্থা বেগতিক বুঝে ফিরতি পথ ধরল মেয়ার। বাকিদের জন্যে অবশ্য অতটার দরকার হলো না। দু'চারবার 'হুই হাই' করতে ওরাও নেত্রীর পিছু নিল।

ততক্ষণে পিছিয়ে পড়া কৃষক জিগি উইলিয়ামস এসে পড়েছে। 'সবগুলো ঘোড়া পাওয়া গেছে তো, জনসন?' জানতে চাইল।

'সকাল হলে বলতে পারব।' কাঁধ ঝাঁকাল রিচ।

দু'জনে মিলে শ্রান্ত ঘোড়াগুলোকে শহরের দিকে নিয়ে চলল। কাছাকাছি হতে তিনজন ঘোড়সওয়ারকে দেখল রিচ। একজন রেভারেণ্ড অ্যামোস জেফরি–বাকি দু'জন কৃষক।

'ডিনামাইট, না?' বলল রেভারেণ্ড।

মাথা ঝাঁকাল রিচ। জানতে চাইল, 'সবগুলো ঘোড়া পাওয়া গেছে তো?'

'একটা ধূসর গেল্ডিং ফিরেছে সামনের একটা পা ভাঙা নিয়ে,' জানাল রেভারেণ্ড। 'সম্ভবত ক্লিফ থেকে নামতে গিয়ে বেমক্কা পড়ে গিয়েছিল।'

একজন কৃষক বলল, 'ওটাকে হয়তো গুলি করে মেরে ফেলতে হতে পারে।'

কাদামাটিতে ওঅর্ক হর্সগুলোর ওয়্যাগন টানতে এমনিতে কষ্ট হচ্ছিল, ভাবল রিচ। এখন এই স্ট্যাম্পিডের কারণে ছোটাছুটির ফলে পুরো শক্তি ক্ষয়ে যাবে। অথচ তাদের এখন দরকার তরতাজা ও স্বাস্থ্যবান ঘোড়া। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে?

দূরে একটা রাইফেলের শব্দ শোনা গেল।

'আমাদের উচিত, ব্যাপারটা শেরিফ গসডেনকে গিয়ে বলা,' পরামর্শ দিল রেভারেণ্ড। রিচ কিছু বলল না। তেতো হাসি হাসল শুধু রেভারেণ্ডের কথার জবাবে।

আট

ইজি চেয়ারে প্রায় চিৎ হয়ে বসেছে শেরিফ অ্যাস গসডেন। পা দুটো যতটা সম্ভব সামনে ছড়ানো। সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ডে বসে গল্পে মেতেছে আইনরক্ষক। মর্টের উদ্দেশে বলল, 'ওদের একটা ঘোড়ার পা ভেঙেছে। ঘোড়াটাকে পরে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। চাষা ব্যাটাদের ক্ষতি বলতে এটুকুই। হাহ্! অথচ অভিযানটায় আরও বেশি কিছু পাওয়ার কথা...'

'আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সার্কেল ওয়াই সম্পর্কে ওদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া।'

একটা বড় টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছে কিথ হার্পার। যথারীতি চুপচাপ।

'তাও পারেনি,' সার্কেল ওয়াইয়ের মালিককে উড়িয়ে দিল শেরিফ। 'আজ সকালে ওয়্যাগন নিয়ে যাত্রা করেছে ওরা।'

'যাত্রা ব্যাহত হবে,' শেরিফকে নিশ্চয়তা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল মর্ট। 'রোরিং ক্রীক ওদের থামিয়ে দেবে।'

তিনজনের কেউ জানে না, হলওয়ে থেকে ওদের আলাপ শুনছে মার্থা আর মেনি।

ভেস্টের পকেট থেকে পাইপ বের করে ম্যাচ জ্বালাল

গসডেন। 'আমি দেখেছি, রোরিং ক্রীকে ব্রীজটা নেই। বৃষ্টিতে ভেসে গেছে, না?'

'হ্যাঁ, বন্যায় ভেসে গেছে।' মৃদু হেসে মাথা দোলাল মর্ট।

ধীরে ধীরে, যথেষ্ট সময় নিয়ে পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে লাগল গসডেন। মর্ট দেখল ওর হাত দুটো কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। হার্পারও লক্ষ করেছে ব্যাপারটা। ঠোঁট সামান্য ফাঁক হলো ওরও।

'ভয় পাচ্ছ নাকি, শেরিফ? কাঁপছ কেন?'

জ্বলন্ত কাঠিটার দিকে চাইল গসডেন। 'কীসের ভয়ের কথা বলছ, মর্ট?'

ওর সামনেই দাঁড়িয়েছিল মর্ট। ইজি চেয়ারের প্রায় অর্ধশায়িত শেরিফের চোখে চোখ রাখল। ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'আমার বয়স এখনও খুব বেশি হয়নি, অ্যাস। তবে বাবা মারা যাবার আগে একটা জিনিস শিখিয়ে গিয়েছিল। মানুষ টাকা খরচ করলে বন্ধু কিনতে পারে। আমার বাবাই তোমাকে এ-চাকরিতে বহাল করেছিল। ওর মৃত্যুর পরও আমি তোমাকে পুষে যাচ্ছি। সে একই পদে।'

'এবং তাতে আমি তোমার ক্ষতি বা দুঃখের কারণ হয়েছি, সে-কথা নিশ্চয় তুমি বলতে পারবে না, মর্ট।'

মর্ট রহস্যময় হাসি হাসল। 'ওই ব্যাজটা তোমাকে সার্কেল ওয়াই পরিয়েছিল, গসডেন। চাইলে খুলেও নিতে পারে তোমার বুক থেকে।'

'আ-আমি তা জানি, মর্ট।'

'আমি বলি, তুমি এখন কী ভাবছ, গসডেন? তুমি ভাবছ, অনেক অনেক কৃষক আসবে এখানে এবং তারা ভোটের সংখ্যায়

সার্কেল ওয়াইকে টেক্কা দেবে। কিন্তু জেনে রেখো, ওই কৃষকরা এখানে থাকতে পারবে না। যদি থাকেও, সেটা ছ'ফুট মাটির নীচে।'

'গভর্নরকে কী বলবে?'

'ওর কথা আসছে কেন? ওকে আবার কী বলতে হবে?'

'ও একজন কাউম্যান, ঠিক আছে। কিন্তু ও আবার পলিটিশিয়ানও। এদিকে স্টকম্যান'স জার্নাল খবর দিয়েছে, টেরিটরিতে এখন কৃষকরা এসে ভিড় করছে।'

'বলে যাও।'

'যা বলছি। গভর্নর একজন পলিটিশিয়ানও। ও নিশ্চয় চাকরি হারাতে হতে পারে, এমন কিছু করতে চাইবে না। পলিটিক্স করে ও অনেক টাকা কামিয়েছে। গরু ব্যবসায় যা আয় করে, তার চেয়ে অনেক বেশি নিঃসন্দেহে। সে রাজনীতির হাওয়া যেদিকে বেশি বয়, ওদিকেই যেতে চাইবে।'

থামল শেরিফ। মর্টের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করল। গলা খাঁকার দিয়ে ফের বলতে শুরু করল, 'এই টেরিটরিটা খুব বড় নয়। যুক্তরাষ্ট্র এখন পশ্চিমে বাড়ছে। গভর্নর এবার সিনেটর হতে চাইবে। সে জন্যে দরকার হলে তোমাদের কাউম্যানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও দ্বিধা করবে না। তা ছাড়া আমি শুনেছি, ওর রেঞ্জেও চাষারা ঢুকতে শুরু করেছে।'

'ও ওদের নির্ঘাত তাড়িয়ে দেবে।'

মেদবহুল বিশাল শরীর নিয়ে ইজি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে রীতিমত ধস্তাধস্তি করতে হলো গসডেনকে নিজের সাথে। পাইপটা মুখে ঝুলিয়ে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলতে গেল, 'কী জানি, আমি ঠিক নিশ্চিত নই।'

ঠাস করে প্রচণ্ড এক চড় লাগাল মর্ট শেরিফের গালে। মুখ থেকে পাইপটা ছিটকে পড়ে মাঝখান দিয়ে ভেঙে গেল। চড়ের চোটে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে অতি কষ্টে নিজেকে সামলাল গসডেন। সোজা হয়ে দাঁড়াল।

সোজা হয়ে প্রথমে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় পাল্টা ঘুসি মারার জন্যে মুঠো পাকাল। পর মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পাল্টে মর্টের দিকে তাকাল। 'কামনা করি, তোমার ভাগ্যে যেন এরকম কিছু না-ঘটে, মর্ট।'

ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুক থেকে হ্যাঁচকা টানে ব্যাজটা ছিনিয়ে নিল মর্ট। তারপর ছুঁড়ে দিল হার্পারের দিকে। হার্পার যেন তৈরি হয়েই বসেছিল। চট করে লুফে নিল।

'এ-কাজটা কেন করলে তুমি, মর্ট?' শেরিফের গলায় অনুযোগের সুর।

'এখন থেকে হার্পার শেরিফ।'

'একমাত্র কাউন্টি কমিশনাররাই চাইলে আমাকে বরখাস্ত করতে পারে। তুমি নও।'

'এখনই সব কমিশনারের কাছে লোক পাঠাচ্ছি আমি। কমিশনাররা সবাই জানবে আমি কী করেছি। তারা এটাও জানে, রুটির ঠিক কোন পিঠে মাখন।'

এবার প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড় শেরিফের। 'মর্ট, যীশুর দোহাই লাগে, আমার বউ-ছেলেমেয়ে আছে। তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ো না। আমার চাকরিটা দরকার।'

হাতের তালুতে তারাটি নিয়ে লোফালুফি খেলতে খেলতে মুচকি হাসল হার্পার। ওর দিকে ঘুরল মর্ট। 'তুমি কি ওকে একজন ডেপুটি হিসেব রাখবে, কিথ?'

জবাব দেয়ার আগে এক মুহূর্ত চিন্তা করল হার্পার। তারপর মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ, রাখতে পারি। তবে ওকে প্রতিজ্ঞা করত হবে যে, আমি যা বলি, তা শুনবে। বিনাবাক্যব্যয়ে।'

'তুমি যা বলবে, তা-ই করব, আমি কিথ।' ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মত করে বলল সদ্যপ্রাক্তন শেরিফ।

মর্ট হাসল। 'আমরা তোমাকে সহকারী শেরিফ বানাব, গসডেন। সাথে একজন ডেপুটিও দেব। ঠিক আছে?'

নীচে এক পাশে পড়ে থাকা ভাঙা পাইপটার দিকে তাকাল গসডেন। নিচু হয়ে তুলে নিতে গেল ওটা। পরক্ষণে যেন খেয়াল হলো যে, ওটা ভাঙা। কোনও কাজে আসবে না। সোজা হয়ে ভেস্টের পকেট থেকে আরেকটা পাইপ বের করল। বলল, 'ব্যাজটা কি আর ফেরত পাব?'

'পেতেও পার। তবে শর্ত হলো, তোমাকে সার্কেল ওয়াইয়ের হয়ে কাজ করতে হবে। ওই ফালতু কৃষকগুলোর কথা একদম ভুলে যেতে হবে।'

মাংসের টালের ওপর খোদাই করে বসানো চোখদুটো মেলে একবার মর্ট আর একবার হার্পারের দিকে চাইল গসডেন। তবে আশা করার মত তেমন কিছু দেখছে না দু'জনের কারও চোখে। এরপর আর একটি কথাও না-বলে বেরিয়ে গেল। একটু পরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে ওকে চলে যেতে দেখল ওরা। ঘোড়ার পিঠে সামনে ঝুঁকে বসেছে সদ্য পদচ্যুত শেরিফ বৃষ্টির ছাট থেকে চোখ-মুখ বাঁচানোর জন্যে।

নিজের ভেস্টের বুক পকেটের ওপর ব্যাজটা পিন দিয়ে গেঁথে নিল হার্পার। মুখ বাঁকাল। 'আমার বোধ হয় শপথ টপথ কিছু একটা পড়ে নেয়া উচিত, মর্ট। তুমি কী বলো?'

'ঢঙ কোরো না তো!' ঘোঁৎ করে উঠল মর্ট। আচমকা উঠান থেকে দুই লাফে হলের ভেতর ঢুকল। তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে বেরিয়ে এল দু'হাতে মার্থা আর মেনিকে পাকড়াও করে। হার্পারের কাছে এসে উৎফুল্ল স্বরে বলল, 'দেখো, এরা কারা?'

'আরে,' প্রতিবাদ করছে মার্থা। 'আমরা তো রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলাম...'

'তাই! যাও, তা হলে দূর হও এক্ষুণি।'

'তুমি আমার সাথে এরকম আচরণ করতে পার না, মর্ট!' ঝাঁজিয়ে উঠল মার্থা। 'তুমি জান, এ-র‍্যাঞ্চের অর্ধেক মালিকানা আমারও। বাবা দিয়ে গেছে। কথাটা সব সময় মনে রাখবে তুমি।'

'তা-ই!' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল মর্ট। 'তা বেশ তো, আমার ছোট্ট সোনা বোনটি। এখনই আমরা সার্কেল ওয়াইকে মাঝখান দিয়ে দুই ভাগ করে ফেলি। তুমি পশ্চিমের অর্ধাংশ নাও আর আমি পুবের অর্ধাংশ নিলাম–এবং সে-হিসেবে এই র‍্যাঞ্চ হাউস আমার।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ, মর্ট?'

'এবং তুমি এখান থেকে চলে যাবে, বোনটি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'তুমি আমাকে তাড়াতে পারবে না। মি. বীসন আমাকে এখানকার স্কুলে পড়াতে বলেছে।'

'তোমার মি. বীসন বোধ হয় একটা কথা ভুলে গেছে। আমি এখানকার স্কুল বোর্ডের প্রধান। আর ও স্রেফ একজন সদস্য। এখন যাও, আমার মেজাজ খারাপ হওয়ার আগে দূর হও এখান থেকে। দুজনেই।'

ধপ ধপ করে পা ফেলে নিজের রুমের উদ্দেশে চলে গেল মার্থা। ওকে অনুসরণ করল মেনিও।

এক মুহূর্ত ওদের চলে যাওয়া দেখল মর্ট। তারপর হার্পারের দিকে ফিরল। 'কিথ, অন্য চার কমিশনারের কাছে এক্ষুণি লোক পাঠাও। বলে পাঠাও, আমার ইচ্ছে অনুসারে তুমি এখন থেকে এখানকার শেরিফ। তা হলে তোমাকে নিয়োগের ব্যাপারটা আইনগত বৈধতা পাবে।'

নিজের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল হার্পার।

'এবার যাও। দেখে আসো, ওই চাষাগুলো এখন কোথায়, কতটুকু এগিয়েছে।'

'সেজব্রুশে এসে ওরা করবেটা কী? থাকবে কোথায়?' আনমনে মন্তব্য করল হার্পার।

'আমি হয়তো ওদের আসতে দেব। হয়তো দেব না। সেটা এখনও বলা যাচ্ছে না। তবে সেজব্রুশে এসে ওরা কোথাও থাকার জায়গা পাবে না। সেজব্রুশের সব কিছুর মালিক সার্কেল ওয়াই।'

'ওদের কাছে হয়তো তাঁবু খাটাবার সরঞ্জাম আছে,' মনে করিয়ে দিল হার্পার।

'শুনে সুখী হলাম।' মুখ বাঁকাল মর্ট।

বেরিয়ে গেল হার্পার। একটু পরে মর্ট নিজেও বেরোল। সেজব্রুশের পথ ধরল।

বৃষ্টির বিরাম নেই। ওর স্লিকারে ফট ফট শব্দ হচ্ছে ভারী ফোঁটার আঘাতে। সেজব্রুশ যেন এখন শহর নয়, কাদার সমুদ্র। রাস্তায় একটা নেড়ি কুত্তা পর্যন্ত নেই।

সুলিভানের সেলুনে গিয়ে ঢুকল মর্ট। ওর প্রিয় ব্র্যাণ্ডের

বোতলটা ধরিয়ে দিল সুলিভান ওর সামনে। 'কী খবর, মর্ট?' কুশল জিজ্ঞেস করল।

'শেরিফ গসডেন পদত্যাগ করেছে,' গেলাসে মদ ঢালতে ঢালতে বলল মর্ট। 'কিথ হার্পার নতুন শেরিফ।'

ভুরু উঁচাল সুলিভান। 'এবং সম্ভবত একজন নতুন পোস্টমাস্টারও পেয়েছি আমরা।'

'মানে?'

'ঘণ্টা কয়েক আগে শহর ছেড়ে গেছে গ্র্যাবি জ্যাকসন। বলল, চিরতরে চলে যাচ্ছে এখান থেকে। কখনও ভুলেও এ-মুখো হবে না। বলল, মিসেস স্ল্যাটারিকে নতুন পোস্টমাস্টার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছ তুমি।'

'বুড়ো গর্দভটাকে দারুণ মিস করব আমি।' দুঃখ পাওয়ার ভান করল মর্ট।

'লব জাইলসও চলে যাবে। মনে হয়, উকিলের ঘুসিগুলোর কথা ভুলতে পারছে না এখনও। তোমাকে একজন নতুন স্টেজড্রাইভার খুঁজতে হবে, মর্ট।'

'ওটা আমার ব্যাপার।'

ঠোঁটদুটো পরস্পরের সাথে এঁটে বসল সুলিভানের। 'এ-শহরের জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে। আশা করছি, কৃষকরা এলে এক লাফে বেড়ে যাবে।'

ঘাড়ে-গর্দানে ষাঁড়ের মত তরতাজা সুলিভান। ঠাণ্ডা চোখে লোকটাকে জরিপ করছে মর্ট। সুলিভানের মধ্যে সব সময় একটা ঘাড়ত্যাড়া ভাব আছে। বেঁচে থাকতে বুড়ো লং হ্যামণ্ডও খুব একটা পাত্তা পেত না ওর কাছে।

'মনে হয়, ওই লোকগুলোর সাথে প্রচুর ছেলেপিলে থাকবে,'

বলে চলল সেলুনমালিক। 'বাচ্চা কাচ্চা থাকলে শহরে ভাল ব্যবসা হয়।'

মর্ট সামান্য মাথা ঝাঁকাল সমর্থনের ভঙ্গিতে।

'ওদের জন্যে স্কুলের দরকার হবে। আমাদের নিশ্চয় স্কুলটার পরিসর আরও বাড়াতে হবে। ওরা বলছে, উকিল জনসন এখানে একটা কাঠের ব্যবসাও খুলবে। কৃষকদের বাড়িঘর তৈরির সরঞ্জাম সরবরাহ করবে। বীসন যদি ওর লোকদের সাথে ব্যবসা করতে রাজি না-হয়, ও নিজেই একটা মুদি দোকান খুলে বসবে।'

'কার কাছে এসব ছাইপাঁশ শুনেছ তুমি?' রাগ সামলাতে পারল না মর্ট।

'সান প্রেইরিতে ফেরার পথে স্মোকি জর্গেনসন এখানে থেমেছিল। সেই গল্প করেছে এসব। বলেছে, উকিল এখানে কাঠের কারবার খুলবে। আর বীসন যদি কোনও কারণে কৃষকদের কাছে মালপত্র না-বেচে, তা হলে মুদি দোকানও চালাবে। এটা এখন সবাই জানে, মর্ট। মনে হয়, কেবল তুমি ছাড়া। জনসন টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে এ-ব্যাপারে।'

'ওই ডিপো অপারেটরটা একটু বেশি কথা বলে। সুলিভান, তুমিও।'

মুখের পেশী স্থির হয়ে গেল সুলিভানের। 'আমার ওপর মাতবরি করতে এসো না, মর্ট,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল। 'তুমি এ-বিল্ডিংটার মালিক হতে পার, আমার নয়।'

অপলক কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মর্ট সেলুনমালিকের দিকে। চোখ নামিয়ে বলল, 'কঠিন লোক, তাই না? আচ্ছা, বলে যাও।'

'বলার তেমন কিছু নেই। বছরকে বছর ধরে এ-শহর স্থবির হয়ে আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য নেই। কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা। ওই কৃষকরা এলে শহরে নতুন রক্ত সঞ্চালিত হবে। এর উন্নতি হবে। আমরা ব্যবসায়ীরা দুটি পয়সার মুখ দেখতে পাব। মানুষ ব্যবসা করে কীসের জন্যে? টাকা বানাবার জন্যে।'

'হাহ! আমার মনে হয়, এদের অর্ধেকই হবে মাতাল আর ভবঘুরে টাইপের। এদের কাছে কিন্তু টাকা-পয়সা খুব বেশি থাকে না।'

'মাতালের সংখ্যা সেজক্রশে কিন্তু এখনও কম নয়, মর্ট।'

গর্জে উঠল মর্ট, 'সার্কেল ওয়াইয়ের বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না, সুলিভান! ফল কিন্তু ভাল হবে না!'

বিশাল মুখটা রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠল সুলিভানের। মুঠো পাকাল সে। ঠিক সে সময় ওপর থেকে নেমে এল রোজি। ওর পরনে লো কাট ড্রেস। এসেই মর্টের গলা জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। 'তুমি? এই বৃষ্টির মধ্যে কী করে এলে, মর্ট?'

ঝাপ্টা মেরে ওর হাত সরিয়ে দিল মর্ট। উঠে দাঁড়াল। রোজির উচ্ছল চোখদুটো ম্লান হলো একটু। তবে সাথে সাথে সামলে উঠল। এধরনের প্রত্যাখ্যান ওর জন্যে নতুন কিছু নয়। একজন কাউবয় প্রথম গ্লাসটা শেষ করে দ্বিতীয় গ্লাসের দাবি জানাল। খদ্দের চুকানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সুলিভান। গ্লাসটা নিয়ে এসে ভরে দিতে লাগল চুপচাপ।

'আমি কী বলেছি, তা মনে রাখলেই ভাল করবে, সুলিভান,' বলে বেগে বেরিয়ে গেল মর্ট সেলুন থেকে।

নয়

রোরিং ক্রীকের ওপর কাঠের ব্রীজটা নেই হয়ে গেছে। কেবল কাদাগোলা পানির ইঞ্চিকয়েক ওপরে মাথা তুলে আছে পিলারগুলো। এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল রেভারেণ্ড হতাশ ভঙ্গিতে। 'বন্যার পানি কমে না-আসা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে আমাদের, মি. জনসন।'

ক্রীকের বুকে মোচড় খেতে খেতে নেমে যাওয়া পানির দিকে তাকিয়ে আছে রিচ। স্রোতের পিঠে চড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে যাচ্ছে সার্কেল ওয়াইয়ের একটা মরা গরু। 'আমাদের পেরোতেই হবে, রেভারেণ্ড। হোমস্টীড ফাইল করার জন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কৃষকদের নিয়ে জায়গামত হাজির হতে হবে। এমনকী জরিপ শুরু না-হলেও। সান প্রেইরিতে লোকদের মুখে শুনেছি, হ্যামণ্ডরা ইতোমধ্যে পছন্দসই জায়গা বেছে নেয়ার জন্যে সার্কেল ওয়াই রাইডারদের পাঠিয়ে দিয়েছে। ওরা এখানে তাঁবু খাটিয়ে কিংবা গাছ-পাতা দিয়ে মাথা গোঁজার মত যাহোক একটা কিছু তুলে নিয়ে অবস্থান করছে। হ্যামণ্ড হয়তো আরও লোক নিয়ে আসতে পারে। ওই লোকগুলো যদি শিক্ষিত, মানে নাম দস্তখত করার মত শিক্ষিতও হয়, তা হলে ওদের নামে আমাকে

হোমস্টীড এন্ট্রি করতেই হবে।'

'এভাবে আগে থেকে দখল করে বসে থাকাটা কি আইনসিদ্ধ?'

'সিদ্ধ। তবে তাদের সত্যিকারের হোমস্টীডার হতে হবে। সেটা প্রমাণ করার জন্যে সার্কেল ওয়াইয়ের বেতনভোগী রাইডাররা পুরো বছর ধরে দখল করে রাখবে জায়গাগুলো। সরকারের কাছে হোমস্টীডার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যা যা করা দরকার, তার সব কিছুই করবে। এরপর সরকারের অনুমতি পেয়ে গেলে সামান্য কয়েক ডলার মূল্যে তা বিক্রি করে দেবে সার্কেল ওয়াইয়ের কাছে।'

বাম হাতে খোঁচা খোঁচা দাড়িঅলা চোয়াল ঘষল রেভারেণ্ড। 'আমরা একটা কাজ করতে পারি। ওয়্যাগনগুলো এ-পাড়ে রেখে কোনও উপায়ে ও-পাড়ে চলে যেতে পারি। অথবা এখানে ক্যাম্প করে থাকতে পারি। কী বলো, মি. জনসন?'

'হ্যাঁ, তা করতে পারি,' সায় দিল রিচ। 'কিন্তু তা হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। এ-সময়ের মধ্যে হ্যামণ্ড ভাল ভাল জায়গাগুলো দখল করে নেয়ার জন্যে ক্লেইম ফাইল করার উপযুক্ত লোক পেয়ে যাবে। তা ছাড়া আমাদের শিশুদের নিয়েও সমস্যা হবে। ইতোমধ্যে অনেকে বৃষ্টি ও ঠাণ্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

'তা ঠিক,' মাথা দুলিয়ে ওর কথার সত্যতা মেনে নিল রেভারেণ্ড।

'এসব অসুস্থ শিশুদের থাকার জন্যে উপযুক্ত জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। আর সে জন্যে এই ক্রীকটা পেরোতেই হবে।'

স্টিরাপের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল রিচ। পেছনে

ওয়্যাগনগুলোর দিকে চাইল। সূর্য ওঠার সাথে সাথে সান প্রেইরি ছেড়ে এসেছে ওরা। এখন সকাল দশটা। এ-পর্যন্ত মাত্র মাইল তিনেক পথ পেরিয়ে এসেছে। সামনে বাকি আরও সতেরো মাইল। দূরত্বটা ভাবতেই বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করে উঠল রিচের। হাড় জিরজিরে ঘোড়ায় টানা অতিরিক্ত মাল বোঝাই ওয়্যাগন নিয়ে কাদা আর পানিতে সয়লাব এ-পথ পাড়ি দেয়ার কথা ভাবা আর সাঁতরে সাগর পেরোনোর চিন্তা করা যেন সমান।

'আমাদের বোধ হয় তা হলে ফিরেই যাওয়া উচিত,' হতাশ গলায় বলল একজন কৃষক।

'সান প্রেইরিতে তোমার করার কিছু নেই, ম্যান!' রুক্ষস্বরে বলল রিচ।

'ব্যাপারটা তা হলে ভোটে দেয়া যাক,' প্রস্তাব দিল জেফরি।

আবার ভোট! জেফরি লোকটা কথায় কথায় ভোটের কথা তোলে। ক্লান্ত বোধ করছে রিচ। এখানে ভোটাভুটি করে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আর নেই। সুযোগও নেই। একজনের নেতৃত্ব মেনে নিতেই হবে। সবার মতামত নিতে গেলে কাজের কাজ কিছু হবে না, স্রেফ হৈ চৈ ছাড়া। বিরক্তি বোধ করছে রিচ। তবে কিছু বলল না।

যাজক আর কৃষক ভোটাভুটি করতে ফিরে গেল সঙ্গীদের কাছে। রিচ আকাশের দিকে চাইল। শ্লেটের মত কালো মেঘে ভরা মণ্টানার আকাশ, কোথাও সামান্যতম ফাঁক পর্যন্ত নেই। বিশাল আকাশের নীচে নেস্টরদের ওয়্যাগনগুলোকে দেখাচ্ছে পিঁপড়ের মত। মনের ভেতর এক ধরনের শূন্যতা বোধ করছে রিচ। আকাশ ভরা মেঘ, অবিরাম অঝোর বৃষ্টি, কাদাময় দীর্ঘ ট্রেইলের শেষে সুসজ্জিত শক্তিশালী শত্রুদল—ও কি পারবে ক্লান্ত,

শ্রীহীন আর দুর্বলমনা এই লোকগুলোকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে?

নিজের মনের ভাব খতিয়ে দেখতে চাইল রিচ। নেস্টর পরিবারগুলোর কাছ থেকে সে দুই হাজার ডলার নিয়েছে। আরও টাকা পাবে হোমস্টীড এন্ট্রিগুলো ফাইল হলে। কিন্তু সে কি শুধু টাকা পাচ্ছে বলেই কাজটা করছে? ইচ্ছে করলে সে এখনও সবার টাকা ফেরত দিয়ে সেজব্রুশ গালশে নিজের ক্লেইম প্রত্যাহার করে সুটকেসটা গুছিয়ে নিয়ে যে কোনও মুহূর্তে সটকে পড়তে পারে। কেউ তাকে কিছু করতে পারবে না।

লব জাইলসের ব্যঙ্গভরা চেহারা আর অপমানকর কথাগুলো স্পষ্ট মনে পড়ছে ওর। মর্ট হ্যামণ্ড ওর ওপর লেলিয়ে দিয়েছে নোংরা লোকটাকে। কিথ হার্পার পেছন থেকে মাথায় মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছে। ওর অফিস তছনছ করে দেয়া হয়েছে, স্থানীয় আইন ওকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে অস্বীকার করেছে, রেলরোড কর্তৃপক্ষ ওর টেলিগ্রাম পাঠাতে অনীহা দেখিয়েছে, এমনকী গভর্নর পর্যন্ত ওর অয়্যারলেসের জবাব দেয়নি। কী ঘটতে পারে এখন যদি কৃষকরা ভোটাভুটি করে এখান থেকে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়?

নিজের ভেতর প্রচণ্ড একগুঁয়েমি টের পাচ্ছে রিচ। সে-ক্ষেত্রে সার্কেল ওয়াইয়ের বিরুদ্ধে একাই লড়বে সে। নিজের হোমস্টীড এন্ট্রি ফাইল করবেই।

সেজব্রুশে আসার পর মর্ট হ্যামণ্ড অনেক অবিচার করেছে ওর ওপর। মারমুখো সার্কেল ওয়াই কাউহ্যাণ্ডরা সান প্রেইরিতে ওর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে। কথাটা মনে পড়তে ওর টেক্সান রক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

এই হোমস্টীডাররা হয়তো পিছু হটতে পারে, কিন্তু সে পিছাবে না নিজের লক্ষ্য থেকে। সার্কেল ওয়াই কখনও তাড়াতে পারবে না ওকে। তাতে যদি ওর মরণও হয়, আপত্তি নেই। এখানকার ছয় ফুট মাটির নীচে থাকবে তার শরীর।

মিলি কারসনকে ঘোড়ায় চড়ে থমথমে মুখে ওর দিকে আসতে দেখল রিচ। রোরিং ক্রীকের বুকে মোচড় খেয়ে বইতে থাকা পানির দিকে তাকিয়ে আলতো করে নড করল রিচ মেয়েটির উদ্দেশে।

'আমরা এটা কীভাবে পেরোব, রিচ?' জানতে চাইল মিলি।

পানির ওপর মাথা জাগিয়ে থাকা ভাঙা খুঁটিগুলোর দিকে চাইল রিচ। 'আমাদের কাছে যদি তক্তা থাকে, খুঁটির ওপর ওগুলো বিছিয়ে ধীরে ধীরে ওয়্যাগনগুলো পার করতে পারব। কাজটা খুব সময়সাপেক্ষ, কষ্টকর ও বিপজ্জনক হবে। তবু পারব।'

'কিন্তু আসল তক্তাগুলো কোথায় গেল?'

'আমি নিশ্চিত, সার্কেল ওয়াই ডিনামাইট ফাটিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে সেগুলো। সবগুলো তক্তা সম্ভবত বিস্ফোরণের ধাক্কায় টুকরো টুকরো হয়ে পানিতে ভেসে গেছে।'

'আমার মনে হয়, সবগুলো তক্তা নষ্ট নাও হতে পারে। ভাটিতে গিয়ে খুঁজলে ভেসে যাওয়া তক্তাগুলোর দু'একটা আস্ত পাওয়া যেতে পারে।'

'ভাল কথা বলেছ তো!' উৎসাহিত হয়ে উঠল রিচ। 'চলো, ভাটির দিকে গিয়ে কিছু তক্তা খুঁজে আনতে পারি কি না দেখি।'

'রিচ,' চাপাস্বরে বলল মিলি। 'সার্কেল ওয়াইয়ের দিক থেকে একটা লোক আসছে ঘোড়ায় চড়ে। হয়তো...'

দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘোড়া হাঁকিয়ে আসছে একজন। লোকটাকে চিনল রিচ। কিথ হার্পার, হ্যামণ্ডের বন্দুকবাজ।

ঘোড়াটাকে রোরিং ক্রীকে নামিয়ে দিল কিথ। বুটসুদ্ধ পা দুটো তুলে নিল স্যাডল ফর্কে, রাইফেলটা উঁচু করে ধরে রেখেছে। বিভারের মত দ্রুত ও সাবলীল ভঙ্গিতে সাঁতরে আসছে ওর রোয়ান। রোয়ানটা কূলে উঠতে স্যাডল থেকে উইনচেস্টারটা হাতে নিল রিচ। লোকটি তাদের দশফুটের মধ্যে এসে ঘোড়া থামাল।

হার্পারের কঠিন দু'চোখ প্রথমে মিলিকে জরিপ করে নিল। এরপর তাকাল রিচের দিকে। কোন রকম সম্ভাষণ ছাড়া জিজ্ঞেস করল, 'গসডেনকে দেখেছ নাকি কোথাও?'

'পেছনে কিছুক্ষণ আগে একজনকে দেখেছিলাম। শেরিফ গসডেনের মত দেখতে। থামেনি লোকটা।'

'ও এখন আর শেরিফ নয়।'

সরু চোখে তাকাল রিচ বন্দুকবাজের দিকে, জবাব দিল না। ওর আর এ-লোকটার মধ্যেকার সম্পর্কটা যে প্রাণঘাতী শত্রুতার, অন্তর থেকে বুঝতে পারছে সে। হার্পার যদি তার রাইফেলের নলটা ইঞ্চিখানেকও উঁচু করে, রিচের উইনচেস্টার এক মুহূর্ত দেরি করবে না তার জবাব দিতে।

'হ্যামণ্ড গসডেনের ভেস্ট থেকে ওই তারাটা ছিনিয়ে নিয়েছে, না?'

'তা-ই করেছে ও। এবং আমি এখন শেরিফ।'

পেছনে হ্যামারের ক্লিক শব্দ শুনল রিচ, ঝট করে তাকাল মিলির দিকে। স্লিকারের পকেট থেকে ছোট্ট একটা পিস্তল বের করে সরাসরি সই করেছে মেয়েটি হার্পারের বুকে।

এক মুহূর্ত মেয়েটার হাতে ধরা উদ্যত পিস্তলের দিকে চেয়ে রইল হার্পার। ওর লালমুখ ছাইয়ের মত সাদা। মেয়েটার কমনীয় মুখ আকর্ষণ করছে ওকে। কিন্তু পিস্তলটাকে মোটেই আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে না। চোখ ফেরাল রিচের দিকে। 'তুমি তা হলে আজকাল লড়াই করার জন্যে মেয়েদের সাহায্য নিতে শুরু করেছ, জনসন?'

'আমি ওকে আমার হয়ে পিস্তল বের করতে বলিনি।'

'ঘটনা কিন্তু সে-রকমই দেখাচ্ছে, অ্যাটর্নি।'

'তুমি কিন্তু আমাকে শাইস্টার ডাকতে পছন্দ করতে, হার্পার।' রিচের গলায় বিদ্রূপ।

চোয়ালের মাংসে হালকা কাঁপন জাগল হার্পারের। রেগে গেছে লোকটা। 'আমার দিকে অস্ত্র তাক করে বড় বড় লেকচার ঝাড়ছ। একটা মেয়েকেও নিয়ে এসেছ সাথে, একা মোকাবিলায় সাহস করে উঠতে পারনি বলে।'

'তুমি হয়তো তার চেয়ে জঙ্গলের আড়ালে বসে অ্যামবুশ করাটাকে বেশি বীরত্বের মনে কর।'

রাগে বিকৃত হয়ে গেল বন্দুকবাজের মুখ। এক মুহূর্তের জন্যে রিচের মনে হলো, লোকটা বুঝি রাইফেল উঁচিয়ে গুলি শুরু করবে। মিলি যে ওর দিকে পিস্তল তাক করে আছে, কেয়ারই করবে না।

তবে সেসব কিছু ঘটল না। 'শোনো, জনসন,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল হার্পার। আমি এখন এখানকার শেরিফ। তুমি এখনও আইনভঙ্গ করার মত কিছু করনি। তাই এখন কিছু বলছি না। কিন্তু তোমার ওপর আমার চোখ থাকবে–তোমার এসব চাষার ওপরও।' মিলির দিকে তাকাল ফের। 'এই মেয়েটা একজন

আইনের লোকের ওপর অস্ত্র তাক করেছে।'

'তুমি ওকে গ্রেফতার করবে নাকি, হার্পার? ওকে সান প্রেইরির জেলখানায় নিয়ে যাবে?'

আবার ভয়াবহ দেখাল হার্পারের চেহারা। তবে নিজেকে সামলে নিতেও দেরি হলো না ওর। সারিবদ্ধ ওয়্যাগনগুলোর ওপর চোখ পড়েছে। কৃষকরা সার্কেল ওয়াই গানম্যানকে দেখে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে সামনে। পরিস্থিতি দ্রুত আঁচ করে নিল গানম্যান। রিচের দিকে ফিরে মৃদুস্বরে বলল, 'আজ তুমি জিতে গেলে, জনসন। তবে আমার ধৈর্যের অভাব নেই। দিন আমার জন্যেও আসবে।'

'বেশ তো,' ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রিচ। 'প্রার্থনা করি, বেশিদিন যেন অপেক্ষার জ্বালা সইতে না হয় তোমাকে। আর হ্যাঁ, চাইলেই আমাকে পাবে। যে কোনও সময়, যে কোনও জায়গায়।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে সান প্রেইরির দিকে ছোটাল হার্পার। কাদায় ওর ঘোড়ার খুরের শব্দ হচ্ছে থপ থপ। পিস্তল নামিয়ে আনকক করে স্লিকারের পকেটে রাখল মিলি।

'পিস্তল বের করা তোমার উচিত হয়নি, মিলি,' রিচ বলল।

'ও একটা বন্ধুকবাজ,' শান্ত কণ্ঠে বলল মিলি। 'যে কোনও সময় গুলি করে দিতে পারত। আর...' একটু থামল। 'এখানে তুমি ছাড়া আমাদের আর কে আছে, রিচ?'

দু'জনে দু'জনের দিকে তাকাল পূর্ণ দৃষ্টিতে। কেউ কিছু বলল না। কিশোরীদের মত মিলির হলুদ চুলের বেণী ঝুলছে স্লিকারের ওপর। কিন্তু প্রেইরির মত নীল দু'চোখে কিশোরীসুলভ চাঞ্চল্য দেখতে পেল না রিচ। ধীরে ধীরে ওর কাছে গেল রিচ।

ওর ঠাণ্ডা হাত দুটো স্পর্শ করল দু'হাতে। 'ধন্যবাদ, মিলি।'

এগোতে থাকা কৃষকরা দাঁড়িয়ে পড়েছে। ইতস্তত করল ওরা, তারপর ওয়্যাগনের কাছে ফিরে গেল।

ওদের যাওয়া দেখতে দেখতে মৃদু হাসল মিলি। 'হার্পারের প্রাদুর্ভাবে ওদের ভোটাভুটিতে বিঘ্ন ঘটেছিল মনে হয়। ওরা ওদের কাজ শেষ করুক। আমরা ততক্ষণে তক্তাগুলো খুঁজে পাই কি না দেখি।'

'ভাল প্রস্তাব,' রিচও হাসল।

দুইশ' গজ দূরে প্রথম তক্তাটা পেল ওরা। আস্ত তক্তাটাকে বন্যার পানি তীরে নিয়ে ফেলেছে। আটকে আছে ওটা ওখানে। পরবর্তী এক মাইলের মধ্যে ডজনখানেক তক্তা পেয়ে গেল ওরা। প্রত্যেকটি তক্তাই ভাল। উত্তেজনা বোধ করছে রিচ। এমন জোর বরাত আশা করেনি।

'কটা তক্তা লাগবে আমাদের?' জিজ্ঞেস করল মিলি।

'যা লাগবে, তার চেয়ে বেশি পেয়ে গেছে মনে হচ্ছে। এবার বরং এগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোক নিয়ে আসি।'

স্যাডল ব্যাগ থেকে ল্যাসো বের করল রিচ। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে একটা তক্তা বাঁধল। মিলি বলল, 'আমার সাথে রশি নেই।'

'অসুবিধে নেই।' মাথা নাড়ল রিচ। 'একটা তো নিয়ে যাই।'

ওয়্যাগনগুলোর দিকে চলল ওরা। রশিতে বাঁধা তক্তাটা যাচ্ছে পেছনে কাদায় মসৃণ ছাপ রাখতে রাখতে। ডানে-বাঁয়ে তাকাল মিলি। মৃদু স্বরে বলল, 'এ-দেশটাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি, রিচ।'

ওর দিকে চাইল রিচ। মুখ দেখে ওর মনে হলো, কথাগুলো মিলি অন্তর থেকে বলেছে। একটু পর জানতে চাইল, 'তুমি কোত্থেকে এসেছ, ম্যাম?'

'ওহাইওর ক্লিভল্যাণ্ড থেকে। ওখানে আমি একটা ব্যাংকে কাজ করতাম। আমার ভাই বিলের লাংসে সমস্যা দেখা দিল হঠাৎ করে। ডাক্তাররা বলল পশ্চিমে আসতে। এখানে উঁচুভূমিতে শুষ্ক আবহাওয়ায় ওর উপকার হতে পারে।'

'তোমার বাবা-মা?'

'নেই।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলল, 'তোমার কাছে সত্যি কথাই বলব, রিচ। বাবা ছিল একজন মুচি। মদ তার বারোটা বাজিয়েছিল। বছর পাঁচেক আগে লিভার পচে মারা যায়। মার শরীর কখনও ভাল ছিল না। আমাদের একটা কঠিন সময় পেরিয়ে আসতে হয়েছে, রিচ। বছরখানেক আগে মাও মারা গেছে।'

চুপচাপ শুনে গেল রিচ।

'বিল এখানে আস্তে আস্তে সেরে উঠবে। আমার স্থির বিশ্বাস। ওহাইওতে উইকএণ্ডগুলোতে আমি ছোটদের স্কুলে ব্যাকরণ পড়াতাম। আমি আর বিল হাই স্কুলে পড়েছি।'

'তা হলে তোমরা হয়তো এখানেও বাচ্চাদের পড়ানোর দায়িত্ব নিতে পারবে।'

'বাচ্চাদের আমি পছন্দ করি। ওদের সাথে সময় কাটাতে আর ওদের জন্যে কাজ করতে ভাল লাগে। আমি নিজেই একপাল বাচ্চাকাচ্চার মা হতে চাই।' হাসল মিলি, আড়চোখে রিচকে দেখল। 'তুমি তো টেক্সাস থেকে এসেছ, না?'

নিজের সম্পর্কে বলল রিচ। লক্ষ করল, মেয়েটা শ্রোতা

হিসেবে মনেযোগী–আর তার মধ্যে রয়েছে প্রচুর রসবোধ। এ-জিনিসটা মার্থার মধ্যে পায়নি রিচ। সেজব্রুশে আসার সময় স্টেজে তাদের প্রথম দেখার কথা ভাবল। উঁহুঁ, সারা পথ গোমড়া মুখে ছিল মেয়েটা। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কথা বলতে পারেনি। মাঝে মধ্যে দু'একবার হাস্য-পরিহাসেরও চেষ্টা করেছে রিচ, কিন্তু পাত্তা দেয়নি মার্থা। কাজের কথা ছাড়া কোনও কথাই বলেনি পুরো পথ।

মার্থার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে মাত্র দিন দুয়েক আগে। অথচ রিচের মনে হচ্ছে, সময়টা কয়েক বছর হয়ে গেছে।

ব্রীজের কাছে চলে এল ওরা। রেভারেণ্ড জেফরি এগিয়ে এল। তক্তা দেখে জানতে চাইল, ওটা দিয়ে কী করা হবে? জবাবে পরিকল্পনাটা জানাল রিচ। শুনতে শুনতে খোঁচা খোঁচা দাড়িঅলা চোয়াল ঘষতে লাগল জেফরি।

'কাজটা খুব বিপজ্জনক, রিচ। তবে আমার বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত ভালয় ভালয় পেরে যাব।'

'তক্তা বিছিয়ে আমরা প্রথমে নারী ও শিশুদের ওপাড়ে নিয়ে যাব। এরপর ওয়্যাগনগুলো পার করব। ঈশ্বর না করুন, ওয়্যাগন পার করার সময় যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, তা হলে কারও প্রাণহানি হবে না।'

'আমি তা হলে বাকি তক্তাগুলো আনার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি।'

ঘোড়া থেকে নামল রিচ আর মিলি। 'তোমাদের ভোটাভুটির ফল কী হলো?' জিজ্ঞেস করল রিচ।

এক গাল হাসল রেভারেণ্ড। 'থাকিয়েদের দল জিতে গেছে এক ভোটে।'

মনের ভেতর আবার কী এক অজানা আশঙ্কা বোধ করল রিচ। সে পারবে তো?

দশ

কিচেন টেবিলের সামনে চুপচাপ বসে আছে মেনি ফিদার্স। মার্থা ভেতরে ঢুকে ওকে সম্ভাষণ জানাল। বোঝা যায় কি যায় না, এভাবে মাথা দোলাল মেনি সম্ভাষণের জবাবে।

দুটো ডিম সেদ্ধ করল মার্থা, টোস্ট বানাল। তারপর ছোটখাট শরীরের কমনীয় চেহারার ইণ্ডিয়ান মেয়েটার সামনে বসল চেয়ার টেনে।

কিছুক্ষণ পর মেনি বলল, 'আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই, মার্থা। আমি এখানে থেকে ওকে খুন হতে কিংবা জেলে যেতে দেখতে পারব না।'

'কোথায় যেতে চাও?'

'রিজার্ভেশনে আমার লোকদের কাছে।'

'ওখানে গিয়ে কী করবে?'

চোখের পানি মুছল মেনি। 'ওর কথা ভেবে ভেবে অস্থির থাকব।... আমার ভেতরে কী হচ্ছে, তোমাকে বলতে চাই। কিন্তু তোমার ভাষাটা আমার এত ভাল রপ্ত নেই যে, সব কিছু গুছিয়ে

বলব। তুমিও যদি আমার ভাষাটা জানতে!'

'তোমার *আসিনিবয়েন* ভাষাটা এক সময় অল্পস্বল্প বলতে পারতাম। কিন্তু না-বলতে বলতে তাও ভুলে গেছি। আমার যখন নয় বছর বয়স, তখন শীতকালে স্কুল থেকে বাইরে বেরোতাম আমরা। তখন শিখেছিলাম। মর্ট এখন কোথায়?'

'গতরাতে র‍্যাঞ্চে আসেনি। হতে পারে প্রেইরিতে মরে পড়ে আছে, অথবা সারাটা রাত শহরে কাটিয়েছে। ওর ব্যাপারে এখন এক হাজারটা ঘটনা কল্পনা করা যেতে পারে। কোনওটাই অসম্ভব নয়।'

এঁটো বাসনকোসন ধোয়ার জন্যে উঠল মার্থা। একটা কথা ভাবছে। মেনি ফিদার্স বলছে, সে তার নিজের গোত্রে ফিরে যাবে। কিন্তু ওর শাইয়ান গোত্রের মানুষেরা ওকে আর নিজেদের মধ্যে স্বাগত জানাবে বলে মনে হয় না। কারণ নিজের সমাজ ও গোত্রকে উপেক্ষা করে একজন সাদা মানুষের সঙ্গে চলে এসেছে সে।

'নিজের সমস্যা থেকে কেউই পালিয়ে পার পায় না, মেনি,' উদাস গলায় মন্তব্য করল ও।

থালাবাসন ধুয়ে মুছে কাবার্ডে রাখল মার্থা। তারপর মেনির কাছে গিয়ে বোনের মমতায় একটা হাত রাখল ওর কাঁধে। মৃদু চাপ দিল সান্ত্বনার ভঙ্গিতে। এরপর বড় লিভিং রুমটায় ঢুকল। জানালার সামনে গিয়ে বাইরে বৃষ্টি পড়া দেখতে লাগল। নেস্টরদের কথা ভাবছে ও। ওরা কি পারবে এ-অবস্থায় রোরিং ক্রীক পার হতে?

আচমকা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল ও। ভরাট বুক ওঠানামা করল। গত রাতে খুব সামান্যই ঘুমোতে পেরেছে সে। সারারাত

বীভৎস সব স্বপ্ন দেখে বারবার ঘুম ভেঙে গেছে। নিজের স্বভাব অনুযায়ী সমস্যার মুখোমুখি হলো সে। ও কি রিচ জনসনের প্রেমে পড়েছে? যদি তা-ই হয়, তা হলে কেন? সে সবেমাত্র ইউনিভার্সিটি অভ ক্যালিফোর্নিয়ায় লেখাপড়া শেষ করে এসেছে। ওখানে অনেক সুদর্শন আর প্রগতিশীল তরুণ বন্ধু রয়েছে ওর। সে র‍্যাঞ্চে মাত্র এক সপ্তাহ থাকার প্ল্যান করে এসেছে। এরপর ওর সাথে দেখা হলো রিচের। ওর মধ্যে এমন কী দেখেছে, যা ওকে আকর্ষণ করেছে? জবাবটা তখনই খুঁজে পেল মার্থা। রিচ সুদর্শন, কৌতুকপ্রবণ–সহজে হাসতে পারে, হাসাতেও পারে। ও বুদ্ধিমান। আর প্রেম হলো এমন এক অনুভূতি, যা একটা মানুষকে মুহূর্তে আরেকজনের কাছে নিয়ে যেতে পারে।

মেনি ফিদার্স ঠিকই বলেছে। এখনই ওর চলে যাবার সময় এখান থেকে। ওর নিজেরও। তা হলে এ-অস্বস্তিকর অনুভূতি থেকে মুক্ত হতে পারবে। যত যা-ই হোক, মর্ট ওর আপন ভাই। ও কি মর্টকে খুন হতে কিংবা জেলে যেতে দেখতে পারবে?

মর্টের বয়স এখনও তিরিশের নীচে। এ-পর্যন্ত জীবনটা কাটিয়ে এসেছে অহঙ্কার আর গোঁয়ার্তুমির মধ্য দিয়ে। মন্টানার বিশাল ও শক্তিশালী র‍্যাঞ্চগুলোর একটা সার্কেল ওয়াই। সার্কেল ওয়াইয়ের বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে বলতে গেলে মর্টের কোনও ধারণাই নেই। কিন্তু মার্থার তা আছে। পড়াশোনার জন্যে তাকে র‍্যাঞ্চের বাইরে সময় কাটাতে হয়েছে। তাতে বুঝেছে, সার্কেল ওয়াইয়ের দম্ভ কিংবা অহঙ্কার নিয়ে বাইরে পাত্তা পাওয়া যাবে না। সেখানে আর পাঁচজনের মতামত সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে।

কিন্তু সার্কেল ওয়াইয়ের বাইরে যাওয়া হয়নি বলে এর দম্ভ ও

অহঙ্কার মর্টের রক্তের সাথে মিশে আছে। অহমিকার ঠুলি তার চোখে, তাই দেয়ালের লেখা পড়তে পারছে না। মার্থা ওর সঙ্গে কথা বলেছে এ নিয়ে, ওকে বোঝাতে চেয়েছে বাস্তব অবস্থা–কিন্তু মর্ট তাতে কান দেয়নি। তবু, মর্টকে ছেড়ে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু যে-ভয়াবহ দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে, সেটা রোধ করার জন্যে কী করতে পারবে সে? এ রণহুঙ্কার আর অস্ত্রের ঝনঝনানি সেজব্রুশের জীবনযাত্রা অতিষ্ঠ করে তুলবে। কী করতে পারবে মার্থা তা থামানোর ব্যাপারে? ওর মাথায় ডজনখানেক চিন্তা কিলবিল করছে, কিন্তু একমাত্র টেরিটরিয়াল সেনাদল নিয়ে আসার চিন্তা ছাড়া আর কোনওটাই কার্যকর মনে হচ্ছে না।

কিন্তু টেরিটরিয়াল সেনাদলের অবস্থান এখান থেকে প্রায় একশ' মাইল দূরে। ওটা যদি আরও কাছে হতো–তা হলে এ-দণ্ডে চলে যেত সে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। মর্টও সেটা জানতে পেত না। গভর্নরকে চেনে মার্থা বাবার দীর্ঘদিনের বন্ধু হিসেবে। সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চে তার বহুবার পদার্পণ ঘটেছে শিকার কিংবা মাছ ধরা উপলক্ষে।

সে অবশ্য সান প্রেইরি যেতে পারে। সেখান থেকে সব কিছু জানিয়ে গভর্নরকে টেলিগ্রাম করা যায়। সান প্রেইরির ডিপো অপারেটর অবশ্য মর্টের কেনা–তবে মার্থা বিকল্প ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবে।

বিশাল বাকস্কিনের পিঠে স্যাডল চাপাল মার্থা। বৃষ্টির বিরাম নেই। বেশিরভাগ সময় ধীর লয়ে, গুঁড়ি গুঁড়ি। মাঝে মধ্যে বজ্র আর বাতাস মিলে মুষলধারে। গ্রীষ্মকালের এ-বৃষ্টি কখনও কখনও হপ্তাকয়েক ধরে চলে। মন্টানার এ-অঞ্চল কোনও কোনও

সময় খরাপীড়িত, কখনও বন্যাপ্লাবিত। প্রখর রোদে ঝলসে যায় বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আবার শূন্য ডিগ্রীর নীচের তাপমাত্রায় ঠাণ্ডায় জমে যায় প্রকৃতি।

সান প্রেইরি যেতে র‍্যাঞ্চ থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে পথ অনেকটা কম। এ-পথে রোরিং ফর্ক ক্রীক পেরোতেও তেমন ঝক্কি নেই। ক্রীক এখানে অগভীর, ভরা পানিতেও ঘোড়া নামিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু ওই পথে গেল না মার্থা। ক্রীকের যে-অংশে ব্রীজ, সেদিকে ঘোড়া ছোটাল।

ওর আসলে এখন রিচকে দেখতে ইচ্ছে করছে। তবে সে সাথে মনকে বোঝাচ্ছে যে, দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে মানে এই নয় যে, সে ওর প্রেমে পড়েছে। ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে বিড় বিড় করল, 'লোকটাকে এমনিতে দেখতে ভাল লাগে। এ ছাড়া আর কিছু নয়...ধ্যাৎ!'

কিন্তু সত্যিই কি তা-ই? ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে চাইল সে। তবে সঠিক কোনও জবাব খুঁজে পাবার আগে ব্রীজের কাছে পৌঁছে গেল ওর বাকস্কিন।

ক্রীকের এ-পাড়ে চলে এসেছে ওয়্যাগনগুলো। অবাক হয়ে গেল মার্থা। পানির ওপর জেগে থাকা খুঁটিগুলোর ওপর তক্তা বিছানো। মর্টের ফন্দি তা হলে কাজে আসেনি! ডিনামাইটে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ব্রীজের তক্তাগুলো খুঁজে এনে অসাধ্য সাধন করে ফেলেছে রিচ ও তার কৃষকরা!

রিচ ব্যস্ত তদারকির কাজে। ওর পাশে মিলিকেও দেখল মার্থা, ব্যস্ত সেও।

মিলি কারসন মেয়েটা সত্যি সুন্দরী–দ্বিতীয়বার কথাটা ভাবল সে। ভুরু কুঁচকাল। রিচ আর মিলি যেন সব সময় একটু বেশি

কাছাকাছি থাকছে? হঠাৎ একটা তেতো স্বাদ অনুভব করল যেন ও মনের ভেতর। কেন সেটাও বুঝতে পারছে। কিন্তু জোর করে ঠেলে দিল সে অনুভূতিটাকে। হাসল। 'হ্যালো মিজ কারসন! হ্যালো রিচ!'

মিলি প্রত্যুত্তর দিল, 'হ্যালো মিজ হ্যামণ্ড।'

ওর গলাটা কি একটু শীতল শোনাল? মার্থা ওকে *মিজ* আর রিচকে তার ডাক নামে ডেকেছে, এ জন্যেই কি?

'হ্যালো মার্থা!' রিচ ডাকল ওকে।

মিলির ভুরু কি একটু কুঁচকাল। ওর প্রতি রিচের সম্বোধন কি মেয়েটির পছন্দ হয়নি? ব্যাপারটা কল্পনা করে খুশি হলো মার্থা।

'আরে! তোমরা দেখছি সবগুলো এ-পাড়ে এনে ফেলেছ!'

বালকের মত উচ্ছল হাসিতে ভরে উঠল রিচের মুখ। 'জান বেরিয়ে গেছে, বুঝেছ? একটা ওয়্যাগন পানিতে পড়ে গেছে।'

'আহত হয়েছে কেউ?' উদ্বেগ মার্থার গলায়।

'নাহ্! আগে মহিলা ও শিশুদের তক্তার ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে এ-পাড়ে নিয়ে এসেছি। এরপর একজন ড্রাইভার আর একটা ওয়্যাগন।'

'এখান থেকে মাইল পাঁচেক সামনে পিকলি গালশ। ওটাও পানিতে ভরা থাকবে। আর ওটার তলায়ও বালু,' বলল মার্থা।

'আগে তো ওখানে গিয়ে পৌঁছাই,' হালকা গলায় বলল রিচ। বোঝা যাচ্ছে, রোরিং ফর্ক পেরোতে পেরে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে ওর।

'এবং সেজব্রুশ ক্রীকও পানিতে ভরা। ওটা রোরিং ফর্কের চেয়েও চওড়া,' মার্থা জানাল।

'সেজব্রুশে অনেক বড় বড় গাছ আছে,' নিরুদ্বেগ গলায়

বলল রিচ।

সেজব্রুশ ক্রীকে রোরিং ফর্ক ক্রীকের মত ব্রীজ নেই। এটার ঢাল অনেক চওড়া, তীর থেকে অনেক সময় নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেছে তলার দিকে। শুকনো অবস্থায় অনায়াসে গড়িয়ে পেরিয়ে যায় ওয়্যাগনগুলো। কিন্তু এ-মুহূর্তে চওড়া ঢাল পুরোটা পানির নীচে। রিচ তা জানে।

মাথা দোলাল মার্থা। রিচ কী বলতে চাচ্ছে, বুঝতে পারছে। সেজব্রুশের জঙ্গল থেকে বড় বড় গাছ কেটে এনে ভেলা বানানোর ইচ্ছে ওর। তারপর ভেলায় চড়িয়ে ওয়্যাগন পার করাবে।

বাচ্চা বয়সে একবার ভেলায় চড়ে পেরোনোর কথা মনে আছে ওর। ওর বাবা উত্তর থেকে লংহর্নের একটা বড় চালান এনেছিল। টেক্সাসের রেড রিভার পার করতে হয়েছিল ওগুলোকে ভেলায় চড়িয়ে।

অতিরিক্ত মালবোঝাই ওয়্যাগনগুলোর দিকে চাইল মার্থা। কোনও কোনও ওয়্যাগনের চাকার মাঝখান পর্যন্ত ডুবে গেছে কাদায়।

ওয়্যাগন সারি চলার জন্যে তৈরি হচ্ছে। শেষ মুহূর্তের কাজগুলো সেরে নিচ্ছে কৃষকরা। মিলি ছাড়া আর কোনও মহিলাকে দেখল না মার্থা কাছে পিঠে। বাচ্চাকাচ্চার ভিড়ও নেই।

'বাচ্চাকাচ্চাগুলোর কী অবস্থা?' জানতে চাইল মার্থা।

'কেউ কেউ ঠাণ্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আগামীকালের মধ্যে সুস্থ হয়ে না-উঠলে কাউকে পাঠাতে হবে সেজব্রুশ থেকে ডাক্তার স্মিথকে ডেকে আনার জন্যে। অবশ্য ও যদি আসে।'

'আসবে না কেন? ও ডাক্তার না?'

'সেজক্রুশ সার্কেল ওয়াইয়ের হুকুমে চলে কি না...'

'সেজক্রুশ ডাক্তার স্মিথকে চালাচ্ছে না। আমার বাবাও ডককে তার নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে চালাতে পারেনি।'

'আশা করছি,' আশ্বস্ত হতে চাইল রিচ। 'এখনও নিজের ইচ্ছেয় চলতে পারবে ডক।'

মিলি কথা বলল, 'এই বাচ্চাদের জন্যে আশ্রয় দরকার। দরকার মাথার ওপর ছাদ আর উষ্ণতা। সান প্রেইরিতে ওরা আমাদের চার্চ থেকে বের করে দিয়েছে। রিচ বলল, সেজক্রুশেও নাকি থাকার জায়গা পাব না আমরা...'

রিচ! আচমকা মেজাজ বিগড়ে গেল মার্থার। নিজেকে রিচের এতটা ঘনিষ্ঠ ভাবছে মেয়েটা! একেবারে ডাক নাম ধরে ডাকার মত!

'ওটা তোমাদের সমস্যা, মিজ কারসন,' রুক্ষস্বরে বলল। মনের ভাব লুকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে উঠছে। 'আমার না!'

'সে কী?' একটু হতোদ্যম দেখাল মিলিকে। 'তোমার খারাপ লাগবে না ওই বাচ্চাগুলোর জন্যে! তুমিও কি সার্কেল ওয়াই আর তোমার ভাই মর্টের মত হৃদয়হীন? রূঢ়?'

'তুমি অনর্থক বক বক করছ, মিজ।'

দুই মহিলার ঝগড়ায় বাগড়া দিচ্ছে না রিচ। এক ধরনের মজাই পাচ্ছে। রাগে রঙ হারিয়ে সাদা হয়ে গেছে মার্থার মুখ, আর মিলির মুখ কঠিন, চোখ সঙ্কুচিত। ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'আমার মনে হয়, সার্কেল ওয়াই অন্তত নারী ও শিশুদের থাকতে দিতে পারে। শুনেছি, র‍্যাঞ্চ হাউসটা অনেক বড়, প্রচুর কামরা...'

'তুমি ভুল শুনেছ, মিজ কারসন।'

ঝগড়াটা এর চেয়ে বেশি গড়াতে দেয়া সমীচীন মনে হলো না রিচের। 'থামো এবার,' নাক গলাল। 'দুজনেই বাড়াবাড়ি করছ তোমরা।'

'তোমার মিজ কারসনের জিভের ধার খুব বেশি, রিচ।'

'চমৎকার মন্তব্যের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ, ম্যাম!'

'চুপ করতে বললাম না, মিলি? ভুলে গেছ?' তিরস্কার করল রিচ।

'ভুলিনি।' কাঁধ ঝাঁকাল মিলি। 'আমি বরং ওয়্যাগনগুলোর কাছে যাচ্ছি।' ঘোড়া ঘুরিয়ে বেগে ছোটাল ওটাকে।

মার্থার দিকে তাকাল রিচ। সার্কেল ওয়াইয়ের অর্ধাংশের মালকিন তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নেস্টরদের মেয়েটির গমন পথে।

'দু'জন মহিলা একত্র হলেই ঝগড়াঝাঁটি,' মন্তব্য করল রিচ। 'কেন বুঝি না।'

'ঝগড়াটা ওই শুরু করেছে। কিন্তু এর শেষ দেখতে হবে আমাকে।'

সামনে ঝুঁকল রিচ। গম্ভীর সুরে বলল, 'মার্থা, এই কৃষকদের নিয়ে তুমি যেন তোমার ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পোড়ো না। নেস্টরদের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে তোমাদের ভাই বোনের সম্পর্ক নষ্ট হোক, আমি তা চাই না।'

'কার হয়ে তুমি কথা বলছ, রিচ? তোমার নাকি নেস্টরদের?'

'আমাদের দু'পক্ষেরই।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল মার্থা। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'আমাকে যেতে হবে, রিচ। আমি যাই।' ঘোড়ার পিঠে চাবুক আছড়াল।

আচমকা মারের জন্যে তৈরি ছিল না বাকস্কিন, মৃদুস্বরে চেঁচিয়ে উঠে আপত্তি জানাল। কিন্তু ফের সওয়ারীর তাড়া খেয়ে সামনে পা বাড়াল।

খরবেগে প্রবহমান ঝরনায় নামিয়ে দিল মার্থা ঘোড়াটাকে। সওয়ারী পিঠে সাঁতরাতে শুরু করল বাকস্কিন। পেছন থেকে অপলক চেয়ে রইল রিচ সওয়ারী ও তার বাহনের দিকে।

মার্থার প্রতি সমীহ বোধ করছে রিচ। হাজার হোক, ক্যাটলম্যানের মেয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চড়ে বড় হয়েছে। ঝানু ঘোড়সওয়ার। আর এখন সন্তরণশীল ঘোড়াটাকে দক্ষ হাতে সামলাতে সামলাতে খরস্রোতা ঝরনা পেরোচ্ছে।

স্টিরাপ থেকে বুটপরা পা দুটো তুলে নিয়েছে স্যাডল সীটে। শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করছে দু'হাতে স্যাডল ফর্ক আঁকড়ে ধরে। দক্ষ ও সাবলীল ভঙ্গিতে সাঁতরাচ্ছে বাকস্কিন। পানি থেকে পিঠ যথাসম্ভব আলগা রাখার চেষ্টা করছে। পানি কোনও ভাবেই পিঠে চাপানো স্যাডল ছাপিয়ে উঠতে পারছে না। ফলে শুকনো থেকে যাচ্ছে সওয়ারী।

ঝরনা পাড়ি দিয়ে কূলে উঠল বাকস্কিন। ঘোড়া থামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল মার্থা। হাত নাড়াল ওপাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা রিচের উদ্দেশে। তারপর সামনে এগোল। একটু পরে ঘোড়াসহ ওর অবয়ব আবছা হয়ে উঠল বৃষ্টিতে।

সান প্রেইরিতে পৌঁছে সোজা টেলিগ্রাফ অফিসে ঢুকল মার্থা। অপারেটরকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে চাই। সাথে এটাও চাই যে, টেলিগ্রামটার কথা যেন গোপন থাকে।'

'অবশ্যই, মিজ হ্যামণ্ড,' আপ্যায়নের হাসি হাসল অপারেটর।

'সবার টেলিগ্রামই ব্যক্তিগত। সবগুলো তাই গোপন রাখাই নিয়ম।'

'কিন্তু এ-অফিসে সে-নিয়মটা মানা হয় না,' ঠাণ্ডা সুরে বলল মার্থা। 'আমি শুনেছি, আমার ভাই মর্ট হ্যামণ্ড তোমাদের তিনজনকেই কিনে ফেলেছে। যাই হোক, আমার এই টেলিগ্রামের কথা যদি মর্টের কানে যায়, তা হলে ব্যাপারটা নিয়ে সরাসরি রেলওয়ের সাথে কথা বলব আমি।'

'না না, ম্যাম,' ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল অপারেটর। 'তোমার টেলিগ্রাম অবশ্যই গোপন থাকবে। কেউই জানতে পারবে না।'

প্যাড টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল মার্থা। প্রথমে সংক্ষেপে সেজক্রুশের বর্তমান অবস্থার কথা লিখল, তারপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে কিছু সৈন্য পাঠানোর প্রার্থনা করল গভর্নরের কাছে।

কাজ শেষ করে শেরিফ অফিসে ঢুকল। হার্পার অফিসে নেই। হার্পারের ডেপুটি হয়ে নিজের পুরানো চেয়ারটায় বসে আছে গসডেন। মার্থাকে দেখে লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। শুকনো হাসি হেসে বলল, 'বেড়ানোর জন্যে দিনটা মোটেই ভাল নয়, মিজ হ্যামণ্ড।'

'বসো তুমি, অ্যাস। হার্পার কোথায়?'

'জানি না। আমি এখন আর শেরিফ নই। ব্যাপারটা অবশ্য আমার জন্যে ভালই হয়েছে মনে হচ্ছে। বয়স যেন একশ' বছর কমে গেছে।'

'কেন? এমন মনে হওয়ার কারণ কী?'

'কোনও দায়িত্ববোধ নেই, টেনশন নেই... চোখ বুজে কেবল

হুকুম পালন...'

মার্থা হাসল। 'নিজে থেকে কখনও কোনও সিদ্ধান্ত তুমি নিতে পারনি, গসডেন। সব সময় সার্কেল ওয়াইয়ের নির্দেশমাফিক কাজ করেছ। মর্ট দায়িত্ব নেয়ার আগে আমার বাবার কথামত চলতে তুমি।'

ধপ করে নিজের আসনে বসে পড়ল গসডেন। 'মিজ হ্যামণ্ড, এখানে ঠিক কী ঘটতে চলেছে, বলো তো!'

'এখানে সবচে' বড় ঘটনা হলো সার্কেল ওয়াই ভুল করছে। যে-জমির জন্যে সার্কেল ওয়াই রক্তপাতে নেমেছে, সে-জমির মালিক আদপেই তারা নয়। মানুষের পশ্চিমে আসা কোনও ভাবেই ঠেকাতে পারবে না তারা।'

মাথা দোলাল গসডেন সমর্থনের ভঙ্গিতে। 'এই যে উকিল, ওই রিচ জনসনের কথা বলছি। লোকটা সত্যিই খারাপ লোক। ওর মত শক্ত ধাতের লোক এ-পর্যন্ত দেখিনি আমি।'

'না, তুমি দেখেছ, গসডেন।'

'কে?'

'আমার বাবা। আমার ভাই।'

বেরিয়ে এল মার্থা। রাতটা সান প্রেইরিতে বন্ধুদের সঙ্গে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। র‍্যাঞ্চ হাউসের চেয়ে ভাল মনে হয় এখানকার পরিবেশ। র‍্যাঞ্চ হাউসে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

গভর্নরের কাছে পাঠানো টেলিগ্রামের জবাব আশা করছে ও। আশা করছে জবাবটা দ্রুত আসবে। রাত এগারোটায় ঘুমোতে যাওয়ার আগে একবার চেক করল। কোনও খবর আসেনি।

পরদিন দুপুর নাগাদ অপেক্ষা করেও জবাব পাওয়া গেল না গভর্নরের তরফ থেকে। বোঝা যাচ্ছে, বুড়ো হ্যামণ্ড মারা যাবার

পর থেকে সার্কেল ওয়াইয়ের ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে না আর। অথবা সেটলারদের আগমন এবং আগ্রাসন থেকে নিজের র‍্যাঞ্চ বাঁচানোর কাজে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। সুতরাং ওর কাছ থেকে কোনও সাড়া-শব্দ না পেয়ে অবাক হচ্ছে না মার্থা।

আরও কিছুক্ষণ পরে র‍্যাঞ্চের পথ ধরল ওর বাকস্কিন।

এগারো

সুলিভানের সেলুনে রাত কাটিয়েছে মর্ট হ্যামণ্ড। বুঝতে পারছে, ঘটনা দ্রুত ঘটতে শুরু করেছে। শহরের লোকদের মর্জি বোঝার চেষ্টা করছে সে। সেজব্রুশে প্রত্যেকটি বাড়ির মালিক সার্কেল ওয়াই। সার্কেল ওয়াইকে সমর্থন না-করলে সমস্যার অন্ত থাকবে না তাদের। গোঁয়ার গোবিন্দ দোকানদাররা দেখবে তাদের দোকান আর নেই, মালপত্র সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রাস্তায়–আর গেরস্তরা মাথার ওপর ছাদ খুঁজে পাবে না।

রাউণ্ডআপের সময় শ'খানেক লোক ভাড়া করে সার্কেল ওয়াই। রাউণ্ডআপ শেষ হলে সংখ্যাটা চল্লিশে নেমে আসে। সাময়িক বেকার লোকগুলো সেজব্রুশেই থেকে যায়। অনেকের সঙ্গে তাদের বউ-ছেলেমেয়েও।

মোষ শিকারের দিন আর নেই। তবে প্রচুর অ্যান্টিলোপ,

হরিণ আর এলক রয়েছে। আছে লিগনাইট কয়লার খনি। বেকারত্বের দিনগুলোতে তাই কাজের অভাব থাকে না। শিকার আর কয়লা খনিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ হয়ে যায় তাদের। শীতের খাবার আর রসদ জোগাড় করতে কোনও অসুবিধে হয় না।

আছে লম্বা, সরল পাইন গাছের জঙ্গল। শহরের ঘর বাড়ি পাইনের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। শহরটা বাইরের দুনিয়ার ওপর কোনওভাবে নির্ভরশীল নয়। বাইরের দুনিয়ার সাথে সংশ্রব স্টেজকোচের মাধ্যমে। শহরটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায়। আর বিশাল সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চের যে বস, পুরো সেজব্রুশ শহরও তার হুকুমেই চলে।

মাঝে মধ্যে সেজব্রুশে নোংরা ভবঘুরে টাইপের কাউবয়েরও আগমন ঘটে। চাকরি বাকরির খোঁজ করে তারা। সার্কেল ওয়াই রাউণ্ডআপের সময় তাদের কাউকে কাউকে চাকরিতে বহালও করে। কাজ শেষ হলে বিদেয় করে দেয়। এরপর চলে যেতে হয় তাদের। টাকা-পয়সা নেই, এমন কারও কোনও খাতির নেই সেজব্রুশে।

সুলিভান, ডাক্তার স্মিথ আর শহরের নাপিতের সাথে পোকার খেলছিল মর্ট হ্যামণ্ড। এক সময় ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল, 'নেস্টররা তোমাকে এখনও ডাকেনি, ডক?'

'এখনও ডাকেনি,' জবাব দিল ডাক্তার। 'তবে আজ হোক আর কাল হোক, ডাক পড়বে। ওদের সাথে ওয়্যাগন ট্রেনে বাচ্চাকাচ্চা রয়েছে। এ রকমের আবহাওয়ায় ওদের অসুখ বিসুখ হবেই।'

নিজের হাতের কার্ডগুলোর ওপর তীক্ষ্ণ নজর বুলাচ্ছে মর্ট।

নেস্টরদের বাচ্চাদের চিকিৎসার জন্যে ডাক পড়লে ডাক্তার যেন না-যায়, এমন একটা আদেশ মুখ থেকে বেরিয়ে আসার আগ মুহূর্তে গিলে ফেলল ফের। লাভ নেই। মানবে না ডাক্তার।

ডাক্তার লোকটা ভীষণ ঘাড়ত্যাড়া। সার্কেল ওয়াই কখনও তাকে নিজের মর্জিমত চালাতে পারেনি। বুড়ো লং হ্যামণ্ড চেষ্টা করেছিল বারকয়েক, একবারও সফল হয়নি।

বছর কয়েক আগে স্টেজে চড়ে সেজব্রুশে এসেছিল ডাক্তার। নোংরা, অপরিচ্ছন্ন কাপড়চোপড় পরনে, প্রায় মাতাল অবস্থায়। হাতে ছেঁড়াখোঁড়া একটা ব্যাগ আর পকেটে পুবের কোন এক ইউনিভার্সিটি থেকে পাওয়া মেডিক্যাল ডিপ্লোমা পড়ার সনদপত্রটা।

লোকটা কোত্থেকে এসেছে জানার আগ্রহ ছিল অনেকের। তবে তাদের নিরাশ হতে হয়। কারণ নিজের ব্যাপারে একটিবারের জন্যেও মুখ খোলেনি সে। তবে অধিবাসীরা শীঘ্রই দেখতে পেল, চেহারা সুরতে ঢিলেঢালা হলে কী হবে, ডাক্তার হিসেবে লোকটা অসাধারণ।

তারপরও অবশ্য মানুষের জল্পনা কল্পনা থেমে থাকেনি। ডাক্তারকে নিয়ে নানারকম গবেষণা হয়। কারও কারও ধারণা, পুবে বেআইনিভাবে প্র্যাকটিস করতে গিয়ে দাবড়ানি খেয়ে পশ্চিমে পাড়ি জমিয়েছে ডাক্তার। কারও ধারণা, লোকটা একজন ব্যর্থ প্রেমিক। ভালবাসার মেয়েকে না-পেয়ে মনের দুঃখে দেশান্তরী হয়ে সেজব্রুশে এসে জুটেছে।

কৃষকদের নিয়ে টেনশনের শেষ নেই মর্ট হ্যামণ্ডের। ওদের কাছে কী পরিমাণ টাকা-পয়সা থাকে কে জানে! যদি পরিবারগুলো টাকা-পয়সার দিক থেকে সচ্ছল হয়, তা হলে

সেজক্রুশে প্রচুর ব্যবসা হবে। দোকানদাররা লাভের মুখ দেখবে, দু'হাতে পয়সা কামাবে। এই ব্যাপারটা ভাল লাগছে না মর্টের। এটা সার্কেল ওয়াইয়ের জন্যে ক্ষতিকর হবে। লোকের হাতে বেশি টাকা গেলে ওরা উচ্ছন্নে যাবে। সার্কেল ওয়াইয়ের প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধাবোধ লোপ পেয়ে যাবে আস্তে আস্তে।

তো এখন কী করা উচিত? তাস দেখতে দেখতে ভাবছে মর্ট। সার্কেল ওয়াই কি কৃষকদের ওপর চড়াও হবে? খুন করবে তাদের? ধুলোয় মিশিয়ে দেবে তাদের ওয়্যাগন, মালপত্র, রসদ–সব কিছু?

বছর তিনেক আগে কলোরাডোর একটি আউটফিট ঠিক তা-ই করেছিল। নেস্টরদের ওয়্যাগনগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিল, খুন করেছিল প্রত্যেককে। তবে ক্যানিয়ন সিটি আদালত ওই কাউম্যান আর তার পাঞ্চারদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে।

কথা বলে উঠল ডাক্তার স্মিথ, 'পাঁচ বাড়ালাম।'

'আমিও,' বলল সুলিভান।

হাতের তাসগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল মর্ট। ভাল হাত পড়েনি। হতাশাসূচক খিস্তি আউড়ে হেলান দিয়ে বসল। 'শালার ভাগ্য যেন সেজক্রুশের কাদার চেয়েও খারাপ!' সিগারেট বের করে ম্যাচ জ্বালাল। বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে আছে।

বারের কাছ থেকে সরে এল রোজি। কাছে এসে নরম হাতে মর্টের গলা বেড়িয়ে ধরল। 'কী হয়েছে, ডার্লিং?'

ঝাপ্টা মেরে রূঢ় ভঙ্গিতে ওর হাতটা সরিয়ে দিল মর্ট। নরম লাল ঠোঁটদুটো পরস্পরের ওপর সেঁটে বসল মেয়েটির। মৃদু স্বরে বলল, 'সার্কেল ওয়াইয়ের দিনকাল সম্ভবত খুব খারাপ যাচ্ছে।' কোমরে ঢেউ তুলে বারের কাছে ফিরে গেল ও। মর্ট

তাকালও না সেদিকে।

এক প্রস্থ ড্রিঙ্ক এল এরপর। নিজের গ্লাসটি হাতে নিয়ে বসে আছে মর্ট হ্যামণ্ড, খুব কমই চুমুক দিচ্ছে। বাইরে বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ, এক মুহূর্তের জন্যেও বিরাম নেই।

ভোর চারটার দিকে কিথ হার্পার এল। একটা চেয়ার টেনে বসে খেলা দেখতে লাগল। স্লিকারটা খুলে ঝুলিয়ে রেখেছে ও। ওর বুকে ধূসর রঙের ভেস্টের সাথে আটকানো ব্যাজটা সবার চোখে পড়ছে।

তারাটির দিকে এক পলক তাকাল সুলিভান। কোনও মন্তব্য করল না। নিঃশব্দে মুচকি হাসল মর্ট, হার্পারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার ওই হলেও-হতে পারে-কৃষকরা কোথায়, কিথ?'

'রোরিং ক্রীকের কাছে। ব্রীজটা বন্যায় ভেসে গেছে, কেবল খুঁটিগুলো রয়ে গেছে।'

'খুব খারাপ।' মাথা দোলাল মর্ট আফসোসের ভঙ্গিতে। 'খুব।'

'কিন্তু তার চেয়ে খারাপ হলো, চাষারা বসে নেই। ভেসে যাওয়া কিছু তক্তা পেয়েছে তারা। ওগুলো কুড়িয়ে এনে খুঁটির ওপর বসিয়ে ওয়্যাগনগুলোকে ঝরনা পার করানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।'

'চালাতে পারে,' মাথা দোলাল মর্ট। 'তবে কাজটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আর আমাদের জন্যেও খুবই খারাপ খবর।'

হার্পার কী বলল, বোঝা গেল না। ওর গলার আওয়াজ ছাপিয়ে বজ্রপাত হলো কোথাও, বিজলী ঝলসে উঠল। বাজপড়ার শব্দে কানে তালা ধরে গেল। বিদ্যুতের আলো এত পরিষ্কার দেখা গেল যে, বাতিগুলোকে ম্লান দেখাল মুহূর্তের

জন্যে।

ব্রীজ উড়িয়ে দেয়ার জন্যে যাদের পাঠানো হয়েছিল, তাদের উদ্দেশে খিস্তি ওগড়াল মর্ট। আরও শক্তিশালী ডিনামাইট ব্যবহার করা উচিত ছিল। খেলা বাদ দিয়ে বারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল মর্ট। হার্পার উঠে ওর পিছু পিছু গেল।

'কোথায় ছিলে তুমি, কিথ?'

'নেস্টরদের ওয়্যাগন ট্রেনগুলো স্কাউটিং করতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ওই উকিল ব্যাটার বুকে একটা গুলি ঢুকিয়ে দেব। কিন্তু সুযোগ পেলাম না একবারও।'

'মার্থা কোথায়?'

'জানি না। তোমার কি মনে হয় না ও নেস্টরদের পক্ষ নিতে পারে?'

'সে রকম কিছু করলে ওর পিঠের চামড়া তুলে ফেলব আমি!' গর্জে উঠল মর্ট।

হার্পার হাসল। 'সে-কাজটা মনে হয় একটু কঠিন হবে তোমার জন্যে। কারণ ও নিজেও একজন হ্যামণ্ড।'

'গসডেন কোথায়, কিথ?'

'সান প্রেইরিতে। ওকে নিয়ে চিন্তা না-করলেও চলবে। ও আর চোখ তুলে চাইবে না। এদিকে আমরা পুরো কাউন্টির ওপর চোখ রেখেছি। এখন হোমস্টীডারদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নাও।'

'ওরা ওদের পাওনা পেয়ে যাবে।...তুমি এরচে' বেশি কিছু আর জান না মনে হয়?'

'গভর্নমেন্ট সার্ভেয়ারদের কথা বলতে ভুলে গেছি।'

দু'ঠোঁট চেপে বসল মর্টের। 'বলে যাও।'

'লাট হিলে ওরা ট্রেনে উঠেছে। সান প্রেইরিতে আসছে।

তবে নিশ্চয় রেলরোডটা বন্যার পানিতে...'

'আমি জানি,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল মর্ট।

'গসডেন ওদের সাথে কথা বলেছে। ওরা এ-কাউন্টিতে জরিপ চালাতে চায়। গসডেনকে বলেছে, আজ সকালে ওরা বাগিতে করে সেজব্রুশে আসবে।'

'ওরা সেজব্রুশে আসতে পারবে না!' রুক্ষ স্বরে বলল মর্ট।

'কোনও ভয় নেই, মর্ট।' মৃদু হাসল কিথ। 'ওদের নিয়ে ভেবে মাথা গরম করার দরকার নেই। এরকম আবহাওয়ায় ওরা সার্ভে করবে না। তা ছাড়া সার্কেল ওয়াই কাউবয়রা ইতোমধ্যে পছন্দের জায়গাগুলো দখল করে ফেলেছে। জরিপকারীরা এসে বরং আমাদের লোকদের যে যেখানে আছে, তাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে যাবে। তবে সে-কাজটাও বৃষ্টি থামার আগে সম্ভব হবে না।'

'কিন্তু আমি চাই না, তারা সেজব্রুশে আসুক,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মর্ট।

'কেন?' অবাক হলো হার্পার।

'আমি ওদের দেখতে চাই না, তাই।'

আস্তে করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল হার্পার। জামার হাতায় মুখ মুছে বলল, 'ওরা সরকারী কাজে এসেছে। ওদের কিছু হলে সরকারী সৈন্যেরা কী হয়েছে, তা জানতে চাইবে। ব্যাপারটায় অনেক ঝুঁকি আছে, মর্ট।'

সরু চোখে বন্দুকবাজের দিকে তাকাল মর্ট। 'ওরা তো বাগিতে চড়ে আসবে, তাই না?'

'গসডেন তো তা-ই বলল। লাট হিল থেকে ঘোড়া আর বাগি ভাড়া করেছে ওরা।'

'অনেক কিছুই তো ঘটতে পারে। এই বাগিটা নিখোঁজ হয়ে যেতে পারে, দুর্ঘটনায় পড়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে...'

চুপচাপ তাকিয়ে রইল হার্পার।

'সানচেজ হুইল ক্রীকে, মার্টিন স্কুয়া বিউটে। তুমি চাইলে উইলো ক্রীক থেকে বার্ক্সকেও সঙ্গে নিতে পার।'

আস্তে করে মাথা দোলাল শেরিফ।

'স্লিকারের কলার তুলে দাও, ব্যানডানা দিয়ে মুখ ঢেকে নাও, ঘোড়ার ব্র্যাণ্ডের ওপর আলকাতরা লেপ্টে দাও। সার্কেল ওয়াই ব্র্যাণ্ডের ঘোড়া নেয়ার দরকার নেই।'

মৃদু হাসল হার্পার।

'হাসির কী হলো?' ধমকে উঠল মর্ট।

'হাসছি...না, মানে কাউন্টি শেরিফ মুখোশ পরে একটা বাগি নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্যে যাচ্ছে, এটা ভেবে।'

'হ্যাঁ। অবশ্যই কোনও সৎ শেরিফের কাজ নয় এটা,' স্বীকার করল মর্ট। 'তবে তাদের বেশির ভাগই মুখোশ ছাড়াই ভোটারদের হক কেড়ে নেয়। আসলে গসডেনের মত কাউন্টি রোডের জন্যে বরাদ্দকৃত টাকা মেরে খাওয়াকে আমি ঘৃণা করি।'

'অ্যাসলে বুঝি তা-ই করত?'

'তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা বলে ভাবছ?' ঘোঁৎ করে উঠল মর্ট। 'সে যাক, তুমি বলেছ, উকিল ব্যাটাকে শায়েস্তা করবে। সম্ভবত এখনও অ্যামবুশ করার সুযোগ খুঁজে পাওনি, না?'

ওর ঠাট্টা গায়ে মাখল না হার্পার। 'সত্যিই তাই, মর্ট। সারাক্ষণ ওর সাথে কেউ না কেউ থাকে। তবে ও সবসময় ওর ধূসর ঘোড়াটায় চড়ে। অন্ধকার রাতেও পরিষ্কার দেখা যায় ঘোড়াটাকে। এটা ভাল লক্ষণ।'

'শেষ করো ওকে!' রুক্ষস্বরে হুকুম দিল মর্ট। 'যত তাড়াতাড়ি পার।'

গ্লাস ভরে নিয়ে আস্তে করে চুমুক দিল কিথ। 'আমি যা বলেছি, তা করবই, মর্ট।' বারের ওপর গ্লাস দিয়ে অদৃশ্য বৃত্ত আঁকল। 'এবার ওই সার্ভেয়ারদের ব্যাপারে কী করব, বলো?'

'লাট হিল থেকে সেজব্রুশে আসতে হলে ওদের স্যাডল বিউট ক্যানিয়নের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। রাস্তাটা ভীষণ সরু, দু'ধারে উঁচু ক্লিফ।'

মাথা দোলাল হার্পার।

'ওদের একটা ব্যবস্থা করো, হার্পার। তারপর কাল সকালে আমার সাথে র‍্যাঞ্চে দেখা কোরো।'

'কাল সকালেই তুমি সব খবর পেয়ে যাবে। তুমি যে রকম চাও, সে রকমের খবর।' উঠে দাঁড়াল হার্পার। কোমরে ঝোলানো পিস্তলটা ছুঁয়ে দেখল একবার। তারপর আরেকটা বোতল হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বারে এখন একমাত্র খদ্দের মর্ট হ্যামণ্ড। পরিকল্পনাটা মনে মনে খতিয়ে দেখল সে। কোনও খুঁত দেখতে পেল না। হাসল মুচকি হাসি।

বারের পেছনে দাঁড়িয়ে ওকে হাসতে দেখল রোজি। সামনে এসে ওর দিকে হাঁটতে শুরু করল মেয়েটি। হাসছে সেও। হাঁটার তালে দুলছে মেয়েটার কোমর। কাছে এসে বলল, 'সব কিছু ঠিকঠাক মত চলছে, তাই না মর্ট?'

'একদম ঠিকঠাক।'

'চলো ভেতরে যাই,' আদুরে গলায় আমন্ত্রণ জানাল মেয়েটি।

'আমার মাথায় রাজ্যের ঝামেলা!' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল মর্ট। মুখ বাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেলুন থেকে। বোতলটি স্লিকারের পকেটে রাখল। তারপর ঘোড়ায় চড়ে এগোল নিজের র‍্যাঞ্চ অভিমুখে।

বারো

ওয়্যাগন ট্রেনের সামনে রিচ। স্কাউটিংয়ে বেরিয়েছে। এমন সময় মার্থাকে দেখল। সান প্রেইরির দিক থেকে আসছে মেয়েটা। সম্ভবত ওখানেই রাতটা কাটিয়েছে, ভাবল রিচ। তবে কোনও প্রশ্ন করল না। ওটা মার্থার নিজের ব্যাপার। ওর প্রশ্ন করার কোনও অধিকার নেই।

'আজও বোধ হয় বৃষ্টি থামবে না,' কাছে এসে বলল মার্থা।

আলগোছে মাথা দোলাল রিচ। একটা সন্দেহ দোলা দিচ্ছে ওর মনে। মার্থা কি ওদের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে? যা দেখছে, তা কি ভাইকে গিয়ে জানাবে? চিন্তাটা ভাল লাগছে না ওর।

'কেমন চলছে, রিচ?' জানতে চাইল মার্থা।

ওয়্যাগন ট্রেইল থেকে মাইলখানেক উত্তরে সেজ ঝোপে ছাওয়া একটা নিচু টিলার ঢালে ঘোড়া থামাল ওরা।

ওয়্যাগনগুলো দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছে। কাদা মাটিতে চাকা দেবে যাচ্ছে, টানতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াগুলোর।

'এই...যেমন দেখছ।'

'মিলিকে দেখছি না যে!' কৌতূহলী প্রশ্ন মার্থার।

চট করে ওর দিকে চাইল রিচ। সুন্দর লাগছে মার্থাকে। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে উড়ছে ওর সোনালি চুল, সজীব দেখাচ্ছে। একটু বিরক্ত হলো। 'মিলি তো সারাক্ষণ আমার সাথে থাকে না।'

'মেয়েটা কিন্তু সুন্দরী।'

'হ্যাঁ। তোমার মত,' স্বীকার করল রিচ।

এক ছোপ রঙ লাগল মার্থার গালে। 'ধন্যবাদ, মি. জনসন।' তারপর হালকা সুরে বলল, 'আগামী বছর থেকে সেজক্রুশের স্কুলে পড়ানোর একটা সুযোগ পাচ্ছি মনে হয়। এখনও অবশ্য ঠিক করিনি সুযোগটা নেব কি না।'

'কৃষকদের ছেলে মেয়েরা ভর্তি হলে তখন একজনের চেয়ে বেশি শিক্ষক লাগবে এখানে,' বলল রিচ। 'মিজ কারসন আমাকে বলেছে, ও নাকি পুবের স্কুলে পড়াত।'

'তার মানে আমরা দু'জনে একত্রে পড়াব? তা হলে নির্ঘাত মারামারি বেধে যাবে দু'জনের মধ্যে।'

রিচ হাসল, তাকাল ওর দিকে। তবে মার্থার চোখ দূরে। ওর দু'হাতের আঙুলগুলো খেলা করছে লাগামের রশি নিয়ে, একবার গিঁঠ দিচ্ছে, আবার খুলছে, ফের গিঁঠ দিচ্ছে। 'কাছে পিঠে,' রিচের দিকে চোখ ফেরাল। 'আমার ভাইকে দেখেছ?'

'না।'

'আমি এই মাত্র সান প্রেইরি থেকে আসছি। সারারাত ওখানে ছিলাম। ডিপোর লোকদের কাছে শুনলাম, তোমার সার্ভেয়ার লোকদুটো লাট হিল থেকে সেজব্রুশের উদ্দেশে রওনা হয়েছে গতকাল।'

রিচ আশা করল, সরকারী জরিপকারী দু'জন নিশ্চয় বৃষ্টি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। 'তুমি কি হোমস্টীড ফাইল করতে যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল মার্থাকে।

'হয়তো।' ঘাড় নাড়ল মার্থা। 'তবে সেটা সার্কেল ওয়াইকে সাহায্য করার জন্যে।'

'আমি শুনেছি, তোমার ভাই নাকি সেজব্রুশ ক্যানিয়নের শেষ প্রান্তে একজনকে বসিয়ে রেখেছে। ওখানে ক্লেইম ফাইল করবে লোকটা। তবে আমি বলছি, তোমার ভাই এসব করতে গিয়ে সময় ও টাকা দুটোই নষ্ট করছে।'

'তুমি কীভাবে জান?'

'হপ্তাখানেক আগে আমি নিজেই ওই এলাকায় ক্লেইম ফাইল করেছি। তোমার ভাই যখন সেজব্রুশে আমার অফিস তছনছ করছিল, তখন আমার ফাইল ওয়াশিংটনে। সব এলোমেলো করে আঁতিপাতি করে খুঁজেও ওটা পায়নি সে।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। তুমি এর আগে বলেছ, সার্ভে হওয়ার আগে এখানে ক্লেইম ফাইল করে লাভ নেই। আবার এখন বলছ, এক সপ্তাহ আগে তুমি নিজেই নিজের ক্লেইম করেছ। তুমি আসলে...'

'হ্যাঁ। আমি আসলে নিজেই সার্ভে করেছি ওটা। সেটা করার অধিকার ল্যাণ্ড কমিশনারদের আছে। বছর কয়েক আগে সরকারী জরিপকারীরা এ এলাকায় একটা প্রাথমিক জরিপ চালিয়েছিল।'

'ঠিক আছে। আমি মর্টকে বলব কথাটা।' উত্তর দিকে ওয়্যাগনগুলোর দিকে তাকাল মার্থা। 'একজন রাইডার আসছে এদিকে। গায়ে স্লিকার। দেখতে অনেকটা তোমার মত মনে হচ্ছে। ওর ঘোড়া চালানোর ভঙ্গিটাও তোমার মত, রিচ। একটা ধূসর রঙের ঘোড়ায় চেপেছে লোকটা।'

রিচও তাকাল। রেভারেণ্ড অ্যামোস জেফরি। ঠিকই খেয়াল করেছে মার্থা। রেভারেণ্ড লম্বায় রিচের সমান। ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গিটাও প্রায় তার মতই। স্টিরাপের ওপর প্রায় দাঁড়ানো অবস্থায় সামনের দিকে ঝুঁকে আছে অনেকটা।

'ওর নাম রেভারেণ্ড অ্যামোস জেফরি,' মার্থাকে বলল। 'ওহাইও থেকে পাঁচটা ধূসর স্যাডল হর্স নিয়ে এসেছে। ওখানে যাজকগিরির সাথে সাথে ছোটখাট একটা র‍্যাঞ্চও ছিল ওর। ধূসর রঙের ঘোড়ার প্রতি আলাদা একটা টান রয়েছে লোকটার।'

লাগামে টান দিল মার্থা। 'আমি বরং র‍্যাঞ্চে ফিরে যাচ্ছি, রিচ।'

ঘোড়া নিয়ে রেভারেণ্ড যে-দিক থেকে আসছে সে-দিকে এগোল রিচ। লক্ষ করল, ওয়্যাগনগুলো চলছে না এখন, দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়।

'সমস্যা হয়েছে,' কাছাকাছি হতে বলল রেভারেণ্ড। 'মায়ার্সের ওয়্যাগনের অ্যাক্সেল ভেঙে গেছে।'

হতাশা বোধ করল রিচ। সবগুলো ওয়্যাগনের মধ্যে মায়ার্সেরটাই সবচেয়ে নতুন এবং মজবুত। আশা করেছিল, আর কোনও অঘটন ছাড়াই সেঁজব্রুশে পৌঁছা যাবে। কিন্তু তা হলো না।

রেভারেণ্ডসহ ওয়্যাগনগুলোর কাছে গেল রিচ। যেতে যেতে

সরকারী জরিপকারীদের লাট হিলে পৌঁছার কথা জানাল ওকে।

'ওরা কীভাবে সেজব্রুশে আসবে?'

'নিশ্চয় লাট হিল থেকে স্যাডল হর্স ভাড়া করবে–কিংবা বাগি ভাড়া করবে। লাট হিল থেকে সেজব্রুশ পর্যন্ত ওয়্যাগন রোড আছে। দু'জন লোক নিয়ে হালকা একটা বাগি অনায়াসে আসতে পারবে ওই পথে।'

'ওরা সেজব্রুশে পৌঁছার আগে কেউ একজন গিয়ে ওদের সাথে দেখা করা উচিত। ওরা ওখানে গিয়ে সার্কেল ওয়াইয়ের খপ্পরে পড়তে পারে।'

সেজব্রুশে গোলমাল হতে পারে, সেটা রিচও যে ভাবছে না তা নয়। তবু বলল, 'ওরা সরকারী কর্মচারী, রেভারেণ্ড। সার্কেল ওয়াই নিশ্চয় সরকারের চেয়ে বড় নয়।'

'কী জানি? মর্ট হ্যামণ্ড হয়তো সে রকমই ভাবছে।'

'ওয়্যাগনগুলো ফের চালু করে দিয়ে আমি সেজব্রুশে যেতে পারি। কপাল ভাল হলে সন্ধের আগে পিকলি গালশে পৌঁছে যাবে ওগুলো।'

'গালশে! আমাদের কি তা হলে একটা গিরিখাতও পেরোতে হবে?'

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল রিচ। সার্কেল ওয়াই থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে একটা গিরিখাত রয়েছে আড়াআড়িভাবে। ওটাই পিকলি গালশ। ওটা না-পেরিয়ে সেজব্রুশে ঢোকা যাবে না।

'হাসকিনের বাচ্চাটার কফের জোর বেড়েছে,' প্রসঙ্গ পাল্টাল রেভারেণ্ড। 'আমার কাছে সামান্য ওষুধ ছিল। ওতে সারেনি। আরও দরকার।'

'তা হলে ডাক্তার স্মিথকে ডেকে আনার জন্যে কাউকে

পাঠাতে হবে।'

হাসকিনের ওয়্যাগনের কাছে যেতে শিশুর কান্নাকাটি শুনল ওরা। ওয়্যাগনে উঠল ওরা। অসুস্থ বাচ্চাটা কাশছে প্রচণ্ড বেগে।

ক্যানভাসের ঢাকনার নীচ থেকে মাথা বের করল মিলি কারসন। 'কেমন আছে বাচ্চাটা?' রিচ জানতে চাইল ওর কাছে।

'ওকে এক্ষুণি ডাক্তার দেখানো দরকার। অন্য বাচ্চাগুলোও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওদিকে মিসেস ওয়াটসনের বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে।'

কাছাকাছি ছিল মিলির ভাই বিল। বলল, 'আমরা বরং ডাক্তার ডেকে আনি।'

রিচ বলল, 'ডাক্তার ডাকতে গেলে সেজব্রুশে যেতে হবে। তুমি কি যাবে? এই ওয়্যাগন রোড ধরে সোজা দক্ষিণে সেজব্রুশ।'

'যদি না-আসে?'

'তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে, বিল।'

কৃষকরা মায়ার্সের ওয়্যাগনের কাছে ভিড় করেছে। ওখানে গেল ও আর রেভারেণ্ড জেফরি।

ওয়্যাগনটির সামনের ডান দিকের চাকা খুলে গেছে, কাত হয়ে গেছে ওটা। বক্সটা পড়ে গেছে কাদামাটিতে। আর অ্যাক্সেলটা একদম পুরোপুরিই গেছে।

আলেক্স হ্যানসন পুবে ওয়্যাগন তৈরির কাজ করত। 'একটা নতুন অ্যাক্সেল লাগবে আমাদের। কিন্তু কোনও ওয়্যাগনেই বাড়তি অ্যাক্সেল নেই,' বলল সে।

'তুমি পারবে না নতুন একটা তৈরি করে নিতে?'

'একটা কটন উড গাছ কেটে আনতে পারলে চেষ্টা করা যেত।'

'কিন্তু কটন উডের অ্যাক্সেল কি মজবুত হবে? তা ছাড়া তোমার কাছে কি দরকারী সব যন্ত্রপাতি আছে?'

'সব যন্ত্রপাতি আমার সাথে আছে,' ওকে আশ্বস্ত করল হ্যানসন। 'করাত, কুড়াল, বাইস, হাতুড়ি...সব।'

'বেশ। তা হলে আজকের মত আমরা এখানেই ক্যাম্প করব। সব ওয়্যাগন বন্ধ থাকবে। একাকী কোনওটা যাবে না। আমাদের অবশ্য কিছু সময় নষ্ট হবে এখানে। তবে খুব বেশি নয় আশা করি। আর...আলেক্স, তোমাকে ধন্যবাদ সব যন্ত্রপাতি সাথে নিয়ে এসেছ বলে।'

কাজ শুরু করে দিল আলেক্স, দ্রুত পায়ে নিজের ওয়্যাগনে গিয়ে ঢুকল। ওর সাথে গেল আরও দু'জন, সাহায্য করার জন্যে। একজন একটা স্ক্রু জ্যাক নিয়ে বেরিয়ে এল। আরেকজন নিয়ে এল একখণ্ড কাঠ। জ্যাকটা কাঠের ওপর রাখা যাবে। সবাই মিলে ভাঙা অ্যাক্সেলের নীচে স্থাপন করল জ্যাকটা। তারপর হাতল ঘুরিয়ে ওপরে তুলতে লাগল ওয়্যাগন।

ঘোড়ায় চড়ে রিচের কাছে এল বিল। 'আমি যাচ্ছি, রিচ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব ডাক্তার নিয়ে।'

'এক মিনিট, বিল।' ওকে থামাল রিচ। রেভারেণ্ডের দিকে চাইল। 'সেজব্রুশে বিলকে একা পাঠানো ঠিক হবে না। বলা যায় না, হয়তো বিপদও হতে পারে। আমি বরং ওর সাথেই যাই। তুমি এদিকে দেখো। আমি থাকলেও তেমন কোনও উপকার হবে বলে মনে হয় না তোমাদের।'

'ঠিক আছে,' মাথা দুলিয়ে সায় দিল রেভারেণ্ড। 'এদিকটা

আমি দেখব।'

নিজের ঘোড়ায় চড়ল রিচ। ঘোড়া ঘুরিয়ে ক্যারাভানের দিকে তাকাল। ওয়্যাগন মালিকরা সবাই নিজ নিজ ঘোড়ার কাঁধ থেকে হারনেস খুলে নিচ্ছে। আশেপাশের ঘেসো জায়গাগুলোতে ওগুলোকে একটু চরে নেয়ার সুযোগ দিতে চাচ্ছে।

বৃষ্টির বিরাম নেই। সব কিছু যেন ভাসিয়ে নিচ্ছে। ওয়্যাগনগুলোর ক্যানভাসের ছাদে অবিরাম টপ টপ শব্দ হচ্ছে, গড়িয়ে পড়ছে পানি। বৃষ্টি মাথায় করে সেজব্রুশের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল রিচ আর বিল কারসন।

কাদায় থক থক করছে সেজব্রুশের ছোট্ট প্রধান সড়ক। কোথাও কোনও বাচ্চাকাচ্চাকে খেলা করতে দেখা যাচ্ছে না। একটা নেড়ি কুত্তা পর্যন্ত নেই রাস্তায়, সবগুলো লুকিয়েছে নিরাপদ জায়গায়, বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে। শুকনো শরীরে আরামে শুয়ে ঝিমোনোর এমন সুযোগ কাজে লাগাতে ছাড়ছে না। হিচরেইলে কোনও ঘোড়া নেই, ফাঁকা পড়ে আছে। তবে হিচরেইলে ঘোড়া বাঁধা না-থাকার কারণ এই নয় যে, শহরে সার্কেল ওয়াইয়ের রাইডাররা কেউ নেই। নিশ্চয় ঘোড়াগুলো লিভারি বার্নে রেখে সেলুনে বসে গুলতানি মারছে।

ডা. স্মিথের অফিস কাম থাকার ঘর একটাই। দরজা বন্ধ। নক করে সাড়া না-পেয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মারল রিচ। বাঙ্কের দিকে তাকাল। বাঙ্ক খালি, শোয়ার জন্যে বিছানা করা হয়নি। স্টোভের কাছে পড়ে আছে এঁটো নোংরা বাসনকোসন আর হাঁড়ি পাতিল। বোঝা গেল, ঘরের মালিক ভেতরেও নেই। তারপরও বারদুয়েক ডাকাডাকি করে সাড়া না-পেয়ে মন্তব্য করল, 'সম্ভবত সুলিভানের সেলুনে আছে।'

সেলুনে ঢুকে দেখল ওরা ডাক্তারকে। মালিকের সাথে তাস খেলে একঘেয়ে সময় পার করছে। রোজি দাঁড়িয়ে আছে বারের কাছে। সেলুনে আর কেউ নেই এখন। ডাক্তারকে তাদের সাথে ওয়্যাগন ট্রেনে রোগী দেখতে যাওয়ার অনুরোধ জানাল রিচ।

ওর অনুরোধে সাড়া দিয়ে সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার। বলল, 'চলো। আমি আমার বাগি নিয়ে যেতে পারব।'

'হ্যামণ্ডের সাথে তোমার সমস্যা হোক, আমি চাই না, ডাক্তার। কিন্তু আসলে ওই বাচ্চাগুলোকে দেখার জন্যে একজন ডাক্তার দরকার। তাই...'

'ধ্যাৎ!' খেপে গেল ডাক্তার। 'অত নাটক কোরো না তো।' নিজের স্লিকারটি টেনে নিয়ে পরতে শুরু করল। 'রোগী দেখার বিষয়ে আমি হ্যামণ্ডদের পাত্তা দিই না। কী করতে পারবে ওরা আমাকে? মেরে ফেলার বেশি আর কী ক্ষতি করতে পারবে?'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। চলো এখন।'

'আর সে রকম কিছু করার চেষ্টা যদি করে থাকে, তা হলে তার জবাবও দিতে পারব আমি।' বৃষ্টিরোধক হেলমেটটি পরে নিয়ে রিচের দিকে চাইল। 'তোমরা দু'জন কি আমার সঙ্গে যাচ্ছ?'

মাথা নাড়ল রিচ। 'উঁহু। বীসন যদি বিক্রয় করে, তা হলে কিছু রসদপত্র কিনতে হবে আমাদের। টেলিগ্রাম এসেছে কিনা চেক করার দরকারও ছিল। কিন্তু ওরা বলল, এমন ঝড়বৃষ্টিতে কোনও স্টেজ আসা-যাওয়া করেনি।'

সুলিভানের দিকে পলক তুলল ডাক্তার। তারপর রিচকে বলল, 'তুমি বরং নতুন পোস্টমিস্ট্রেসের সাথে আলাপ করে নিতে পার।'

'গ্র্যাবি জ্যাকসন কোথায় গেল?' অবাক হলো রিচ। 'ও না পোস্টমাস্টার?'

'সেজব্রুশে গ্র্যাবির চাকরি নট হয়ে গেছে,' বলে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল ডাক্তার।

'তোমার হাতে ধোলাই খাওয়ার অপরাধে লব জাইলসের চাকরিও খতম হয়ে গেছে। ওকে দূর দূর করে শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে মর্ট। ও অবশ্য গতকাল আবার ফিরে এসেছে সেজব্রুশে।'

মাথা নাড়ল রিচ। সুলিভান আসলে তাকে সাবধান করে দিয়েছে। পিস্তলটা খুলে নিয়ে স্লিকারের বাইরে বাঁধল আবার। 'ধন্যবাদ,' বলল সে।

বেরিয়ে যেতে গিয়ে ঘাড় ফেরাল সেলুনমালিকের দিকে। 'আমার ওখানে যেসব মহিলা ও শিশু আছে, ওদের শহরে নিয়ে আসতে হবে। আচ্ছা, তুমি কি ওদের থাকার জায়গা করে দিতে পারবে?'

বারের পেছন থেকে ওদের কথা শুনছে রোজি।

সুলিভান রিচের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটল। তারপর বলল, 'ব্যাপারটা আমাকে একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে হবে, লইয়ার।'

'জবাবটা এখনই দিতে পারবে না?'

'না,' বিড় বিড় করল সুলিভান। বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল রিচ আর বিল। 'লোকটার আসলে হৃদয় বলতে কিছু নেই,' ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখাল বিল।

'হয়তো আছে, বিল। কিংবা নেই। সেটা এক্ষুণি বলা যাচ্ছে না।... আমার থেকে বিশ ফুট পেছনে হাঁটো।'

'পেছনে হাঁটব? কেন?'

'আমি বলেছি, তাই।'

কৃশকায় তরুণ এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর গতি কমিয়ে ফেলল। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, আজগবি এই হুকুম পছন্দ হয়নি।

ইরা বীসনের বাজে মালের দোকানের দিকে চলল ওরা। চারদিকে চকিত দৃষ্টিতে চাইছে রিচ। রাস্তায় কোনও কিছুই এখন তার চোখ এড়াচ্ছে না। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় ফুটছে। দোকানে বসে একা একা সলিটেয়ার খেলছিল ইরা। সওদাপত্রের তালিকাটা বের করে ওর চোখের সামনে ধরল রিচ।

'তোমার টাকা থাকতে পারে,' ঠোঁট চাটল দোকানদার। 'তবে তাতে কোনও কাজ হবে না এখানে।' উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু রিচের হাতে পয়েন্ট পঁয়তাল্লিশ রিভলবারটার ওপর চোখ পড়তে জায়গায় জমে গেল ওর মোটা থলথলে শরীর।

'তবে এটাতে বোধ হয় কাজ হবে, কী বলো?' ঠাণ্ডা স্বরে বলল রিচ।

'হ্যামণ্ডের হুকুম, চাষাদের কাছে যেন কিছু না-বেচি,' পিস্তলটার ওপর সন্ত্রস্ত চোখদুটো রেখে বিড় বিড় করে বলল বীসন। 'পিস্তল বের করার সময় তোমার হাতের নড়াচড়া আমার চোখে পড়ছে বলে মনে করতে পারছি না, জনসন। তুমি... তুমি ভীষণ চালু।'

'আমার হাতের টিপও চমৎকার।'

'তোমার এ-কাজটা স্রেফ ডাকাতি, বুঝতে পারছ নিশ্চয়?' ঠোঁট চাটল বীসন। 'ভয় দেখিয়ে আমার দোকান লুট করছ। ব্যাপারটা আমি হার্পারকে জানাব। হার্পার এখন শেরিফ, জান

নিশ্চয়?'

'অবশ্যই। না-জেনে উপায় আছে?'

বিলের দিকে তাকাল ইরা বীসন। 'তুমি সাক্ষী আছ। জনসন আমার দিকে বন্দুক ধরে সব কিছু নিয়ে যাচ্ছে।'

'তা হলে তুমি হ্যামগুদের কাছে পরিষ্কার থাকবে, না?' মুচকি হাসল বিল। 'ঠিক আছে, মোটকু মিয়া, আমি বলব জনসন তোমার দিকে অস্ত্র উঁচিয়ে ধরেছিল।'

বসল বীসন। গোমড়ামুখে বলল, 'নিয়ে যাও তোমার যা যা দরকার।'

কী কী লাগবে তার তালিকা বিলের হাতে ধরিয়ে দিল রিচ। 'যাও, কাজে লেগে পড়ো।'

তালিকা হাতে কাউন্টারের পেছনে চলে গেল বিল। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তুলে নিতে শুরু করল। সামনের নোংরা জানালা দিয়ে রাস্তার ওপর চোখ বুলাচ্ছে রিচ। একটা গানিস্যাকে পছন্দমত জিনিসগুলো ভরতে শুরু করল বিল। বীসন একটা কাগজে ওগুলোর মূল্য টুকে রাখছে।

'তালিকার সবগুলো জিনিস পাওয়া গেছে, রিচ,' অবশেষে জানাল বিল। 'কোনও কিছুই বাদ পড়েনি।'

মাথা দোলাল রিচ। সব মিলিয়ে কত দাম পড়েছে জিজ্ঞেস করল বীসনকে। মোটা থ্যাবড়া আঙুলের করে গুণে গুণে হিসেব কষতে লাগল বীসন, তারপর মোট দাম বলল। ওর চাহিদামত দাম মিটিয়ে দিল রিচ। তারপর ওর চোখে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'ওপর তলায় আমার ঘরে আর কেউ হানা দিয়েছিল?'

নীরবে মাথা নাড়ল বীসন। দেয়নি।

'আমি যদি ভুল না-বুঝে থাকি,' ঠাণ্ডাস্বরে বলল রিচ। 'ওপর

তলার পুরোটাই আমি তোমার কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছি। তার মানে ইচ্ছে করলে আমি কিংবা আমার যে কোনও লোকই ওটা ব্যবহার করতে পারে, তাই না?'

'জনসন,' মুখ শুকিয়ে গেল দোকানদারের। 'তোমার মহিলা আর শিশুদের যেন এখানে এনে তুলো না। হ্যামণ্ড তা হলে স্রেফ খুন করে ফেলবে আমাকে।' বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। 'হ্যামণ্ড বেপরোয়া মানুষ, যুক্তি-ফুক্তির ধার ধারে না। তোমার ওপর এমনিতে খ্যাপা। সে এমনকী পুরো বিল্ডিংটায় আগুন পর্যন্ত ধরিয়ে দিতে পারে।'

'এটা তো ওর বিল্ডিং।' ওকে মনে করিয়ে দিল রিচ। বিলের দিকে ফিরল। 'আমি ঘোড়াগুলোর জন্যে যাচ্ছি। তুমি আমার পেছন পেছন আসো। তবে কমপক্ষে বিশ ফুট পেছনে থাকবে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে। কিন্তু কেন সেটা বুঝতে পারছি না।'

'আপাতত না-বুঝলেও চলবে।'

বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল রিচ। ডাক্তার স্মিথের বাগির চাকার দাগ দেখতে পেল। একজোড়া সোরেল টেনে নিয়ে গেছে বাগি। কাদায় গভীর দাগ পড়েছে চাকার। সামনে এবং দু'পাশে সতর্ক নজর বুলাতে বুলাতে এগোচ্ছে রিচ। লিভারি বার্নের সামনে পৌঁছাতে বেরিয়ে এল লব জাইলস। কোমরে বাঁধা হোলস্টারের কাছে স্টেজড্রাইভারের হাত।

'আমি এসে গেছি, শাইস্টার,' মৃদুকণ্ঠে ব্যঙ্গ করল।

রাস্তায় নামল লোকটা। হাঁটার ভঙ্গিতে পিস্তলবাজের ঢঙ। চোখদুটো স্থির প্রতিপক্ষের ওপর।

প্রতিপক্ষও দাঁড়িয়ে পড়ল। আচমকা উদয় হওয়া শত্রুর

দিকে তাকিয়ে আছে অপলকে। হাত চলে গেছে পিস্তলের কাছে। মেরুদণ্ডে শিরশিরে অনুভূতি টের পাচ্ছে। পেটের ভেতর খালি খালি ভাব। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে উঠল।

সে শুনেছে, পিস্তল হাতে জাইলস শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। অসম্ভব চালু হাত। পেছনে বুটের শব্দ শুনে বুঝতে পারল, বিল কারসন দাঁড়িয়ে পড়েছে। অনুমান করল পিস্তলের আওতার বাইরে দাঁড়িয়েছে ছেলেটা।

'গাধামি কোরো না, জাইলস,' লোকটাকে বোঝাতে চেষ্টা করল রিচ। 'সার্কেল ওয়াইয়ের জন্যে নিজের জান দিয়ো না। তোমার জীবনের চেয়ে সার্কেল ওয়াইয়ের মূল্য বেশি নয়।'

বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে জাইলসের কর্কশ হাসির আওয়াজ শুনল রিচ। 'এখানে সার্কেল ওয়াইয়ের কোনও ভূমিকা নেই, শাইস্টার। এটা আমার আর তোমার ব্যাপার। তুমি আমার গায়ে হাত তুলেছ, আমাকে অপদস্থ করেছ, শহর থেকে ভাগতে বাধ্য করেছ। আমি এসবের কিছুই ভুলিনি, জনসন।'

কোনও আশা দেখছে না রিচ সংঘাত এড়ানোর। লোকটা মনঃস্থির করে এসেছে। কিছুতেই তাকে নিরস্ত করা যাবে না। ওদের দু'জনের মধ্যে এখন বিশ ফুটের মত দূরত্ব। আচ্ছা, লোকটা কি মাতাল?

তীক্ষ্ণ চোখে চাইল লোকটার দিকে। তারপর নিশ্চিত হলো। মাতাল নয় স্টেজড্রাইভার–যা করার, তা চিন্তা-ভাবনা করেই করতে এসেছে।

আচমকা ড্র করল জাইলস। নড়াচড়া টের পেতে উপুড় হয়ে পড়ল রিচ, দেখে মনে হলো যেন আছাড় খেয়েছে। উপুড় অবস্থাতেই পিস্তল হাতে চলে এসেছে ওর। সে-অবস্থাতে

নিজেকে ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে। জাইলসের ভ্রূ দেখেছে ও। বিদ্যুৎ চমককেও হার মানাল যেন!

তবে নিজের পিস্তলটা যে ঠিক কখন হাতে এসেছে মনে করতে পারছে না। গুলি করল ও। একবারই মাত্র। জাইলসের হৃৎপিণ্ড বরাবর গোল গর্ত দেখল। কানের পাশে কাদায় গুলি বেঁধার ভোঁতা শব্দ শুনে বুঝল প্রতিপক্ষ মিস করেছে।

গুলি ছোঁড়ার পর এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল জাইলস। তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল কাদায়। নড়ল না আর।

মিস করেনি স্টেজড্রাইভার, সত্যিটা বুঝতে পারল রিচ। আসলে গুলি ছুঁড়তে পারার আগে গুলি খেয়েছে লোকটা। স্বাভাবিক রিফ্লেক্সে ট্রিগারে আঙুলের চাপে গুলি বেরিয়ে এসেছে ওর পিস্তল থেকে। তাই ব্যর্থ হয়েছে লক্ষ্যভেদে।

দ্রুত পিস্তল বের করার ব্যাপারে নিজের ওপর আস্থা ছিল বটে রিচের, তবে সেটা কতটা দ্রুত, তা এর আগে কখনও বোঝার সুযোগ হয়নি। কারণ এর আগে সে কোনও শত্রুর দিকে গুলি করেনি। আর কেউ এভাবে ওর দিকেও খুনের উদ্দেশে পিস্তল উঁচায়নি।

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড লাফানোর শব্দটা যেন নিজের কানে শুনতে শুনতেই উঠে দাঁড়াল রিচ। এতক্ষণের নীরব, নিথর সেজক্রশ শহর যেন হঠাৎ প্রাণ ফিরে পেয়েছে। চারদিকে দরজা-জানালা খোলার আওয়াজ আর মানুষের পায়ের শব্দ।

সাদা কাগজের মত রঙহীন মুখ নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল ও বীসনকে। নিষ্প্রাণ জাইলসকে দেখল লোকটা এক নজর, তারপর বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়ল।

রিচের কাছে চলে এল বিল কারসন। 'এখন আমি বুঝতে

পারছি, রিচ। হ্যাঁ, ঠিকই বুঝতে পারছি, কেন তুমি আমাকে বিশ ফুট পেছনে থাকতে বলেছিলে।'

'আমি এর আগে কোনও মানুষ খুন করিনি,' শুকনো কর্কশ স্বরে বলল রিচ। 'মাঝে মাঝে ভাবতাম, কাউকে খুন করার পর খুনির কী প্রতিক্রিয়া হয়। এখন...আমি সেটা বুঝতে পারছি...'

'পিস্তলটা কিন্তু ও-ই আগে বের করেছিল। আমি পষ্ট দেখেছি। কিন্তু গুলিটা তুমিই আগে করলে। আশ্চর্য!'

সেলুন থেকে বেরিয়ে এসেছে সুলিভান আর রোজি। রোজির হাইহিল জুতো আটকে যাচ্ছে কাদায়। তবে ওদিকে খবর নেই মেয়েটার। সুলিভান এসে চিৎ করে দিল জাইলসের লাশ। 'একদম হৃৎপিণ্ড বরাবর,' বলল সে।

'এসো,' রোজি ডাকল। 'হাত লাগাও। রাস্তা থেকে লাশটা তুলে নিয়ে যেতে হবে।'

সাইডওঅক থেকে নামল বীসন। কাদায় থপ থপ করে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এল। ওর মুখে আস্তে আস্তে রঙ ফিরে আসতে শুরু করেছে।

'শেরিফ হার্পারকে রিপোর্ট করতে হবে,' উচ্চৈঃস্বরে বলল সুলিভান রিচের দিকে চেয়ে। হাসছে।

'তুমি করো গিয়ে।' পাত্তা দিল না রিচ।

বিলকে নিয়ে নিজেদের ঘোড়ার কাছে গেল রিচ। সুলিভান আর বীসন ধরাধরি করে লাশটা তুলে নিল রাস্তা থেকে। বস্তার মত ঝুলছে লাশটা ওদের দু'জনের হাতে। রিচ আর বিল ঘোড়া ছোটাল। বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা শহর থেকে।

'পিস্তলটা এখনও তোমার হাতে, রিচ,' মনে করিয়ে দিল বিল।

হোলস্টারে ঢোকাল রিচ অস্ত্রটা। অনুভব করল ওর আঙুলগুলো এখনও কাঁপছে। এ-মুহূর্তে রিলোডের ঝামেলায় গেল না আর। পরে ঢোকানো যাবে, দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে ভাবল।

তেরো

র‍্যাঞ্চ হাউসের বিশাল জানালা দিয়ে রোজিকে আসতে দেখল মর্ট হ্যামণ্ড। একটু পরে উঠানে এসে ঘোড়া থামাল মেয়েটি। ভ্রূ কুঁচকাল মর্ট। রোজির ঘোড়া ছুটিয়ে আসার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, পেছন থেকে ভূতের তাড়া খেয়ে এসেছে। ওর গায়ে কালো রঙের স্লিকার। ওর শরীরের দৃষ্টি আকর্ষক অংশগুলো ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু সেলুনের এ-মেয়েটা কী কারণে সার্কেল ওয়াইয়ের র‍্যাঞ্চহাউসে এসেছে, বুঝতে পারছে না মর্ট।

সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চে রোজিকে দেখে একা মর্ট হ্যামণ্ডই অবাক হয়নি, অবাক হয়েছে আরও কম পক্ষে দু'জন। এদের একজন মার্থা হ্যামণ্ড এবং অপর জন মেনি ফিদার্স। মেনির রুমের জানালা দিয়ে মেয়েটিকে দেখে লিভিংরুমে চলে এল ওরা।

ভাইয়ের দিকে তাকাল মার্থা বিষ নজরে। 'তোমার সেলুনের

প্রেমিকাদের একজন দিনে দুপুরে সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চ হাউসে বেড়াতে আসছে।'

মেনি ফিদার্স কিছু বলল না। জানালা দিয়ে উঠানে দাঁড়ানো মেয়েটার দিকে চেয়ে রইল কেবল। মেয়েটা এখন দ্রুত হেঁটে আসছে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে মেনির, দু'হাত মুঠো হয়ে গেছে।

'কোথাও কোনও সমস্যা হয়েছে মনে হয়,' বিড় বিড় করে বলল মর্ট। 'নইলে...'

'সমস্যা কেন?' ওর কথা শেষ না-হতেই ঝাঁজিয়ে উঠল মার্থা। 'বরং হতে পারে আমাদের জন্যে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। হতে পারে আমাদের নতুন শেরিফ মদ খেয়ে টেঁসে গেছে, এমন কোনও চমৎকার খবর।' ওর গলা থেকে যেন বিষ ঝরে পড়ছে।

বোনের দিকে আগুন চোখে চাইল মর্ট, যেন চোখের আগুনে ওকে পুড়িয়ে মারবে।

ওদিকে মেনির ইচ্ছে হচ্ছে কিচেন থেকে হাড় কাটার ছুরিটা এনে সেলুনের মেয়েটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতে।

ভাইয়ের আগুন চোখকে পাত্তা দিল না মার্থা। ঠোঁট বেঁকে গেল ওর। 'মারবে নাকি? বেশ তো গায়ে হাত দিয়েই দেখো না। পালটা মার দেব আমিও।' বুনো বেড়ালীর মত ফুঁসছে মেয়েটা। ভাইয়ের চণ্ড রাগ সম্পর্কে জানে, তবে এ-মুহূর্তে পাত্তাই দিচ্ছে না সেটাকে।'

বোনের এমন রূপ আগে আর দেখেনি মর্ট। অবাক হয়েছে ও কিছুটা। মাথা দোলাল। 'আমারও তা-ই বিশ্বাস। তুমি ঠিক তা-ই করবে।' পর মুহূর্তে দরজাপথে তাকাল। 'কী ব্যাপার,

রোজি? হঠাৎ?'

উত্তেজনা আর ঘোড়ায় চড়ার ক্লান্তিতে শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী আর দ্রুত হয়ে উঠেছে রোজির। রিচ জনসনের হাতে লব জাইলসের খুন হওয়ার কথা জানাল মর্টকে। বলল, পুরো ব্যাপারটা দেখেছে ও। জাইলস ড্র করতেই মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে রিচ। সে-অবস্থায় পিস্তল বের করে গুলি করে জাইলসকে। বলল, সে অনেক গানফাইট দেখেছে, কিন্তু উকিলের মত অমন চালুহাত আর কাউকে দেখেনি। রিচ যখন মাটিতে পড়ে পিস্তল বের করে শোয়া অবস্থাতেই গুলি করে, তখনও হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করা শেষ হয়নি জাইলসের। সেও অবশ্য গুলি করেছে, তবে সেটা লক্ষ্যহীন, প্রতিপক্ষের শরীরে একচুল আঁচড়ও কাটতে পারেনি।

'ক্ষতিকর জীব,' মেনির ছাইয়ের মত সাদা হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকাল মার্থা। 'যত মরে, তত ভাল।'

বোনের অ্যাসিডমাখানো মন্তব্যে কান দিল না মর্ট। রোজির দিকে চাইল।

'পুরো ঘটনা খুলে বলো আমাকে।'

'লিভারি বার্নে লুকিয়ে ছিল জাইলস। ইরা বীসনের দোকান থেকে বেরিয়ে লইয়ার ঘোড়ার জন্যে যেতেই বেরিয়ে এল। কিছু একটা বলে খুব দ্রুত ড্র করল ও। লইয়ার উপুড় হয়ে আছড়ে পড়ল সাইড ওঅকে। একই সাথে পিস্তলও বের করে নিল।'

'তারপর?'

'জাইলস গুলি করেছিল। কিন্তু ওটা কাদায় গিয়ে বিঁধেছে। তার এক মুহূর্ত আগেই অবশ্য লইয়ারের গুলিতে বুক এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায় ওর। আমি গান ফাইট দেখেছি এর আগেও।

কিন্তু কেউ যে এত দ্রুত পিস্তল বের করে গুলি করতে পারে, কল্পনাও করতে পারিনি।'

'সেজক্রুশে আরও চালুহাত আছে,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মর্ট। বোনের দিকে ফিরে বলল, 'ওকে শুকনো কাপড়চোপড় এনে দাও। আর আমার সবচে' ভাল মদটা ওকে দাও।'

'আমার ভাইয়ের পুরানো বান্ধবী,' মুচকি হাসল মার্থা। 'অবশ্যই সবচে' সেরা মদটাই দেব।'

কাপড় রাখার র‍্যাক থেকে ব্যস্তসমস্তভাবে নিজের হলুদ রঙের স্লিকারটা পরে নিল মর্ট। তারপর মাথা নিচু করে বৃষ্টি থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে করতে প্রায় দৌড়ে চলে গেল বার্নে। একটু পরে কাদামাটিতে ঘোড়ার খুরের ভোঁতা শব্দ শোনা গেল। সেজক্রুশে যাচ্ছে মর্ট।

অবিরাম চাবুকের আস্ফালন আর স্পারের গুঁতো খেতে খেতে ঘোড়াটা যখন সেজক্রুশ পৌঁছাল, তখন ওটার জান বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা। সুলিভানের সেলুনের সামনে দাঁড়াতেই লাফ দিয়ে কাদার মধ্যেই নেমে পড়ল মর্ট। ঝড়ের বেগে ঢুকল সেলুনের ভেতর। ওর সিক্সগুটার কোমরে বাঁধা, স্লিকারের বাইরে।

সেজক্রুশের আড্ডাবাজ লোকগুলো অবিরাম বৃষ্টির সৌজন্যে প্রাপ্ত অবসরটুকু সেলুনে বসে কাটাচ্ছে। বৃষ্টির মত তাদের মুখেরও বিরাম নেই। কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া গানফাইট তাদের জন্যে দারুণ আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে। মুখে কথার খই ফুটছে তাদের, গলা শুকিয়ে যাওয়ায় সুলিভানকে ঘন ঘন ড্রিঙ্কের অর্ডার দিচ্ছে।

বারের পেছনে বসেছিল সুলিভান। ভেতরে ঢুকে গটগট করে

ওর কাছে চলে গেল মর্ট। কর্কশ সুরে জানতে চাইল, 'শেরিফ হার্পার কোথায়?'

'আমি কী করে জানব?' একই সুরে পাল্টা প্রশ্ন করল সুলিভানও।

এক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে রইল মর্ট। তারপর ঘোঁৎ করে উঠল। 'অত চ্যাটাং চ্যাটাং কোরো না, সুলিভান। তোমার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা সইবার মত মেজাজ আমার নেই।' বারে উপস্থিতদের দিকে ফিরল। 'তোমরা কেউ জান হার্পার কোথায়?'

'ওকে মনে হয় বেশ কিছুক্ষণ আগে স্কুয়া বিউটের দিকে যেতে দেখেছিলাম,' একজন কাউবয় জানাল।

মর্ট বুঝতে পারল, সার্ভেয়ারদের আগমন ঠেকানোর উদ্দেশ্যে হার্পার সার্কেল ওয়াইয়ের লোকদের জড়ো করতে গেছে।

'খবর দাও ওকে,' কাউবয়কে নির্দেশ দিল ও, তারপর সুলিভানের দিকে ফিরল। 'বোতল দাও।'

ওর জন্যে বিশেষভাবে আনা মদের একটা বোতল এগিয়ে দিল সেলুনমালিক। সাথে গ্লাসও। সারি সারি মদের বোতল সাজিয়ে রাখা বারের ওপর থেকে নীচের দিকে চোখ বুলোতে বুলোতে শুকনো স্বরে বলল, 'অনেক দিন পর এরকম সেলুনভরা খদ্দের পেলাম। মনে হয়, এভাবে আরও লোক মারা যাওয়া উচিত, কী বল?'

'তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে,' দৈবজ্ঞের মত ভবিষ্যদ্বাণী করল মর্ট।

ওর কাছে চলে এল দোকানদার ইরা বীসন। 'তুমি জাইলসের ওপর অবিচার করেছ, মর্ট। তুমি ওকে লইয়ারের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছ আর লইয়ার ওকে পিটিয়ে টিট

বানিয়েছে। তারপর তুমি তাকে শহর থেকে বের করে দিয়েছ। কিন্তু এরপরও সে শহরে ফিরে এসেছে। এরপর সার্কেল ওয়াইয়ের স্বার্থে নিজের জীবন দিয়েছে।'

লোকটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল মর্ট। হতভম্ব। ঠাট্টা করছে নাকি ইরা ওর সাথে! কিন্তু কারও হাসি-ঠাট্টা সহ্য করার মত মুড নেই এখন ওর। কিন্তু একটু পরই ভুল ভাঙল। মোটেই ঠাট্টা করছে না ইরা বীসন। ওর প্রশস্ত মুখের প্রতিটা রেখা বলে দিচ্ছে, ও সিরিয়াস–মন থেকেই কথাগুলো বলেছে। আচমকা স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠল মর্ট। সজোরে ঘুসি হাঁকাল বীসনের চোয়ালে।

পেছনে উল্টে গিয়ে একটা তাসের টেবিলের ওপর পড়ল বীসন। টেবিল থেকে গড়িয়ে মেঝেয়। বেকুবের মত বসে রইল লোকটা ওখানে। ঘুসির চোটে প্রায় গুঁড়িয়ে যাওয়া চোয়াল ডলছে। এরপর উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু টাল সামলাতে না-পেরে পড়ে গেল ফের। কেউ একজন হেসে উঠল গলা ছেড়ে। কঠিন চোখে তাকাল মর্ট লোকটার দিকে। সাথে সাথে মুখ থেকে হাসি মুছে নিয়ে একদম নিরীহটি বনে গেল কৌতুকপ্রিয় লোকটি।

'তো-তোমাকে এর প্রতিফল পেতে হবে, মর্ট,' অবশেষে কথা ফিরে পেল বীসন।

'হাসিয়ো না তো তুমি! তারচে' বরং নিজের দোকানে গিয়ে ব্যবসায় মন দাও গে।'

উঠে দাঁড়াল বীসন। টলতে টলতে বেরিয়ে গেল সেলুন থেকে। বোতল খুলে মুখের ওপর উপুড় করল মর্ট, ঢক ঢক করে গিলতে শুরু করল টেবিলের ওপর রাখা গ্লাসের তোয়াক্কা না-

করে।

বোতল নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। মুখ বাঁকাল। 'ব্যাটা গর্দভ! আমাদের দেখছি এখন নতুন একজন দোকানী খুঁজে নিতে হবে।'

বারের ওপর কনুই ঠেকিয়ে দাঁড়াল সুলিভান। 'ওকে সেজক্রশ থেকে তাড়িয়ে দিলে তুমি দু'জন নতুন দোকানী পাবে। এদের একজন চাষাদের জন্যে রসদপত্র যোগাবে।'

'ওই চাষারা কখনও সেজক্রশে পৌঁছতে পারবে না!' ঘোঁৎ করে উঠল মর্ট। 'তুমি নিশ্চিত থাকতে পার, সুলিভান।... জাইলসের লাশ কোথায়? ডাক্তারের ওখানে নাকি?'

'ওখানেই রেখে এসেছি। ডাক্তার নেই।'

'কেন? ও আবার কোথায় গেল?'

'গোলাগুলি শুরু হবার মিনিট কয়েক আগে বেরিয়ে গেছে শহর থেকে। চাষাদের ছেলেমেয়েদের চিকিৎসা করবে নাকি।'

এবার আগুনের গোলার মত হয়ে উঠল মর্টের দু'চোখ। 'এ-শহরে দেখছি নতুন একজন ডাক্তারও লাগবে!'

বদমেজাজী এক তৃষ্ণার্ত খদ্দেরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সুলিভান। সেলুন কিপারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে বারের ওপর এই মাত্র শেষ হয়ে যাওয়া বোতল ঠুকছিল লোকটা। তাক থেকে আরেকটা বোতল নিয়ে ওর হাতে ধরিয়ে দিল সুলিভান। মৃদু বকুনিও লাগাল লোকটাকে এক মিনিটও ধৈর্য ধরতে না-শেখার জন্যে।

বোতল থেকে পান করতে করতে উপস্থিত লোকগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছে মর্ট। এদের সবাইকে চেনে সে। ভালভাবেই চেনে। খাওয়া-পরা এবং সেলুনে বসে মদ গেলার পয়সার জন্যে

এদের সবাই সার্কেল ওয়াইয়ের ওপর নির্ভরশীল। চোখের সামান্য ইশারায় এরা সবাই তার পেছনে এসে দাঁড়াবে। তারপরও, বিচিত্র কোনও কারণে অস্বস্তি বোধ হচ্ছে ওর। মনে হচ্ছে, কোনও একটা বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে–এবং তার পেছনে সঙ্গত কোনও কারণও আছে। কারণটা বুঝতে পারছে না ও।

বাইরে হঠাৎ বৃষ্টি ও বাতাস দুটোই বেড়ে গেছে। টের পাওয়া যাচ্ছে জানালার গায়ে বৃষ্টির ছাট দেখে। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। ঝম ঝম শব্দের নীচে চাপা পড়ে গেছে আর সব শব্দ। বৃষ্টির শব্দটা শুনতে ভালই লাগছে মর্টের। বৃষ্টি মানে ঘাস, প্রচুর ঘাস। ওর গরুবাছুরগুলো খেয়ে দেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার জন্যে যা দরকার। পাশাপাশি এরকম বৃষ্টি যে নেস্টরদের অগ্রযাত্রায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে, এটা ভাবতেও ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে নেস্টরদের বাধা দেয়ার কাজে প্রকৃতিও ওর পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে মনে হাসল সে, তবে, কেন যেন তিক্ত হাসি।

হার্পার ফিরলে জাইলসকে খুনের দায়ে রিচের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু করাবে সে। গ্রেফতারের কাজে হার্পারকে সহায়তা করার জন্যে সার্কেল ওয়াইয়ের কয়েকজন দুর্ধর্ষ লোককেও পাঠানো হবে।

আচ্ছা, জনসনকে গ্রেফতার করার সময় নেস্টররা কি বাধা দেবে? ওরা কি ওর পক্ষ হয়ে লড়বে? ওখানে কি গোলাগুলি হতে পারে? কলোরাডোর যে কাউপাঞ্চাররা এখন জেল খাটছে, তাদের কথা ভাবল মর্ট।

তবে এ-ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপার কিছুটা ভিন্নতর। কলোরাডো পাঞ্চাররা কোনও গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই নেস্টরদের ওপর হামলা ও খুন-জখম করেছিল। ওটা ছিল আইনবিরোধী। এখানে

হার্পার থাকবে আইনের লোক হিসেবে। ও তো স্রেফ আইনি দায়িত্ব পালন করতে যাবে। ওখানে কোনও অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটলে রিচই দোষী সাব্যস্ত হবে।

একটা ব্যাপার অবশ্য কিছুটা দুশ্চিন্তায় ভোগাচ্ছে মর্টকে। সবাই বলছে, রিচের বিপক্ষে আগেই চোখের পলকে পিস্তল বের করেছিল জাইলস। সুতরাং রিচ কেবল আত্মরক্ষার জন্যেই গুলি চালিয়েছে। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা অবশ্য এরকম দেখলেও অন্যরকম বলবে। ওদের সেভাবেই শিখিয়ে পড়িয়ে নেয়া হবে। আয়নার ভেতর দিয়ে একে একে প্রত্যেকটি মুখের ওপর চোখ বুলাচ্ছে মর্ট। দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সার্কেল ওয়াই এখনও ওদের বস। কোনও অসুবিধে নেই। হার্পার অবশ্যই উকিলকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করতে পারবে।

ঘণ্টাখানেক পর ফিরল হার্পার। ভিজে জবুথবু অবস্থা। ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘোড়া থেকে নামল। ওর সাথে জনাছয়েক সার্কেল ওয়াই রাইডার।

নিজেদের মধ্যে হৈ চৈ করতে করতে স্পারের ঝুন ঝুন শব্দ তুলে সেলুনে ঢুকল ওরা।

হার্পার মর্টের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'সরকারী সার্ভেয়াররা সত্যি সত্যিই বাগি ভাড়া করে সেজব্রুশে আসছিল। আমরা গালশে ওদের বাগির সামনে ডিনামাইট ফাটিয়ে দিয়েছি।'

মাথা নাড়ল মর্ট হ্যামণ্ড।

'কালো পাউডারগুলো জ্বলে উঠতে ঘোড়াগুলো আতঙ্কে পাগল হয়ে ওঠে। ঘুরে বাগিসহ যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ছুটতে শুরু করে ফের। এত জোরে যে, রেসের ঘোড়াও ওদের কাছে হার মেনে যেত, মর্ট। একসময় বাগিটা মাঝখান দিয়ে দুই

ভাগ হয়ে যায়। আরোহীদের ছুঁড়ে ফেলে দেয় মাটিতে।'

'ওদের কী অবস্থা? কতটা আহত?'

'মারাত্মক ভাবে। আমরা অবশ্য কাছে যাইনি। দূর থেকে ফিল্ডগ্লাস দিয়ে দেখেছি, একজনের পা উড়ে গেছে। ও আর কখনও হাঁটতে পারবে না। আরেকজন ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে দৌড়াচ্ছিল। বেশি দূর যেতে পারেনি। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।'

'ওখানে রেখে এসেছ তাদের?'

মাথা ঝাঁকাল হার্পার। 'সান প্রেইরি থেকে কেউ একজনকে সোজা আমাদের দিকে আসতে দেখলাম। সম্ভবত সেজব্রুশে আসছিল। আমরা ওর সামনে পড়াটা উচিত হবে মনে করিনি। লোকটার জন্যেও আসার আর বিকল্প কোনও পথ ছিল না। আহত দুই সার্ভেয়ারের পাশ দিয়েই আসতে হতো...'

'তা হলে তোমরা কেউ গালশের মধ্যে যাওইনি?'

'আমাদের কারও মুখ কিংবা ঘোড়ার লেজও কেউ দেখেনি।' হার্পার হাসল। 'এখন বলো, জাইলসকে কী করে খুন করল ওই ব্যাটা উকিল?'

অন্যের কাছ থেকে শোনা ঘটনাটা নিজেও শোনাল মর্ট হার্পারকে। তারপর উকিলকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে নিজের পরিকল্পনার কথা বলল। চিন্তিত মুখে ওর পরিকল্পনার কথা শুনে গেল কাউবয়রা। নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে হার্পারও তা-ই করল।

'গোলমাল হতে পারে, মর্ট,' শেষে মন্তব্য করল।

'আমার মনে হয় না,' বলল মর্ট। 'ওই লোকগুলো পুব থেকে আসা নিরীহ খেটে খাওয়া লোক। ঠিকমত অস্ত্রও ধরতে জানে না হয়তো।'

'ঠিক আছে।' কাঁধ ঝাঁকাল হার্পার। 'তুমিই আমাদের বস।'

সার্কেল ওয়াইয়ের আট রাইডারকে আসতে দেখল রিচ জনসন। নেতৃত্ব দিচ্ছে মর্ট হ্যামণ্ড। কোনও ভাবান্তর হলো না ওর। এরকম কিছুর জন্যে তৈরি হয়েই আছে ও। কাছাকাছি সেজ ঝোপের আড়ালে রাইফেল হাতে বসে আছে কৃষকরা। কাছে এসে ডাক্তার স্মিথের বাগির দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকাল হ্যামণ্ড। তারপর বিশাল গেল্ডিংটাকে রিচের সামনে থামাল। ওর পাশে হার্পার।

'শেরিফ হার্পার তোমাকে গ্রেফতার করতে এসেছে, জনসন। ওয়ারেন্ট আছে ওর কাছে। লব জাইলসকে খুন করার অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে।'

রিচের পাশে দাঁড়ানো লম্বা ছেলেটাকে প্রথমে মুখ খুলতে দেখল মর্ট। 'গানফাইটটা আমি দেখেছি, মিস্টার। প্রথমে জাইলসই পিস্তল বের করতে গিয়েছিল।'

'ওটা সান প্রেইরিতে গিয়ে জাজ ও'নীলকে বোলো।' রিচের দিকে চাইল। 'তুমি কি আপসে যাবে? নাকি...'

কেঠো হাসি হাসল রিচ। 'আমি ইচ্ছে করলে তোমাদের সব কটাকে ন্যাংটো করে ফেরত পাঠাতে পারি। তোমাদের আটজনকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে আমার লোকেরা। কিন্তু আমি তোমার মত মাথা মোটা গর্দভ নই, আমি অবশ্যই যাব। তবে একা নয়। তোমরা যেহেতু আটজন, আমরাও আটজন যাব। প্রতি একজনে একজন, ঠিক আছে?'

জবাব দিল না মর্ট, স্টিরাপের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে রইল। ওর চোখ আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা কৃষকদের ওপর।

রাইফেল হাতে ধীরে ধীরে ওয়্যাগনের কাছে আসতে শুরু করেছে ওরা। সতর্কতায় টান টান হয়ে আছে ওদের শরীর। ইতস্তত করছে মর্ট, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। এক মুহূর্তের জন্যে রিচের মনে হলো বুঝি গোলাগুলি শুরু হতে যাচ্ছে।

ওর দিকে তাকাল মর্ট। 'আমি শুধু তোমাকেই চাই, জনসন। আমি তোমাকেই নিয়ে যাব। বাকিরা ভেড়ার পালের মত আসতে চাইলে আসুক। ঠিক আছে, বাকি সাতজন কাকে কাকে নিতে চাও, বেছে নাও।'

জেফরির দিকে চাইল রিচ। 'রেভারেণ্ড, তুমি এখানে ওয়্যাগনের দায়িত্বে থাকো। আমি যাদের নিয়ে যাব, তাদের নাম বলছি।' লম্বা ছেলেটার দিকে চাইল। 'তুমি যাবে, বিল?'

'অবশ্যই। আমি তোমার সাথেই যাব, রিচ।'

বাকি ছয়জনকে বেছে নিল রিচ। জো, ফার্নি, আলবার্ট, রবিনসন, ম্যাক আর চার্লি।

একটু পরে ষোলোজন ঘোড়সওয়ার উত্তর-পূর্ব দিকে ঘোড়া ছোটাল। সার্কেল ওয়াইয়ের লোকেরা রিচকে বেড় দিয়ে ফেলল। সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়ল সাত কৃষক, একটু পরেই ওদের ব্যূহের মধ্যে নিজেদের আবিষ্কার করল কাউপাঞ্চাররা। রিচ যদি ওদের বন্দি হয়, তা হলে তারাও বন্দি হয়ে আছে রিচের লোকদের। ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করল ওরা, যদিও ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ হচ্ছে না তাদের। স্যাডল ফর্কের সাথে রাইফেল রেখে সেজ ঝোপের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া ট্রেইল ধরল ওরা।

রিচ মর্টকে বলল, 'মণ্টানার আইন সম্পর্কে তোমার খুব একটা ধারণা নেই।'

'মানে?'

'তোমার এ-ওয়ারেন্টে কোনও কাজ হবে না। একজন মস্তানা শেরিফের খুনের অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার এখতিয়ার নেই। এটা আসতে হবে একজন গ্র্যাণ্ড জুরির কাছ থেকে।'

'তুমি জাজ ও'নীলকে চেন না,' মৃদু হাসল মর্ট।

'আমি তোমার পরিকল্পনাটা বুঝতে পারছি। তুমি আমাকে ওয়ারেন্ট দেখিয়ে কোণঠাসা করে রাখতে চাইছ। সার্কিট জাজ আদালত বসানোর আগে পর্যন্ত আটকে রাখতে চাইছ। কিন্তু তুমি তা পারবে না, হ্যামণ্ড।'

'কেন পারব না?'

জাইলসকে খুন করার সময় আমার একজন প্রত্যক্ষদর্শী আছে। সে বলবে, সে আসলে কী দেখেছে। ও সাক্ষ্য দেবে, স্টেজ ড্রাইভার লব জাইলস আগে পিস্তলে হাত দিয়েছে। আর আমি স্রেফ আত্মরক্ষার জন্যে গুলি করেছি। জাজ ও'নীল আমার বিরুদ্ধে বড়জোর নরহত্যার অভিযোগ আনতে পারে। তবে সেটা জামিনযোগ্য।'

'ওটা জাজকে শুনিও।'

সার্কেল ওয়াই বস আসামীসহ সান প্রেইরি পৌঁছার সাথে সাথে কাজ দেখাতে শুরু করল জাজ ও'নীল। সান প্রেইরি লগ কোর্টে রিচের বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানির ব্যবস্থা করে ফেলল। রিচ নিজে অ্যাটর্নি, তাই বাইরে থেকে উকিল নিল না। কৃশকায় আর ধূসর চুলের বিচারককে দেখে মনে হচ্ছে বেচারা অসুস্থ। রিচ প্রথমে তার বিরুদ্ধে জারি করা ওয়ারেন্টের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল। বলল, 'খুনের অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার ক্ষমতা গ্র্যাণ্ড জুরি ছাড়া আর কারও নেই। সুতরাং আমার

বিরুদ্ধে জারিকৃত এ-ওয়ারেন্ট অবৈধ–এবং এর কোনও কার্যকারিতা থাকা উচিত নয়।'

'ঐখানে কোনও গ্র্যাণ্ড জুরি নেই,' ওকে জানিয়ে দিল জাজ। 'কখনও ছিলও না।'

'তা হলে এ-আদালত ডাকাটাও অবৈধ,' জাজকে দ্ব্যর্থহীন স্বরে নিজের অভিমত জানিয়ে দিল রিচ। দেয়ালের সাথে তাকে সাজানো সারি সারি আইনের বই, হেঁটে তাকের কাছে গেল। ওখান থেকে বেছে একটা বই হাতে নিল। তারপর একের পর এক পাতা ওল্টাতে শুরু করল। ইপ্সিত পাতাটি পেতে নিজে পড়ে নিল একটু, তারপর ভারী বইটা এনে জাজের সামনে ডেস্কের ওপর রাখল। 'অনুগ্রহপূর্বক এ-অংশটি পড়ে নিন, ইয়ুর অনার,' অনুরোধ জানাল জাজকে।

আইনের ধারাটি জোরে জোরে উচ্চারণ করে পড়ল জাজ। সরু চোখে ওর দিকে তাকিয়ে শুনল মর্ট। ওর পাশে কিথ হার্পার। বন্দুকবাজের চোখ লেগে আছে রিচের ওপর।

'মি.জনসন ঠিকই বলেছে,' বই বন্ধ করে বলে উঠল জাজ। ওর ভাব দেখে মনে হচ্ছে, কিঞ্চিত অস্বস্তিতে ভুগছে বেচারা।

দু'হাতে মুঠো পাকাচ্ছে মর্ট, হার্পারের দু'হাত এখন হোলস্টারের কাছে। এটা সার্কেল ওয়াইয়ের জন্যে চরম হতাশা আর বেইজ্জতির ব্যাপার।

'আমার একজন সাক্ষী আছে,' খেই ধরল রিচ। 'আমি জাইলসকে গুলি করেছি আত্মরক্ষার জন্যে। নইলে ও-ই মেরে ফেলত আমাকে। জাজ নিশ্চয় মনে করেন না যে, আমার আত্মরক্ষার অধিকার নেই।'

ওর সাক্ষী কে আছে জানতে চাইল জাজ।

'আমি সাক্ষী,' এগিয়ে এল বিল কারসন। 'ওই সময় আমি মি. জনসনের সাথে ছিলাম। জাইলস জনসনকে দেখামাত্র পিস্তলে হাত দেয়। রিচের আগে ওটা বেরও করেছিল। কিন্তু রিচ কতটা চালু, সে-ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া উচিত ছিল জাইলসের।'

রিচ আবার আইনের বইয়ের ওপর চোখ বুলোতে লাগল। জাজ ও'নীল বলল, 'ওই সেকশনটা আমার ভাল করে জানা আছে। মি.জনসন তোমার সাথে কতজন কৃষক আছে?'

'এই দলে আছে বিশটা পরিবার,' জানাল রিচ। 'সব মিলিয়ে পঞ্চাশ পরিবার। বাকিরা এক মাসের মধ্যে চলে আসবে।'

নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল জাজ। দু'চোখ বুজে আছে। রিচকে বিল কারসনের দিকে তাকিয়ে চোখ নাচাতে দেখল মর্ট, হার্পারও খেয়াল করল তা। অস্ত্রের বাঁটের ওপর চেপে বসল ওর আঙুলগুলো।

রিচ জানে, চোখ বুজে বসে মনে মনে নিজের পক্ষের ভোট গুণছে জাজ ও'নীল। ওটাই তার আসল মনোবাসনা। রিচের সঙ্গে পঞ্চাশটি পরিবার আসছে। ভোটের হিসেবে কম নয় সংখ্যাটা। মনে মনে হাসল ও।

অবশেষে চোখ খুলল জাজ। কারও দিকে না-তাকিয়ে বলল, 'তোমার মামলা ডিসমিস করা হলো, শেরিফ হার্পার। ওয়ারেন্ট ইস্যুর বৈধ এখতিয়ার তোমার নেই।'

দ্রুত কয়েক পা সামনে এগোল মর্ট হ্যামণ্ড, তারপর থেমে গেল ফের।

সার্কেল ওয়াই বস, শেরিফ আর জাজকে পেছনে রেখে বেরিয়ে গেল রিচ। পেছনে সজোরে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ

শোনা গেল। ভেতর থেকে তালা মারার শব্দও কানে এল ওর। পর পরই শুনতে পেল মারধরের শব্দ। বিলের দিকে চেয়ে হাসল। 'আর তর সয়নি মর্টের।'

'জাজকে বোধ হয় মেরেই ফেলবে ওরা!' মন্তব্য করল বিল।

'আমার মনে হয় না।' রিচ আশ্বস্ত করল ছেলেটাকে। 'তবে হেভি মারধর চালাবে। আসলে বছরের পর বছর ধরে আইনকে নিজের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করেছে জাজ। যা করেছে, তার প্রতিফল পাচ্ছে এখন। ও আর সার্কেল ওয়াইয়ের যোগসাজসে অনেক নিরীহ মানুষ পথে বসেছে, অনেককে জেলের ঘানি টানতে হচ্ছে।'

'আইন জানলে দেখছি অনেক লাভ,' প্রশংসার সুরে বলল বিল। 'দু'মিনিটও লাগল না শেরিফের বেআইনি ওয়ারেন্টের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। আচ্ছা, তোমার কি সহকারী প্রয়োজন হবে? আমাকে নেবে? আমি প্রচুর পড়াশোনা করব।'

'তা হলে অবশ্যই পারবে। আইন জানতে হলে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়।' বলতে বলতে সামনে একটা লোকের ওপর চোখ পড়ল রিচের। চিনতে পারল না ও লোকটাকে। তবে লোকটা তাদের কাছে আসছে।

'তুমি রিচার্ড জনসন?' কাছে এসে জানতে চাইল লোকটি।

মাথা দোলাল রিচ। সাথে সাথে মনে হলো, সরকারী সার্ভেয়ারদের একজন। রিচ শুনেছে, সার্কেল ওয়াইয়ের ডিনামাইট বিস্ফোরণে ওদের সেজব্রুশগামী বাগিটি ভেঙে গেছে। ওদের দু'জনের অবস্থাও ততটা ভাল নয়-একজনের অবস্থা কিন্তু মারাত্মক। সেজব্রুশের আধাপথ থেকে আক্রান্ত হয়ে ফিরে

এসেছে, এখন সান প্রেইরিতে এসে হোটেলে আশ্রয় নিয়েছে। নিশ্চয় এখানকার বুনো অবস্থার কথা রিপোর্ট করেছে ওপরে।

চোদ্দ

পরদিন সকাল বেলা। বৃষ্টি থামেনি। আকাশে সীসার মত কালো মেঘের আনাগোনার বিরাম নেই।

কাদার মধ্য দিয়ে এখন পিকলি গালশের দিকে যাচ্ছে ওয়্যাগনগুলো। চিবুকে খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে রিচ আর রেভারেণ্ড অ্যামোস জেফরি দেখাশোনা করছে ওগুলোর।

মায়ার্সের তৈরি অ্যাক্সেল চমৎকার কাজ দিচ্ছে। ওঅর্ক হর্সগুলো চরম ক্লান্ত, কাদায় আটকে যাচ্ছে চাকা; টানতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে প্রভুভক্ত জীবগুলোর।

'তা হলে গতরাতে জাজ ও'নীলের কোর্টে প্রথম পালাটা তুমিই জিতলে রিচ!' রেভারেণ্ড বলল। হাসছে সে। রিচ হাসল না। গম্ভীর স্বরে বলল, 'আমি শেষ পালাটাই জিততে চাই, রেভারেণ্ড।'

গতরাতে সান প্রেইরিতে আহত সার্ভেয়ারদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে রিচের। ওদের একজনের পা ভেঙেছে, আরেকজনের

পায়ের গোড়ালি মচকে গেছে, ফুলে উঠেছে বিশ্রীভাবে। আহত অবস্থায় পড়ে থাকার সময় একজন ভবঘুরে দেখতে পায় ওদের। পাশে বাগিটাও পড়ে ছিল ভাঙা অবস্থায়। ভবঘুরে হলেও কাজের লোকটা। ভাঙা বাগিটা মেরামত করে পলাতক ঘোড়াগুলোকে খুঁজে এনে জুড়ে দেয়। তারপর নিয়ে আসে সান প্রেইরিতে। ওরা অবশ্য লাট হিলে যেতে চেয়েছিল। তবে লোকটির তাদের সান প্রেইরি নিয়ে আসার কারণ হলো, ঘটনাস্থল থেকে সান প্রেইরির দূরত্ব কম।

ঘটনা কী হয়েছিল, সে সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে পারল না সার্ভেয়াররা। বাগিতে চড়ে ভূমি জরিপের কাজে সেজব্রুশে যাচ্ছিল ওরা। বৃষ্টির দিন, তাই রাস্তাঘাটে বেশি মানুষ দেখার আশা করেনি। হঠাৎ তাদের সামনের মাটি যেন বিস্ফোরিত হলো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরখণ্ড সবেগে উৎক্ষিপ্ত হতে শুরু করল। 'শব্দ শুনে মনে হলো ডিনামাইট বিস্ফোরণ,' একজন বলল। 'এখন কথা হলো আমরা এ-এলাকায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুতরাং আমাদের ওপর ডিনামাইট চার্জ করার গরজ পড়ল কার? আমরা তো কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই।'

সার্কেল ওয়াইয়ের সঙ্গে বিরোধের ব্যাপারটা ওদের বলল রিচ। এর আগে রোরিং ক্রীকের ওপর ব্রীজটাও যে একইভাবে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে, তাও জানাল। 'কাছে পিঠে কাউকে দেখনি?' জানতে চাইল।

সার্ভেয়ার দু'জন জানাল, তারা কাছে পিঠে কোনও মানুষ কিংবা ঘোড়সওয়ারকে দেখেনি। তবে তারা তাদের সমস্যা এবং বর্তমান অবস্থার কথা জানিয়ে ওয়াশিংটনে টেলিগ্রাম করেছে।

মনে মনে হাসল রিচ। এদের ধারণা, ওয়াশিংটন তাদের

টেলিগ্রাম পেয়ে দ্রুত কোনও ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে ও জানে, ওয়াশিংটনের কর্তারা টেলিগ্রামটা পাবে এবং ওটাকে ফাইলবন্দি করে রাখবে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় ওটা ঠিক কোথায় রেখেছে, মনে করতে পারবে না।

জাজ ও'নীলের কোর্টে প্রথম পালাটায় ও জিতেছে। তবে ধরতে গেলে মর্ট হ্যামণ্ডও জিতেছে। অবশ্য যুক্তি দিয়ে নয়। ওকে জিতিয়েছে ওর কাছে প্রচুর পরিমাণে থাকা কালো পাউডারগুলো।

'হাসকিনের ছেলেটা কেমন আছে আজ?' জেফরিকে জিজ্ঞেস করল রিচ।

'আগের চেয়ে ভাল। তবে কয়েকজনের কাশি বন্ধ হয়নি এখনও। বড়দের মধ্যে মিসেস মায়ার্স আর মিসেস গার্সিয়ার অবস্থাও সে রকম।'

'ডাক্তার স্মিথ বোধ হয় চলে গেছে?'

'আমরা পিকলি গালশ পেরিয়ে যাবার পর। ওই রকমই বলেছে আমাকে। গতকাল নাকি বাগি নিয়ে ঝরনা পেরোতে কষ্ট হয়েছিল।'

জেফরির শান্ত, সমাহিত মুখের দিকে চেয়ে রইল রিচ। একটু পর বলল, 'তুমি না-থাকলে যে কী হতো আমাদের, রেভারেণ্ড!'

ওর গলায় আন্তরিকতাটুকু ঠিকই বুঝতে পারল জেফরি। স্মিত হেসে বলল, 'মানুষ পৃথিবীতে এসেছে একে অন্যকে সাহায্য করার জন্যে, রিচ। পরস্পর মারামারি করার জন্যে নয়।'

'আশা করি কথাটা মর্ট হ্যামণ্ডকেও বোঝাতে পারবে,' মৃদু হাসল রিচ।

অমল হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল জেফরির কৃশ মুখখানি। এই লোকটার প্রতি যতই দিন যাচ্ছে, ততই শ্রদ্ধা বাড়ছে রিচের। প্রথম সাক্ষাতে লোকটাকে কেবল পাপ-পুণ্য নিয়ে খুঁত খুঁত করা, মেজাজ খারাপ মার্কা একজন পাদ্রী ছাড়া আর কিছু ভাবেনি ও। কিন্তু প্রতিদিন ওর ঈশ্বরের ওপর অবিচল আস্থায় আবিষ্ট বিকারশূন্য মুখ দেখতে দেখতে রিচের প্রাথমিক ধারণা কেটে যায়। রেভারেণ্ড অ্যামোস জেফরি সত্যিকার অর্থেই একজন ভাল লোক, মানুষ যাকে নিঃসন্দেহে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

কৃষকদের অতিরিক্ত ঘোড়ার সাথে কিছু দুধেল গাইও আছে। সেগুলোর দেখাশোনা করছে বিল কারসন। কাদামাটি সত্ত্বেও সেজঝোপে ছুটোছুটি করে খেলছে বাচ্চাকাচ্চারা। আস্তে আস্তে এগোচ্ছে ওয়্যাগন। বড়দের সমস্যা বোঝার মত বুদ্ধি এখনও বাচ্চাদের হয়নি। তাই আনন্দের কমতি নেই তাদের। রিচের ভাল লাগছে পুরো পরিবেশটা। কাজ করার উদ্যম পাচ্ছে বাচ্চাদের অফুরন্ত জীবনীশক্তি থেকে। কুকুরগুলোও সঙ্গী হয়েছে বাচ্চাদের। খেলায় মেতেছে ওরাও। অবিরাম ঘেউ ঘেউ করছে আর মাঝে মধ্যে আচমকা লাফিয়ে ছুটে চলা খরগোসের পেছনে তাড়া করে ছুটছে।

ধীরে সুস্থে এগোচ্ছে ওয়্যাগনগুলো। নাগাড়ে পনেরো মিনিট যাওয়ার পর পাঁচ মিনিট বিশ্রাম। তাতে ক্লান্ত ঘোড়াগুলোর প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে না। লীড ওয়্যাগন টানার কাজে পালাক্রমে ব্যবহার করা হচ্ছে ঘোড়াগুলোকে। কাদায় থকথকে ট্রেইল ভেঙে চলতে হয় লীড ওয়্যাগনটাকে। পেছনের ঘোড়াগুলোর তুলনায় ওদের পরিশ্রম বেশি। খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে

গেলে লীড ওয়্যাগনটা দাঁড়িয়ে যায় একপাশে। পেছনের ওয়্যাগনটা এগিয়ে গিয়ে ট্রেইলব্রেকারের দায়িত্ব নেয়। আগেরটি সারির একেবারে পেছন থেকে ফের চলতে শুরু করে।

ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল মিলি। ঠাণ্ডায় কিছুটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। রিচকে বলল, 'আমি বিলকে ঘোড়া দেখাশোনার কাজ থেকে বিশ্রাম দিতে যাচ্ছি।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল রিচ। ঘোড়া নিয়ে সরে গেল মিলি। ভাইয়ের কাছে যাচ্ছে। পেছন থেকে ওর দিকে তাকাল রিচ। মার্থা আর মিলির মধ্যে কে বেশি সুন্দর? দু'জনই। মনে মনে রায় দিল সে। তবে মার্থার সৌন্দর্যের সাথে আছে আভিজাত্য আর মিলির সৌন্দর্যে সরলতা। দুটোই আকর্ষণ করে।

রেভারেণ্ডের দিকে চাইল রিচ। 'ফিরে যাওয়ার কথা বলছে না কেউ আর?'

'মুখেও আনছে না,' জানাল রেভারেণ্ড। 'সবাই তোমার নেতৃত্বে একাট্টা।'

বুকের ভেতর ধক করে উঠল রিচের, গলা থেকে কী যেন একটা দলা পাকিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিছুটা সময় নিয়ে নিজেকে সামলাল সে। তারপর বলল, 'ওদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, রেভারেণ্ড। একজন ল্যাণ্ড-লোকেটরের জীবন সব সময় সহজপথে এগোয় না। মাঝে মাঝে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থও হয়। তা ছাড়া পশ্চিমে অনেক অসাধু ল্যাণ্ড-লোকেটরও আছে, যারা স্রেফ টাকার জন্যে একদল লোক নিয়ে আসে। ভাল কোনও জমির খোঁজ দিতে পারে না। অনুর্বর অফলা কোনও জায়গা নিয়ে যায়। সর্বহারা মানুষগুলোর কষ্টের

সীমা থাকে না। ওরা শুধু টাকা কামানোর ধান্দায় এমন অমানবিক কাজ করে থাকে।'

'এখানকার ভূমি কিন্তু চমৎকার, জনসন,' মুগ্ধকণ্ঠে বলল রেভারেণ্ড। 'দেখো, কী চমৎকার ঘাস জন্মেছে চারদিকে। বৃষ্টি পেয়ে যেন লক লক করে বাড়ছে।'

ভুল বলছে না রেভারেণ্ড জেফরি। লম্বা সবুজ ঘাস মাথা তুলেছে মণ্টানা প্রেইরিতে। বাতাসে দুলছে। এক দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়, বিশাল এক সবুজ সাগরে ঢেউ খেলছে।

মন ভরে উঠছে রিচের। যাদের নিয়ে এসেছে, তাদের জন্যে ভাল একটা জায়গার ব্যবস্থা করতে পেরেছে সে। চাষাবাদ এবং পশুপালন–কোনওটাতেই অসুবিধে হবে না তার লোকদের। দিগন্তজোড়া প্রেইরিতে ঘাসের আন্দোলন দেখতে দেখতে সার্কেল ওয়াইয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল সে। মাথা দোলাল। মর্ট হ্যামণ্ড যে মরিয়া হয়ে বাধা দিতে নেমেছে, তার কারণ আর অস্পষ্ট রইল না ওর কাছে। অধিকার হারানোর ব্যাপারটা ভাবতে মর্টের কষ্ট হয় বৈ কী! স্বভাবতই রুখে দাঁড়াতে চাইছে লোকটা।

'সময় সব কিছু পাল্টে দেয়,' মন্তব্য করল রেভারেণ্ড। 'একসময় এসব জায়গা ছিল মোষের চারণ ভূমি। হাজার হাজার মোষের পাল চরত। আশেপাশে থাকত প্রেইরির নেকড়ের দল। এরপর এল টেক্সাসের গরুর পাল। মোষের দল হারিয়ে গেল। আর এখন চলছে ফার্ম হাউস আর বেড়া দেয়ার সময়। লাঙল টানতে পারে না–এমন সব গরুকে চলে যেতে হবে পুবের জন্যে মাংসের চালান হয়ে।'

'আশা করি, এ-কথাটাও মর্টকে বোঝাতে পারবে,' হেসে

উঠল রিচ। 'আমি সামনে যাচ্ছি, রেভারেণ্ড। পিকলি গালশ থেকে একটা চক্কর দিয়ে আসি।'

'অসুবিধে নেই,' অনুমোদনের ভঙ্গিতে বলল রেভারেণ্ড। 'এদিকে আমি খেয়াল রাখব।'

বন্যার পানি কমে এসেছে। রিচ দেখল বন্যার সময় যেটুকু উচ্চতায় উঠেছিল, তার প্রায় তিন ফুট নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এখন পানি। ফুলে ওঠা পানির দাগ রয়ে গেছে দুই তীরে।

ভাটির দিকে সার্কেল ওয়াইয়ের একটা বাছুর মরে আটকে আছে উজান থেকে ভেসে আসা একটা গাছের গুঁড়ির সাথে। ওটাকে ঘিরে ভন ভন করে উড়ছে মাছির ঝাঁক। কিন্তু স্রোতের টানে মৃত বাছুরটি একেকবার ডুবে যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে। তাই খুব একটা সুবিধে করতে পারছে না মাছিগুলো। সম্মিলিত গুঞ্জনে বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ হচ্ছে না তাদের।

ঘোড়াসহ ঝরনায় নেমে গেল রিচ। ঘোঁৎ করে উঠে প্রতিবাদ জানাল ঘোড়াটা। গ্রাহ্য করল না রিচ ওর আপত্তি। বারকয়েক উজান-ভাটি করল। ঝরনাটার তলদেশ কোথায় তুলনামূলক বেশি শক্ত বোঝার চেষ্টা করছে। শক্ত একটা জায়গা বেছে নিয়ে ওয়্যাগনগুলো পার করার ইচ্ছে ওর।

ঘোড়াটাকে একদম মাঝামাঝি নিয়ে গেল ও। সাঁতার কাটতে হচ্ছে না দেখে খুশি হলো গেল্ডিং। ইস্পাতের নাল পরানো পায়ের তলায় শক্ত মাটি পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

ওয়্যাগনের আগে ঘোড়ার পিঠে নারী ও শিশুদের পার করানোর সিদ্ধান্ত নিল রিচ। ওয়্যাগন পার করানোর সময় কেবল ড্রাইভাররা তাদের সীটে থাকবে। এর ফলে স্রোতের টানে কোনও ওয়্যাগন ভেসে গেলে তাতে প্রাণহানির তেমন কোনও বাধা

আশঙ্কা থাকবে না। স্টেজড্রাইভাররা সাঁতরে প্রাণ বাঁচাবার সুযোগ পাবে।

ওয়্যাগন ট্রেনের কাছে ফিরে গেল ও। দুপুরের দিকে পিকলির উত্তর পাড়ে এল কৃষকরা। ঘোড়া থামাল রিচ। কাদা ঠেঙিয়ে আসা ওয়্যাগনগুলো নেমে পড়ল ঝরনার মধ্যে। ঝরনার মাঝখানের পানি ওয়্যাগনের তলা স্পর্শ করল। তবে রিচ আশা করল, ওয়্যাগনের ভেতরের মালপত্র নাও ভিজতে পারে।

ভেজা স্যাডলে বসে চিন্তিত মুখে চারদিক পর্যবেক্ষণ করছে ও। ওরা যেখানে, সেখান থেকে সেজব্রুশ আরও মাইল পাঁচেক দক্ষিণে। পুরো রাস্তা এবড়োখেবড়ো বন্ধুর এলাকার মধ্য দিয়ে। সমতল মেসা, উঁচু পর্বতমালার কোল ঘেঁষে ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া পাহাড়-টিলা। কাদা ভেঙে ওয়্যাগনটানা ঘোড়াগুলোর ক্লান্তিতে জান বেরিয়ে আসার দশা হয়েছে। সেজব্রুশ পৌঁছতে পৌঁছতে এদের কী হাল হয় কে জানে?

স্টিরাপের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে মিলি। আঙুল উঁচিয়ে রিচকে ঝরনা পেরোতে থাকা ওয়্যাগনগুলোর একটাকে দেখাল। 'ওটা সরে গেছে ট্রেইল থেকে। কিছু একটা সমস্যা হয়েছে মনে হয়।'

পাক খেয়ে খেয়ে নামতে থাকা পানির ঘূর্ণিস্রোতে পড়ে গেছে ওয়্যাগনটা। ভেতরে পানি ঢুকে গেছে। পেছনের অংশ সরে গেছে ট্রেইল থেকে। ভাটির দিকে নেমে গেছে। পানির তোড়ে ভেসে যাওয়ার অবস্থা। এদিকে পিছুটানের কারণে সামনে এগোতে পারছে না ঘোড়াগুলো। শক্ত মাটিতে পা রেখে দাঁড়ানোর জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে আতঙ্কিত প্রাণীগুলো।

নিজের সীটের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছে ওয়্যাগন ড্রাইভার।

স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া থেকে ওয়্যাগন বাঁচানোর চেষ্টা করছে। নির্মমভাবে পেটাচ্ছে ঘোড়াগুলোকে। খিস্তি আওড়াচ্ছে অবিরাম। কিন্তু বিনা প্রতিবাদে মার খেয়ে যাওয়া ছাড়া বিশেষ কিছু করতে পারছে না অবোধ জানোয়ারগুলো।

ঘোড়া নিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল রিচ ঝরনার মধ্যে। পানি ছলকে উঠে ভিজিয়ে দিল ওর সারা গা। তবে সাথে সাথে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল ও। কারণ যতটা না মারের তাড়নায় তারচে' বেশি প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে প্রায় অসম্ভব চেষ্টায় স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতরে পায়ের তলায় শক্ত মাটি পেয়ে গেছে ঘোড়াগুলো। আস্তে আস্তে এগোল এবার তারা; এক সময় ওয়্যাগন নিয়ে অপর পাড়ে উঠে গেল।

ঝরনা পেরিয়ে গেল রিচ নিজেও। ওর পেছন পেছন মিলিও। মহিলা আর শিশুদের কাছে গেল রিচ।

'একটা বাগি!' উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল এক মহিলা। 'সেজব্রুশের ওদিক থেকে আসছে!'

'ওটা ডাক্তার স্মিথের বাগি,' মহিলাকে আশ্বস্ত করল রিচ।

মহিলার গলার স্বরে তীব্র আতঙ্ক টের পেল রিচ। এরা আসলে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, বুঝতে পারছে। কিছু কিছু মহিলার অবস্থা এমন যে, যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।

ওদের পাশে এসে থেমেছে ডাক্তার স্মিথের বাগি। বাগি থামিয়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল ডাক্তার। ওয়্যাগনগুলোকে ঝরনা পেরিয়ে আসতে দেখল।

'তা হলে শেষ পর্যন্ত এলে, রিচ?'

'উঁহুঁ। সামনে আরও একটা বাকি আছে। সেজব্রুশ ক্রীক।'

'ওটাও পুরোপুরি ভর্তি। এই মাত্র পেরিয়ে এসেছি আমি।'

'সেজব্রুশের খবর কী?' জানতে চাইল রিচ।

'শান্ত।'

ডাক্তারের চিবুকে ক্ষতচিহ্ন লক্ষ করল রিচ। 'বেশ কয়েক বোতল টেনেছিলে নিশ্চয়? তারপর মাথা ঘুরে উল্টে পড়েছিলে, না?' ঠাট্টা করল। জানে, এক গ্লাসের বেশি মদ খায় না ডাক্তার।

'গতরাতে সার্কেল ওয়াইয়ের এক কাউপাঞ্চার আমার চেম্বারে ঢুকে পড়েছিল,' ব্যাখ্যা করল ডাক্তার। 'বিশালদেহী, লালচুলো লোকটা। নাম মনে নেই। বেচারার ঘাড়ের ওপর বিশাল এক ফোঁড়া। ব্যথায় ককাচ্ছিল। আমি ওটা কাটার জন্যে ছুরি হাতে নিতেই আতঙ্কে লাফিয়ে উঠে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

কোনও মন্তব্য না-করে তাকিয়েই রইল রিচ।

'কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চলে ওর সাথে। মনে হলো, ও আমাকে মারতে চায়। অগত্যা,' কাঁধ ঝাঁকাল ডাক্তার। 'চেয়ারের পায়া ভেঙে নিয়ে ওর মাথায় মেরে তারপর লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে দিতে হয়েছে।'

'হ্যামণ্ড পাঠিয়েছিল, না?'

'আর কে?' আবার কাঁধ ঝাঁকাল ডাক্তার।

'আমরা চাই না তুমি কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়, ডাক্তার।'

'এ-কথা বলছ কেন? যে কোনও লোকের চিকিৎসা করা আমার দায়িত্ব। শুনলাম, সার্কেল ওয়াই তোমাকে খুনের দায়ে ফাঁসাতে চেয়েছিল?'

'মর্ট হ্যামণ্ড চেয়েছিল।'

'নিশ্চয় ভীষণ হতাশ হয়েছে বেচারা।' হাসল ডাক্তার। 'তুমি নিজে আইনজীবী না-হলে অবশ্য ঠিকই গেঁথে ফেলত। জাজ ও'নীলকে দিয়েও সুবিধে করতে পারেনি তাই। ডাক্তার না-হয়ে উকিল হলেই বোধ হয় ভাল করতাম।'

'অসুখ বিসুখের কাছে কিন্তু আইন টাইন খাটে না। সেখানে ডাক্তার লাগে। আইনের দোহাই দিয়ে সর্দি-কাশিও আটকানো যায় না।'

'তা যা বলেছ।' মাথা দোলাল ডাক্তার। 'তো আজকের খবর কী? অসুখবিসুখের কথা বলছি।'

'সেটা তোমার রোগীরাই ভাল বলতে পারবে।...আমি তোমার কাছে হ্যামণ্ডের খবর পাব আশা করছি।'

নিজের কাজ শুরু করেছে ডাক্তার। এক মহিলার গলা পরীক্ষা করতে করতে বলল, 'শুনেছি এদিক ওদিক চক্কর মারছে। সার্কেল ওয়াইয়ের স্কোয়াটার্সদের খোঁজ খবর নিচ্ছে। হার্পারও আছে কাছে পিঠে কোথাও।'

হার্পারের কথা ভাবতে ভাবতে ওয়্যাগনগুলোর দিকে তাকাচ্ছে রিচ। খুঁটিনাটি দেখছে। হার্পার পাহাড়গুলোর কোথাও আছে। ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না ওর। তবে পছন্দ না-হলেও এ-মুহূর্তে ঠিক কী করবে, বুঝতে পারছে না।

সবগুলো ওয়্যাগন ঝরনা পেরিয়ে এসেছে। ওয়্যাগনমালিকরা এখন তাদের নিজ নিজ পরিবারের জন্যে অপেক্ষা করছে। হাসকিনদের বাচ্চাটা কাঁদছে ভীষণ। মিসেস গার্সিয়াকে দেখা শেষ করেছে ডাক্তার। মহিলা এখন পেট চেপে ধরে ককাতে ককাতে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে নিজেদের ওয়্যাগনে ঢুকছে। সবাই যখন ওয়্যাগনে চড়েছে, রিচ নির্দেশ দিল ওগুলোকে চলতে শুরু

করার জন্যে।

'হাসকিনদের ছেলেটার লাংসে এখনও কিছুটা সমস্যা রয়ে গেছে,' ওয়্যাগনের চলা দেখতে দেখতে বলল ডাক্তার। 'তবে আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওর এখন যা দরকার, তা হলো গরম কম্বল, সেবা-যত্ন আর কিছু ওষুধ। ওর মাকে তা বুঝিয়ে বলেছি। তবে মিসেস গার্সিয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।'

'অবস্থা কি সত্যিই খারাপ, ডাক্তার?' রিচ উদ্বিগ্ন।

'বলতে পারছি না, রিচ। সত্যি বলতে পারছি না। ওর সম্ভবত পাকস্থলীতে কোনও সমস্যা হয়েছে। সেটা ওয়্যাগনের ঝাঁকুনিতেও হতে পারে, আবার ঝরনার পানি খেয়েও হতে পারে। আমি সবাইকে বলে দিয়েছি, ঝরনার পানি ফুটিয়ে খাবার জন্যে। আশা করছি, সবাই তা-ই করবে।'

'সেটা দেখার দায়িত্ব আমি রেভারেণ্ড জেফরিকে দিলাম। সেই দেখবে সবাই পানি ফুটিয়ে খাচ্ছে কি না।'

'সন্ধের মধ্যে তোমরা নিশ্চয় সেজব্রুশ ক্রীক কিংবা তার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। যদি খারাপ কিছু ঘটে, কেউ যদি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে শহরে আমার চেম্বারে পাঠিয়ে দিয়ো। যত রাতই হোক, অসুবিধে নেই। ঠিক আছে?'

'তোমাকে অসংখ্য-অসংখ্য ধন্যবাদ, ডাক্তার।' রিচ সত্যিই কৃতজ্ঞতা বোধ করছে লোকটার প্রতি। বৈরী পরিবেশে সামান্য সহানুভূতিও মানুষকে লড়াই করতে সাহায্য যোগায়–আর ডাক্তারের ব্যাপারটা শুধু সহানুভূতি নয়, সাহসী সমর্থন; নিজের বিপদ হতে পারে জেনেও।

'সেজব্রুশ ক্রীক কীভাবে পার হবে ভাবছ?'

'কটনউড গাছ কেটে আনব। তারপর কেটেছেঁটে সাইজ করে প্রত্যেক ওয়্যাগনের দু'পাশে দুটো করে বাঁধব। কটনউড হালকা গাছ, পানিতে ডোবে না। বুদ্ধিটা কেমন? কাজ হবে তো?'

'ধরে নাও হয়ে গেছে।'

সেজব্রুশের দিকে গড়াতে শুরু করল ডাক্তার স্মিথের বাগির চাকা।

হোমস্টীডাররা দুপুরের জন্যে ক্যাম্প করল। খোলা জায়গায় আগুন জ্বেলে রান্না চড়াল মেয়েরা। ফুটন্ত কফির মিষ্টি গন্ধে বৃষ্টি ভেজা বাতাস আমোদিত হয়ে উঠল। নাকে এসে ঝাপ্টা মারছে। বৃষ্টির ঝির ঝির আওয়াজ ছাপিয়ে ফ্রায়িং প্যানে অ্যান্টিলোপের মাংস ভাজার হিস হিস শব্দ ক্ষুধা বাড়িয়ে দিচ্ছে সকাল থেকে হাড়ভাঙা খাটুনিতে ব্যস্ত কৃষকদের।

রেভারেণ্ড জেফরি আর তার বউয়ের সঙ্গে দুপুরের খাওয়াটা সারল রিচ। খাওয়াদাওয়া ও সাধারণত কারসনদের সঙ্গেই করে। তবে মিলিকে সে একটু এড়িয়ে চলতে চাইছে। মেয়েটির সৌন্দর্য ওকে ভালই জ্বালাতন করছে এখন। নিজের ভেতর এক ধরনের অস্থিরতা টের পাচ্ছে ও।

রেভারেণ্ড জেফরি লোকটা বুদ্ধিমান, তবে কিছুটা রসকষহীন টাইপের। প্রায় সারাক্ষণই গম্ভীর এবং ওর গাম্ভীর্যকে অনেক সময় অস্বাভাবিক এবং হাস্যকরই মনে হয় রিচের। তবে ওর একটা জিনিস ও খেয়াল করেছে, লোকটা কী করে যেন বিপদ-আপদের কথা অনেক সময় আগেভাগে টের পেয়ে যায়। তা ছাড়া নেস্টরদের সুবিধে-অসুবিধের দিকে সারাক্ষণই ওর তীক্ষ্ণ নজর।

নেস্টরদের নিয়ে ও যখন প্রথম ট্রেইলে নামে, তখন অনেকেরই অবিশ্বাস এবং সন্দেহ ছিল তার প্রতি। অনেকে ভেবেছিল, স্রেফ পয়সার বিনিময়ে সে তাদের মন্টানায় নিয়ে আসছে। মন্টানায় এনে দিয়েই নিজের দায়িত্ব শেষ ভেবে কেটে পড়বে। প্রথম কয়েক দিন এ নিয়ে তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি আর ঝগড়া-বিবাদও ছিল। তবে রিচ জানে, সে-অবস্থা এখন আর নেই। ওরা তাকে নিজেদের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে গ্রহণ করেছে। ওর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছে। এ-চিন্তাটা এখন রিচের জন্যে খুবই স্বস্তিকর।

খাওয়া শেষ করে ধন্যবাদ জানাল ও মিসেস জেফরিকে। তারপর ওয়্যাগনের চাকায় পিঠ ঠেকিয়ে কাদার ওপর বসে পড়ল। একটা ডারহ্যাম সিগারেট রোল করল। মেয়েরা বাসনকোসন ধুয়ে মুছে রাখছে। পুরুষরা ভিজে মাটিতে বসে এই ফাঁকে যে যার মত করে একটুখানি ঢুলে নিচ্ছে। হারনেস খুলে ওয়্যাগন থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে। বিকেলের পালার জন্যে নতুন তরতাজা ঘোড়া এনে জুড়ে দেয়া হবে।

তবে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা ছাড়ছে না রিচকে। এই কঠিন যাত্রা যখন ঠিকঠাক মত শেষ হবে, তখন পাক্কা দু'দিন দু'রাত টানা ঘুম দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও মনে মনে।

পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখল ও। একটা বেজে দশ। ওটা পকেটে ঢুকিয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে উঠে দাঁড়াল। হাঁক দিল, 'ওঠো, ভায়েরা। এবার চলা শুরু করতে হবে।'

সাথে সাথে চঞ্চল হয়ে উঠল পুরো ক্যাম্প। চলার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল।

কাদাময় ট্রেইলে আবার ঘুরতে শুরু করল ওয়্যাগনের চাকা। সামনে থেকে স্কাউট করছে রিচ। ডাক্তার স্মিথের কথার সত্যতা টের পাচ্ছে। সেজব্রুশ ক্রীক বেশ উঁচু হয়ে বইছে। পাড়ের কটনউড গাছের গোড়া ছুঁয়ে বইছে পানি। সাধারণ অবস্থায় এ-গাছগুলোর গোড়ার অনেক নীচে দিয়ে বয় ঝরনাটা।

সেজব্রুশ ক্রীক ক্যানিয়নের খোলা মুখ দিয়ে পশ্চিমে চোখ মেলে দিল রিচ। মর্ট হ্যামণ্ড ওখানে যে-কাউবয়কে স্কোয়াটার হিসেবে বসিয়ে রেখেছে, ওর কথা ভাবছে। হ্যামণ্ড কি লোকটাকে সরিয়ে দিয়েছে, নাকি...সন্দেহ হচ্ছে ওর।

ব্যাপারটা ভাবতে ওর রাগ লাগছে। প্রতিদিন সকালে একটা লোককে সান প্রেইরিতে টেলিগ্রাম স্টেশনে পাঠাচ্ছে ও। মণ্টানা প্যাসিফিক রেলরোড ওর টেলিগ্রামের কোনও জবাব পাঠায়নি। জবাব দেয়নি গভর্নর কিংবা ওয়াশিংটনের কর্তারাও।

অবশ্য গভর্নরের কাছ থেকে জবাবের আশা সে নিজেও খুব একটা করেনি। কারণ গভর্নর নিজেও একজন ক্যাটলম্যান, স্বভাবতই অন্যান্য ক্যাটলম্যানের মতই নেস্টর বিরোধী। কিন্তু রেলরোড কোম্পানি কিংবা ওয়াশিংটনের সংশ্লিষ্ট কর্তাদের নীরবতার কারণ কী, বুঝে উঠতে পারছে না রিচ।

একটু থেমে ফের শুরু হয়েছে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি। লাগাম টেনে ধরে ঘোড়া থামাল রিচ। বৃষ্টির মধ্য দিয়ে সামনে তাকাল। একটা লোক আসছে সেজব্রুশের সেদিক থেকে। অপেক্ষা করছে ও। ওর ভেতরে শীতল অনুভূতি, হাত চলে গেছে হোলস্টারে ঢোকানো পিস্তলের বাঁটে।

ঝরনার ভেতর ঘোড়া নামিয়ে দিল রাইডার। সওয়ারী পিঠে সাঁতার কাটছে ঘোড়াটা। ঝরনা পেরিয়ে এল। রিচ যেখানে, তার

নীচে এসে রাশ টানল আগন্তুক। লোকটাকে চিনতে পারল না রিচ। আগে কখনও দেখেছে কিনা মনে করতে পারছে না।

রিচের মতই লম্বা চওড়া লোকটা। প্রশস্ত কাঁধ। কালো একটা স্লিকার গায়ে। রিচের দিকে চেয়ে সৌজন্য বিনিময়সূচক হাসি হাসল। পা থেকে বুটজোড়া হাতে নিয়ে পানি ঝরিয়ে নিচ্ছে। হেসে বলল, 'বিচ্ছিরি বৃষ্টি, না? কিন্তু কাজ আছে, তাই সান প্রেইরি যাচ্ছি।'

মাথা দোলাল রিচ। স্টিরাপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। প্রায় আধ মাইল লম্বা ওয়্যাগন সারির ওপর চোখ ঘুরিয়ে আনল। 'হোমস্টীডার। তাই না?'

রোদে পোড়া তামাটে মুখটা পছন্দ হয়ে গেল রিচের। তরল কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ। বেড়াতে যাচ্ছি সেজব্রুশে।'

'বাঃ বাঃ! আশা করি, ভালই আপ্যায়ন পাবে।'

লোকটার ঘোড়ার কাঁধে মার্কাটা পড়ল রিচ। বার টি এস ব্র্যাণ্ড। বার টি এস র‍্যাঞ্চটা কোথায় জানে না ও। তবে লোকটা যে-ই হোক, সার্কেল ওয়াইয়ের কেউ নয়।

ঘোড়া ছুটিয়ে দীর্ঘ ওয়্যাগন সারি পেরিয়ে গেল আগন্তুক। উত্তরে সান প্রেইরির দিকে যাচ্ছে। আরও কিছু সময় পর ক্যারাভানের কাছে চলে গেল রিচ।

সন্ধের দিকে সেজব্রুশ ক্রীকের পাড়ে পৌঁছাল ওয়্যাগন ট্রেন। শ'খানেক গজ দূরে ক্যাম্প করল ওরা। রিচকে নিজেদের সাথে সাপার খাবার আমন্ত্রণ জানাল মিলি কারসন। আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারল না রিচ। অবশ্য সে-ইচ্ছেও হয়নি।

অ্যান্টিলোপের মাংসের একটা স্টিক চিবুতে চিবুতে রিচের দিকে চাইল বিল কারসন। 'বিকেল বেলায় উত্তর থেকে আসা

ওই লোকটাকে চিনতে পেরেছিলে নাকি, রিচ?'

রিচ মাথা নাড়ল।

'লোকটার ব্যাপারে আমার কৌতূহল হচ্ছে। ওকে ট্রেইল করে গিয়েছিলাম মাইলকয়েক। ওয়্যাগনগুলোর চোখের আড়াল হতেই দিক বদল করে ফুটহিলসের ভেতর দিয়ে পশ্চিমে চলতে শুরু করে লোকটা।'

সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চ পশ্চিম দিকে, ভাবল রিচ।

'ওর পেছনে লেগেছিলাম আমি। একটা টিলার ওপর উঠে চোখ রেখেছিলাম ওর ওপর। ও অবশ্য আমাকে দেখেনি। ব্যাপার কী জান? ও কিন্তু সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চে যায়নি।'

ভুরু কুঁচকে ছেলেটার দিকে চাইল রিচ।

'টিলার ওপর থেকে সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চ আর সেজব্রুশ শহর দুটোই পরিষ্কার দেখা যায়। লোকটা শহরে না-ঢুকে সোজা দক্ষিণে চলে যায়।'

'এতে কী বোঝা যাচ্ছে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।' ঠোঁট ওল্টাল বিল। 'তবে আমার বিশ্বাস, ও আমাদের ওয়্যাগনের বহর দেখতে এসেছিল। কিন্তু কথা হলো, সে যদি স্কাউটিংয়ে আসত, তা হলে স্কাউট শেষ করে রিপোর্ট করার জন্যে সার্কেল ওয়াইয়ে গেল না কেন? আর যদি মর্ট হ্যামণ্ড সেজব্রুশে থাকে, তা হলে তো সেখানে যাওয়ার কথা। কী বলো?'

'তুমি যা দেখেছ, ঠিক ঠিক দেখেছ তো, বিল?'

'আমার চোখে কোনও দোষ নেই। যা দেখেছি, ঠিক তা-ই বলেছি তোমাকে।'

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল রিচ। মর্ট হ্যামণ্ডের লোক ছাড়া আর

কে আসবে স্কাউটিং করতে? সেজব্রুশে হ্যামগুদের ছাড়া আর কার কোন স্বার্থে আঘাত দিতে পারে নেস্টররা? বিল যা বলছে, তার মধ্যে কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না রিচ।

সাপারের পর গোটা দশেক কটনউড গাছ কেটে ফেলল কৃষকরা। ডালপালা ছেঁটে ওগুলোকে প্রয়োজনোপযোগী করতে করতে অন্ধকার হয়ে গেল।

রাতের পাহারার জন্যে দু'জন গার্ড তৈরি হলো। একজন পশ্চিমে, আরেকজন পুবে পাহারা দেবে। উভয়ে একবার সেজব্রুশ ক্রীকের পাড়ে গিয়ে মুখোমুখি হবে-ওখান থেকে আবার পিছিয়ে গিয়ে উত্তরে ক্যারাভানের একদম শেষ মাথায় মিলিত হবে।

বিলের কাছ থেকে একটা কালো ঘোড়া ধার করল রিচ। ওর ঘোড়াটা ধূসর রঙের, তা ছাড়া সারাদিনের পরিশ্রমে একদম কাহিল হয়ে পড়েছে ওটা।

রাত দশটা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত নিজের পালাটা কোনও রকম ঘটনা ছাড়া পার করে দিল রিচ। রেভারেণ্ড জেফরি এসে পাহারা থেকে রেহাই দিল ওকে।

রেভারেণ্ডের ঘোড়াটাও ধূসর রঙের রোয়ান। রিচ পরামর্শ দিল, 'তোমার উচিত কালো ঘোড়ায় চড়ে পাহারা দেয়া। অন্ধকারে কালো ঘোড়া সহজে চোখে পড়ে না। ধূসর বা অন্য কোনও রঙের ঘোড়াকে দূর থেকে দেখেই ঠাহর করা যায়।'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল রেভারেণ্ড। 'চাইলে অবশ্য একটা কালো ঘোড়া নিয়ে আসা যেত। কিন্তু এখন...' মৃদু হেসে কাঁধ ঝাঁকাল।

রেভারেণ্ডের গায়ে অবশ্য কালো রঙের অয়েল স্কিন। ওয়্যাগনের দিকে ঘোড়া ফেরাল রিচ।

'কামনা করি, ঘুমটা যেন চমৎকার হয়,' পেছন থেকে বলল রেভারেণ্ড।

'ধন্যবাদ, রেভারেণ্ড। অবশ্যই চমৎকার ঘুম হবে। তবে তোমরাও তাই বলে ঘুমিয়ে পোড়ো না যেন। ঠিক আছে?'

পনেরো

জাজ ও'নীলকে পিটিয়ে প্রায় লাশ বানিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে ওই রাতেই সেজব্রুশ ছেড়েছিল সার্কেল ওয়াই রাইডাররা। রিচ জনসনের চাতুর্য আর জাজের অসহযোগিতায় রাগে টগবগ করে ফুটছিল সার্কেল ওয়াই বস। ব্যাপারটা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। রিচের চেয়ে জাজের কাণ্ডই ক্ষিপ্ত করে তুলেছে ওকে।

সারাটা পথ রাগে গজ গজ করেছে ও। সার্কেল ওয়াইয়ের শক্তি কি ফুরিয়ে গেছে? জাজ ও'নীলের কি পাখা গজিয়েছে? ব্যাটা সার্কেল ওয়াইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। নেস্টরদের ভোট বাগানোর উদ্দেশ্যে ওদের পক্ষ নিয়েছে। ভালই দাম পেয়েছে বুড়ো শকুনটা। উচিত শিক্ষা দেয়া হয়েছে ওকে।

লড়াইয়ের প্রথম রাউণ্ডটা জিতে গেছে জনসন। দাঁতে দাঁত ঘষল মর্ট। অনুচ্চস্বরে খিস্তি আওড়াল। কিন্তু এ-ই শেষ। এরপর

আর তাকে জিততে দেয়া হবে না।

সেজক্রুশে নেস্টররা কারও কাছে পাত্তা পাবে না। ওটা হ্যামণ্ড সাম্রাজ্য। হ্যামণ্ডদের আদেশ-নিষেধ অমান্য করার শক্তি কারও হবে না। কোনও দোকানদার ব্যবসা করবে না ওদের সাথে।

ডাক্তার স্মিথের কথা ভাবল মর্ট। বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকাল। ত্যাঁদোড় লোকটা কখনও হ্যামণ্ডদের কথা শুনে চলে না। তবে ডাক্তার হিসেবে ওর জুড়ি মেলা ভার। ওকে অবশ্য খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না মর্ট। সর্দি-কাশির চিকিৎসা করা ছাড়া আর কোনও সাহায্যে আসবে না লোকটা নেস্টরদের। ওর এমন কোনও আইনি ক্ষমতা নেই যে, জনসন সেটা নিজের কাজে লাগাবে। তবে জাজের কথা ভেবে অবাক হচ্ছে হ্যামণ্ড। কখনও ভাবেনি, লোকটা সার্কেল ওয়াইয়ের বিরুদ্ধাচরণ করবে।

ওর সঙ্গে ছায়ার মত লেগে আছে স্বল্পভাষী কিথ হার্পার। বৃষ্টি-বাতাস উপেক্ষা করে সামনে ঘোড়া ছোটাচ্ছে মনিবের সাথে। এখন একেবারেই চুপচাপ। আস্তে আস্তে সার্কেল ওয়াই রাইডাররা যার যার জায়গায় চলে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত রইল কেবল ওরা দু'জনই। প্রেইরির মাঝখান দিয়ে ঘোড়া ছোটাল র‍্যাঞ্চ হাউসের উদ্দেশে।

সেজক্রুশ ক্রীকের পাড়ে এসে ঘোড়া থামাল ওরা। ঝরনায় অনেক পানি। স্পারের গুঁতোয় অনিচ্ছুক ঘোড়াদুটোকে নামিয়ে দিল ঝরনায়। সাঁতরে অপর পাড়ে গিয়ে উঠল ঘোড়াদুটো।

ভূতের মত নিঃশব্দে সেজক্রুশ পেরিয়ে গিয়ে সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চে ঢুকল। বৃষ্টি ধরে এসেছে কিছুটা। আকাশে ভাঙাচোরা মেঘ; মেঘের ফাঁকে আধমরা একটা চাঁদ মাঝে মধ্যে উঁকি

দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চের রাতের পাহারাদার দূর থেকে চ্যালেঞ্জ করে বসল ওদের। পরিচয় জানতে চাইল। জবাবে মালিকের চাপা কণ্ঠের হুঙ্কার শুনে থতমত খেয়ে গেল বেচারা।

বার্নের সামনে ঘোড়া থামাল দুই সওয়ারী। বাঙ্কহাউস এবং রান্নাঘরে আলো জ্বলছে না। ম্লান টিমটিমে একমাত্র আলোটি জ্বলছে লিভিংরুমে।

'মেনি ফিদার্সও দেখছি ঘুমিয়ে পড়েছে,' সকৌতুকে মন্তব্য করল কিথ হার্পার।

'মুখ সামলে, কিথ!' খিঁচিয়ে উঠল হ্যামণ্ড।

কঠিন চোখে তাকাল হার্পার মনিবের দিকে। তবে মনিব স্যাডল থেকে নামতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তা খেয়াল করল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে সেও নামতে গেল।

'নেমো না!' তীক্ষ্ণ স্বরে আদেশ দিল মর্ট। 'তোমার আরও কিছু কাজ আছে।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকল বন্দুকবাজ। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'ওই ব্যাটা উকিলের কথা বলছ তো?'

'তোমার শুধু মুখেই বড়াই, কিথ,' বিতৃষ্ণস্বরে জবাব দিল মর্ট। 'এখনও কাজটা করে দেখাতে পারনি।'

'আমি আজ ভীষণ ক্লান্ত,' আপত্তির সুর হার্পারের গলায়। 'কিছু করতে পারিনি বলছ, সেটা ঠিক আছে। তবে করতে পারব না সেটা যেন ভাবতে যেয়ো না।...আজ সারাদিন একবার সান প্রেইরি, আবার সেজক্রশ, আবার এখানে...দম ফেলার ফুরসত পাইনি।'

চুপ করে রইল মর্ট। ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে লোকটার

দিকে।

'আজ ওরা সারাদিন খোলা জায়গায় ছিল,' আবার বলল হার্পার। 'এখনও রয়েছে। আগামীকাল ক্রীক পেরিয়ে পাহাড়ী এলাকায় ঢুকবে। কিছু করার জন্যে ওই জায়গাটাই সবচেয়ে ভাল হবে।'

ভুরুর ভাঁজ সমান হলো মর্টের। হার্পারের কথায় যুক্তি আছে। 'ঠিক আছে, কিথ। আগামীকাল রাতে।'

'হ্যাঁ। আগামীকাল রাতেই।'

ঘরে ঢুকে গেল মর্ট হার্পারের ওপর ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল খুলে নেয়ার কাজটা চাপিয়ে দিয়ে। লিভিংরুমে ঢুকল সার্কেল ওয়াই বস। ওখানে মিট মিট করে জ্বলছে ছোট্ট একটা কেরোসিন ল্যাম্প। পুরো বাড়ি অন্ধকার। কেবল রচেস্টার কেরোসিন ল্যাম্পটা কেউ একজন জ্বালিয়ে রেখে গেছে এখানে।

'খিদে পেয়েছে আমার!' জোরে হাঁক দিল মর্ট–এবং এরপরই মেনি ফিদার্সকে দেখল। ওর মুখ এখন আর লাল দেখাচ্ছে না। কালো চুল ইণ্ডিয়ান স্টাইলে বিনুনি করা নয়। খোলা চুলের গোছা ঘাড়ের ওপর ছড়ানো। কোমরে জড়িয়েছে সাদাদের মত ফ্যাশনেবল ঘরোয়া ড্রেস। মোকাসিন পরে নেই মেয়েটা। তার জায়গায় উঁচু হিলের জুতো।

'এ কী? কী হয়েছে তোমার? চমকে উঠে জানতে চাইল মর্ট।

'কী হয়েছে মানে?'

'চুল কেটে ফেলেছ!' ধপ করে টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়ল মর্ট। 'মার্থার কাজ, না?'

মেনি হাসল। ওর কালো চোখজোড়ায় কৌতুকের ঝিলিক।

পুরোটাই পাল্টে গেছে মেনি। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে

হচ্ছে জলপাই রঙের মেক্সিকান মেয়ে একটা।

'মার্থা বলল, ফের ইণ্ডিয়ান হতে না-চাইলে বদলে যাবার এটাই সেরা সময়।...তোমার খাবার রেডি মর্ট। আশা করি এখনও গরম আছে।'

মাথা থেকে টুপি আর গায়ের স্লিকার খুলে ঝুলিয়ে রাখল মর্ট। আবার চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে হঠাৎ খুব চিন্তাশীল হয়ে উঠল। অবাক হচ্ছে ও। মেনি ফিদার্সের এই হঠাৎ পরিবর্তনের ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। আর মেয়েটাকে হঠাৎ অপরূপ মনে হচ্ছে ওর। এমন সুন্দরী একটা মেয়েকে বগলে নিয়ে আর কেউ অহঙ্কারের সাথে সর্বত্র ঘুরে বেড়াবে, ব্যাপারটা ভাবতে ভাল লাগছে না।

চিন্তাটাকে জোর করে মন থেকে সরিয়ে দিতে চাইল মর্ট, কিন্তু পারছে না।

বড় একটা প্লেটে করে খাবার নিয়ে এল মেনি। স্টিক, ফ্রেঞ্চ ফ্রায়েড পটেটো আর ভেজিটেবল সালাদ। 'ওই উকিল কি মারা গেছে?' জানতে চাইল ও।

মাংসের চাকা থেকে এক টুকরো কেটে মুখে দিল মর্ট। মেনি ফিদার্সের মত এমন চমৎকার রাঁধুনী ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সে আর পায়নি। ওর মত সুন্দরীও না।

'না। এখনও মারা যায়নি। কেন জিজ্ঞেস করছ?'

আলতো করে নিজের ছোট্ট কাঁধদুটো ঝাঁকাল মেনি। চেয়ার টেনে মর্টের মুখোমুখি বসল। কনুইদুটো টেবিলে রেখে কালো দু'চোখ মেলে চাইল মর্টের দিকে। 'মাংসটা খেতে কেমন হয়েছে?'

'যেরকম হয়। সত্যিই অপূর্ব। এমন রান্না কোথায় শিখলে

বলো তো?'

'রিজার্ভেশনের স্কুলে। ঘর গোছাতে আর রাঁধতে আমার ভাল লাগে।'

বাতির ম্লান আলো ওর পুরো শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে, ঝিলিক মারছে কালো চুলে আর চোখের মণিতে।

প্রসঙ্গ পাল্টাল মর্ট। 'আমার বোন কোথায়?'

'বিছানায়। ওর মন খারাপ, মর্ট।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'সেটা মনে হয়, তুমি নিজেও জান।'

'সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। ওকে বোলো, চিন্তার কোনও কারণ নেই।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল মেনি। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'ওই কৃষকদের তুমি আটকে রাখতে পারবে না, মর্ট।'

হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল মর্ট; চোখদুটো জ্বলে উঠল রাগে। টেবিলে প্রচণ্ড ঘুসি হাঁকিয়ে বলল, 'ওদের প্রত্যেককে আমি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব।'

উঠে দাঁড়াল মেনি। মৃদুস্বরে বলল, 'আমি দুঃখিত, মর্ট।' তারপর বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই ঘুম ঘুম চোখে রুমে ঢুকল মার্থা। ওর কোমরে একটা লাল বাথরোব জড়ানো। পা দুটো খালি।

'আমি ঘুমোচ্ছিলাম। তোমার চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেছে। কী নিয়ে এমন হৈ চৈ করছ, বলো তো?'

'ওই গর্দভ, মেনি ফিদার্স! মাঝে মাঝে উল্টোপাল্টা কথা বলে মেজাজ খারাপ করে দেয় আমার।'

'কী বলেছে ও?'

'ওটা আমার আর ওর ব্যাপার,' গোমড়া মুখে বলল মর্ট।

'তুমি ওর ওপর রাগ করতেই পার। কারণ তুমি ওকে ভালবাস।'

'তুমি ওকে ভালবাস!' ভেঙচি কাটল মর্ট। 'তুমিও ওর মতই গর্দভ। আমার মতে, তোমার শুকনো খড় খাওয়া উচিত।'

গলা চড়াল এবার মার্থা। 'তুমি একদম বাবার মতই হয়েছ, বুঝলে? সত্যি কথা শুনলে গায়ে আগুন ধরে যায়। সে যা-ই হোক, এখন আর দয়া করে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে অন্যদের ঘুম নষ্ট কোরো না।'

'বেরোও!' ফের খেপে উঠল মর্ট। 'বেরোও বলছি!'

খাওয়া শেষ করে এঁটো বাসনকোসন নিয়ে বেসিনে চলে গেল ও।

ওকে অস্থিরতা পেয়ে বসেছে। সারারাত প্রায় জেগেই কাটাল।

ভোরে সূর্য ওঠার আগে বিছানা ছাড়ল। র‍্যাঞ্চ হাউসে সবার আগে যাকে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠতে হয়, সে-রাঁধুনীকে ডেকে দিল। মনিবকে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল রাঁধুনী। চাকরি নেয়ার পর থেকে কখনও আর মনিবকে আগে ঘুম থেকে উঠতে দেখেনি বেচারা। বিড় বিড় করতে করতে নাকে-মুখে পানির ছিটা দিয়ে ব্রেকফাস্টের আয়োজনে লেগে গেল। হার্পারের কেবিনে গেল মর্ট। হাঁ করে ঘুমুচ্ছে বন্দুকবাজ। নাক ডাকছে প্রচণ্ড শব্দে। বিরক্তিতে ভেতরটা গুলিয়ে উঠল ওর। বেরিয়ে এসে বার্নে ঢুকল। একটা সোরেল বেছে নিয়ে স্যাডল চাপাল ওটার পিঠে। তারপর ধীরে সুস্থে ঘোড়া ছোটাল সেজব্রুশের উদ্দেশে।

ওর মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। কী ঘটতে পারে নেস্টররা সেজক্রুশে এসে গেলে? কী হবে যদি হার্পার নেস্টরদের নেতা জনসনকে খুন করে ফেলে? আচ্ছা, জনসনকে খুন করে ফেললে কি নেস্টররা ভয়ে পিঠটান দেবে? বুঝতে পারছে না মর্ট। একটা কথা অবশ্য ওর কানে এসেছে। নেস্টরদের দলে, জনসন ছাড়াও আরেকজন আছে। নেস্টরদের ওপর লোকটার নাকি দারুণ প্রভাব। লোকটার নাম রেভারেণ্ড অ্যামোস জেফরি। একজন পাদ্রী। আচ্ছা, জনসনের মৃত্যুর পর কি ও-ই নেস্টরদের নেতৃত্ব কাঁধে তুলে নিতে পারে? সেজক্রুশে নেস্টরদের প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে জনসনের ভূমিকা কি ও-ই পালন করবে?

সে-রকমই যদি হয়, তা হলে ওই পাদ্রীকেও খুন করতে হবে। কাজটা হয়তো মর্ট নিজেই করবে-কিংবা সার্কেল ওয়াইয়ের যে কারও ওপর দায়িত্বটা দেবে।

কৃষকদের শায়েস্তা করার কথা ভাবতে ভাবতে পুবদিকে চলেছে ও। আকাশে মেঘ জমে আছে। বৃষ্টি পড়ছে এখনও। এ-মুহূর্তে কিছুটা কম। পুবাকাশে মাঝে মাঝে ক্লিষ্ট মুখে উঁকি দিয়ে সূর্যও নিজের অস্তিত্ব জানান দেবার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক পর একটা উঁচু রিজের পাশে এসে ঘোড়া থামাল। নীচের দিকে যত দূর চোখ যায়, কেবল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জঙলা ঝোপঝাড়। দূরে তাকাতে ওয়্যাগনগুলো চোখে পড়ল। নেস্টরদের ওয়্যাগন। আস্তে আস্তে এগোচ্ছে সেজক্রুশ ক্রীকের দিকে।

দেখতে দেখতে একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথায় এল ওর। বিশ বছর আগে ও যখন স্রেফ ছোট্ট একটি বালক, তখন ওর বাবা বুড়ো হ্যামণ্ড টেক্সাস থেকে একপাল লংহর্ন গরু এনেছিল এই

মেসার পাশ দিয়ে। এদিকে তখনও ইণ্ডিয়ানদের আনাগোনা ছিল। কোনও ইণ্ডিয়ান কি তখন ওরই মত এই মেসার ওপর দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে দেখেছিল শ্বেতাঙ্গদের আনা গরুর পালটি? ওর যেমন এখন নেস্টরদের ওয়্যাগন ট্রেন দেখে রাগে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে, তখনকার ইণ্ডিয়ানদেরও কি এমন লাগত? নিজেদের ভিটেমাটি থেকে তাদের উচ্ছেদের শুরু তো তখন থেকেই। ওর নিজেরও তো এখন তখনকার ইণ্ডিয়ানদের মত বাস্তুচ্যুত হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। আচ্ছা, ও কি পারবে নেস্টরদের সাথে?

জোর করে চিন্তাটা মন থেকে সরিয়ে দিল মর্ট। এমন উদ্ভট চিন্তা মাথায় আসায় নিজেকে গাল বকল মনে মনে।

সময় বয়ে চলেছে। আগামীকাল নাগাদ নেস্টররা নিশ্চয় সেজব্রুশে এসে পৌঁছাবে। কিন্তু ওদের সে-সুযোগ দেয়া চলবে না। হার্পার আসলে ঠিক কথাই বলেছে। আজ রাতেই ওরা ক্রীক পেরিয়ে এ-পাড়ে টিলাময় জায়গায় ক্যাম্প করবে। তারপর...

হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উঠল মর্ট। 'শাইস্টার!' বাতাসকে শোনাল। 'মনে রেখো, পৃথিবীতে এটাই তোমার শেষ রাত। হার্পার আজ রাতেই তোমার দফা রফা করে দেবে।'

আবার অস্থিরতা পেয়ে বসল ওকে। মেনি ফিদার্সের হুঁশিয়ারির কথা মনে পড়ল। নিজের ওপর রাগ হলো ওর। ওই সুন্দরী কিন্তু বোকা মেয়েটির উদ্ভট কথাটাকে অতটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে কেন সে?

টিলা থেকে নেমে এল সে। কাছে পিঠে সার্কেল ওয়াইয়ের হয়ে কয়েকজন কাউবয় দখল বসিয়েছে। ওরা কী করছে দেখতে চলল। মর্ট জানে লোকগুলো আসলে অকর্মণ্য আর ফালতু

ধরনের। সার্কেল ওয়াই তাদের ক্লেইম করার ব্যাপারে সমর্থন করবে–এটা বিশ্বাস করাতে কষ্ট হবে।

সেজব্রুশ শহরের উদ্দেশে চলল ও। পশ্চিম দিকে কিছুটা অগভীর অংশ দিয়ে ক্রীক পেরোল। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে জবুথবু অবস্থা সেজব্রুশের। ঝিমুচ্ছে শহরটা। সেলুনে ডাক্তার স্মিথ আর সুলিভান ছাড়া কেউ নেই। এক কাপ গরম চা হাতে বসে আছে ডাক্তার। মাঝেমধ্যে চুমুক দিচ্ছে।

'শুনলাম গত রাতে সার্কেল ওয়াই জাজ ও'নীলকে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দিয়েছে,' বলল ডাক্তার স্মিথ। তারপর মর্টের দিকে চোখ তুলল। 'সত্যিই নাকি?'

'খবর দেখছি এখানে খুব দ্রুত ছড়ায়,' ঘোঁৎ করে উঠল মর্ট। 'একদম বাতাসের চেয়ে দ্রুত।'

গম্ভীর হলো ডাক্তার। 'ঘাড়ে ফোঁড়া নিয়ে সার্কেল ওয়াইয়ের যে-রাইডার গত রাতে আমার কাছে এসেছিল, ও-ই বলেছে। ওর মোটা মাথায় একটা চেয়ার ভাঙতে হয়েছিল আমাকে।'

দু'চোখ সরু হয়ে গেল মর্টের। 'সার্কেল ওয়াইয়ের রাইডার!'

'নাম জানি না লোকটার। লোকটা বোধ হয় নেভাদা থেকে এসেছে। সে রকমই মনে হয়েছে আমার। ওর ঘাড়ে একটা ফোঁড়া ছিল। ফোঁড়ার বিষে ছটফট করছিল বেচারা। তাই না, সুলিভান?'

মর্ট তাকাল সেলুনমালিকের দিকে। ছাইয়ের মত সাদা দেখাচ্ছে লোকটার মুখ।

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না, ডক,' মর্ট বলল।

'অবশ্য ফোঁড়ার ব্যাপারটা ছিল আমার চেম্বারে ঢোকার একটা ছুতো মাত্র।'

'তার মানে...তুমি কি বলতে চাইছ যে, তোমাকে পেটানোর জন্যে একজন সার্কেল ওয়াই কাউবয়কে আমি তোমার চেম্বারে পাঠিয়েছি?'

'হ্যাঁ, মর্ট। আমি ঠিক তা-ই বলতে চাইছি। অস্বীকার করতে চাও?'

'হতে পারে পাঠিয়েছি, অথবা পাঠাইনি।' কাঁধ ঝাঁকাল সার্কেল ওয়াই বস। 'লোকটা এখন কোথায়?'

'ডাক্তারের হাতে ধোলাই খেয়ে এখানে এসেছিল,' এতক্ষণে কথা বলল সেলুনমালিক। 'এক বোতল মদ কিনে নিয়ে কোমরে গুঁজে বলেছে, ও সোজা নেভাদা চলে যাচ্ছে। এখানে আর থাকছে না।'

সকালে বাঙ্কহাউসে ঢুকে সিম উইন্টারকে খুঁজতে গিয়ে তার বিছানায় না-পাওয়ার কথা মনে পড়ল মর্টের। তা হলে পালিয়ে গেছে লোকটা!

'বলেছে, সার্কেল ওয়াইয়ে ফিরতে সাহসে কুলাচ্ছে না ওর,' বলে চলল সুলিভান। ''বলল, সার্কেল ওয়াইয়ে গেলে তুমি তাকে খুনও করে ফেলতে পার।''

'তা তুমি এখন কী করতে চাও, ডক?' ডাক্তারের দিকে চাইল মর্ট।

'কিসসু না। আমি তো জিতেছি, জিতিনি?'

'শুনলাম, তুমি নাকি নেস্টরদের চিকিৎসা করছ?'

'ভুল শোনোনি। আমি আজ দুপুরে ফের তাদের কাছে যাচ্ছি।'

আচমকা এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারের মুখে ঘুসি মারল মর্ট। ঘুসির চোটে টাল হারাল ডাক্তার। উল্টে পড়তে পড়তে

কোনওমতে ধপ করে বসে পড়ল। নাক থেকে রক্ত বেরিয়ে এল ওর। কালো দাড়ি লাল হয়ে উঠতে শুরু করল।

চোখ পিট পিট করে তাকাল ডাক্তার, তারপর ঝট করে উঠে একটা চেয়ার টেনে নিল। এগিয়ে গেল মর্টের দিকে। হোলস্টার থেকে .৪৫ পিস্তলটি বের করল মর্ট। ডাক্তারের বুকে সই করল। হিসহিসিয়ে বলল, 'তোমাকে আমি খুন করে ফেলব, ডাক্তার। স্রেফ খুন করে ফেলব!'

ভারী শরীর নিয়েও বারের ওপাশ থেকে প্রায় লাফ দিয়ে দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়াল সুলিভান। ডাক্তারকে বলল, 'ডক, বেরিয়ে যাও। তোমার যীশুর কিরে বলছি, বেরিয়ে যাও...প্লিজ, আমার কথা শোনো, ডক।'

আগুন চোখে মর্টের দিকে তাকিয়ে আছে ডাক্তার স্মিথ। মর্ট হাসল। হাত থেকে চেয়ার ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল ডাক্তার। এবার উঁচুস্বরে হাসল মর্ট। 'ঠিক আছে, সুলিভান। কোনও সার্কেল ওয়াই কাউবয় এলে বলে দিয়ো আমি তোমার অফিস রুমে থাকব।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা দোলাল সেলুনমালিক।

অফিস রুমে গিয়ে ঢুকল মর্ট। সন্তর্পণে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। চারদিক দেখছে সতর্ক চোখে। সন্দেহ করার মত কিছু দেখতে পেল না অবশ্য।

সার্কেল ওয়াই সতর্ক, আঘাত হানার জন্যে তৈরি। যতগুলো লোক আছে, তাদের সবাইকে হয়তো সেজব্রুশে থাকতে হতে পারে। চূড়ান্ত মুহূর্তে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত।

আচ্ছা, হঠাৎ একটা চিন্তা এসে ঢুকল মাথায়, হার্পার যদি কাজটা ঠিকমত শেষ করতে না-পারে, ওই উকিলকে যদি মারতে

ব্যর্থ হয়, তা হলে কী হবে? পর মুহূর্তে চিন্তাটাকে একদম ঝেঁটিয়ে বিদেয় করল মর্ট। দূর, হার্পার কাজটা ঠিকমতই শেষ করবে।

তবু?

এক মুহূর্ত ভাবল মর্ট। হ্যাঁ, তবু সম্ভাব্য জরুরি পরিস্থিতির জন্যে তৈরি থাকা দরকার।

ধীরে, খুব ধীরে দরজা খোলার শব্দ কানে এল ওর। চরকির মত ঝট করে ঘুরে গেল মর্ট। হাত চলে গেছে পিস্তলের বাঁটে। পর মুহূর্তে হাত সরে গেল। রোজির মাথাটা চিনতে পারল। 'হ্যালো, মর্ট,' ডাকল মেয়েটা।

'দরজায় নক করে ঢুকতে পার না?' জবাবে খেঁকিয়ে উঠল মর্ট।

'কেন, মর্ট? আমরা তো বন্ধু, তাই না?'

'আজ আমি কারও বন্ধু নই। বেরোও।'

এক মুহূর্ত বিভ্রান্ত বোধ করল রোজি। মর্টের রাগের কারণ বুঝতে চেষ্টা করল যেন, তারপর বেরিয়ে গেল।

সুয়িভাল চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল মর্ট, বোতল তুলে নিল, ছিপি খুলে ঢক ঢক করে ঢেলে দিল গলায়। নির্জলা হুইস্কি গলা দিয়ে নেমে গেল জ্বলতে জ্বলতে।

দুপুরের দিকে সুলিভান এসে নক করল দরজায়। মর্ট দরজা খুলে দিতে বলল, 'শহরে একজন ভবঘুরে এসেছে, মর্ট। এই মাত্র। এখন বারে বসে আছে। জিজ্ঞেস করতেই বলল, চাকরি খুঁজছে। কথা বলবে নাকি লোকটার সাথে?'

'গানম্যান?'

'সেটা জিজ্ঞেস করিনি।'

'পাঠিয়ে দাও এখানে।... ডাক্তার কোথায়?'

'এই মাত্র বেরিয়ে গেছে। নেস্টরদের ওয়্যাগনের কাছে যাবে বলল।'

'ঠিক আছে। লোকটাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

লোকটা এল। লম্বা। পরনে কালো স্লিকার। মুখ সূর্যের আলোয় পুড়ে তামাটে, ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে গালের চামড়ায়। নিজের নাম-ধাম কিছু বলল না। কোথেকে এসেছে, তাও না। কেবল বলল, সে একজন কাউপাঞ্চার-চাকরি পেলে করবে।

'বন্দুকে হাত কতটা চালু?' জানতে চাইল মর্ট।

লোকটা হাসল। 'মোটামুটি। সেরা বলা যাবে না। সেজব্রুশ রেঞ্জে গোলমাল চলছে নাকি?' পাল্টা প্রশ্ন করল।

'তেমন কিছু নয়। তবে আমি বন্দুকবাজ ভাড়া করছি।'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তাতে আগ্রহ বোধ করছি না।' আলগোছে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল আগন্তুক।

মিনিট দশেক পরে সুলিভানের সেলুনে গেল মর্ট। গুটিকয় নিয়মিত আড্ডাবাজ খদ্দের ছাড়া তেমন কেউ নেই আর সেলুনে। সেলুনকিপার বারের শেষপ্রান্তে এঁটো গেলাস আর বাসনকোসন ধুয়ে মুছে নিচ্ছে।

'ওই লম্বামত লোকটা,' সুলিভানকে বলল মর্ট। 'যাকে তুমি আমার কাছে পাঠিয়েছিলে, কোথায় গেছে বলতে পার?'

'তোমার সাথে কথা শেষ করে এখানে এসে আর দাঁড়ায়নি। উত্তর দিকে ঘোড়া ছোটাল দেখলাম।' হাতের কাজ শেষ করল সুলিভান।

'ঘোড়ার মার্কাটা খেয়াল করেছ?

'হ্যাঁ। বাম কাঁধে বার টিএস ছাপ মারা।'

'ওই ব্র্যাণ্ড আমার অচেনা। টেরিটরির বাইরের কোনও ব্র্যাণ্ড হতে পারে।' কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে। কিছু খাবারসহ রোজিকে আমার কাছে পাঠাও।'

'এক্ষুণি পাঠাচ্ছি, মর্ট।'

সার্কেল ওয়াইয়ের কিছু রাইডার এসে সেলুনে ঢুকল। কিছুক্ষণ পর আবার বেরিয়ে গেল। কিথ হার্পার এল বেলা তিনটার দিকে। ওর স্লিকার থেকে বৃষ্টির পানি ঝরছে টপ টপ করে।

'নেস্টররা এখন কোথায়, কিথ?' জানতে চাইল মর্ট।

টেবিলের ওপর গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে হার্পার খেয়াল করল প্রচুর মদ খাচ্ছে তার মনিব। কোনও মন্তব্য না-করে জবাব দিল ওর প্রশ্নের, 'রাতে ওদের সেজব্রুশ ক্রীক পেরিয়ে আসার কথা। রাতটা ক্রীকের উত্তর পাড়েই কাটাবে ওরা। সেটাই স্বাভাবিক।'

'কী করতে হবে জান নিশ্চয়?'

'জানি।' নিজের গ্লাসে চুমুক দিল হার্পার। 'ওই উকিলকে খুন করার পর কোথায় যেতে হবে বলোনি।'

'এখানে এসে রিপোর্ট করবে। রাতটা আমি এখানেই থাকব ভাবছি। জ্যাক কুনারকে র‍্যাঞ্চে পাঠিয়েছি, সবাইকে ডেকে আনার জন্যে।'

'শুনলাম, ডাক্তারকে মারধর করেছ?'

'ওটা ওর পাওনা হয়েছিল। শালা নেস্টরদের চিকিৎসা করতে যায়। ওই ব্যাটা উকিলের জন্যে প্রচুর টান...'

'আগামীকাল সকালে ওকে আর দেখা যাবে না,' কর্কশ স্বরে বলল হার্পার।

'বাইরে কী অবস্থা? আবহাওয়ার কথা জানতে চাচ্ছি।'

'বৃষ্টি কমেছে। মেঘ সরে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে। আজ রাতে চাঁদ দেখা যাওয়া উচিত, অন্তত এভাবে চললে। আশা করছি, উইনচেস্টারের সাইটে অনেক নেস্টরকে পাওয়া যাবে।' হাসল হার্পার।

'কাজটাকে অত হালকাভাবে নিয়ো না, কিথ।'

'নিচ্ছি না।' হাসি থামাল হার্পার। 'আমি ক্লান্ত বোধ করছি, মর্ট। একটু গড়িয়ে নিলে কি তুমি মাইণ্ড করবে? সন্ধের আগে আমার কোনও কাজ নেই।'

'তুমি এখন সারাক্ষণই ক্লান্ত থাক,' অভিযোগের স্বরে বলল মর্ট।

স্লিকারের দুই পকেটে দুটো হুইস্কির বোতল ভরে নিল হার্পার। তারপর বেরিয়ে গেল রুম থেকে। একটু পরে মিশকালো একটা গেল্ডিংয়ের পিঠে চড়ে শহর ছাড়ল। সন্দেহ এড়ানোর জন্যে প্রথমে দক্ষিণ দিকে ঘোড়া ছোটাল। শহর থেকে চোখের আড়াল হতে পশ্চিমে মোড় নিল। কিছুদূর যাওয়ার পর এবার উত্তরে সেজব্রুশ ক্রীকের দিকে চলল।

বৃষ্টি কমেছে, তবে একেবারে থেমে যায়নি। প্রেইরির বুকে মাঝে মধ্যে আসছে জোরে সোরে; কিছুক্ষণ পর বেগ কমে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে রূপ নিচ্ছে। এক এক সময় থেমে গেলে হালকা মেঘের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে চাঁদ।

কাজটা সুচারুভাবে সমাধা করা ছাড়া এ-মুহূর্তে আর কিছুই ভাবছে না হার্পার। জনসনকে হত্যার নানা ছক কাটছে মনে

মনে। লোকটাকে চিনতে সমস্যা হবে না। লম্বা কালো একটা স্লিকার থাকবে ওর গায়ে; ওর ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গি, ধূসর রঙের ঘোড়া–সবই চেনা।

নেস্টররা যেখানে ক্যাম্প করেছে, তার মাইলখানেকের মধ্যে পৌঁছতেই উঁচু-নিচু ভূমি শুরু হলো। অন্ধকারে বৃষ্টি ভেজা পথে ঘোড়া চালাতে গিয়ে হিমশিম খেতে লাগল সে। ভেজা পিচ্ছিল মাটিতে যে কোনও মুহূর্তে পিছলে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে এগোতে লাগল ওর ঘোড়া। শেষ পর্যন্ত কোনও রকম দুর্ঘটনা ছাড়াই নেস্টরদের ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছাল হার্পার। পাহারারত দু'জনকে দেখল দূর থেকে।

সারিবদ্ধ ওয়্যাগনগুলোর পূর্ব ও পশ্চিম পাশে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে ওরা। প্রায় সিকি মাইল লম্বা ওয়্যাগন সারির উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে নির্দিষ্ট সময় পর পর মিলিত হচ্ছে। ফের দূরে সরে যাচ্ছে। রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত প্রথম শিফটে কোনও ধূসর রঙের ঘোড়া দেখা গেল না।

দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত থেমে থেমে বৃষ্টি হয়ে গেল।

সারির উত্তর মাথায় যেখানে পাহারাদার দু'জন একত্রিত হচ্ছে, সেখান থেকে একটু দূরে বিপরীত দিকের একটা অনতি উচ্চ টিলার ওপর ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে হার্পার।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে শ'খানেক ফুট নীচে পাহারাদারদের মিলিত হওয়ার নির্দিষ্ট জায়গা। একত্রিত হয়ে পাহারাদাররা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে, তারপর আবার বিপরীত দিকে হাঁটা শুরু করছে নিজ পাশ ঘুরে।

দ্বিতীয় শিফটেও কোনও ধূসর ঘোড়া চোখে পড়ল না হার্পারের। মুখ হাঁ করে হাতের বোতলটা ফের উপুড় করল ও।

খালি!

বিড় বিড় করে খিস্তি আউড়ে খালি বোতলটা ছুঁড়ে ফেলতে গেল। হাত থেকে ছেড়ে দেয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে মত পাল্টাল। খালি বোতল অন্ধকারে পাথরের ওপর পড়লে শব্দ হতে পারে। তাতে সন্দেহ সৃষ্টি হবে নেস্টরদের মনে। সে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারতে এসেছে এখানে। অনর্থক ঝুঁকি নেয়ার কোনও দরকার নেই।

আস্তে করে খালি বোতলটা মাটির ওপর রাখল ও। মাটিতে পেট ঠেকিয়ে উপুড় হয়ে শুলো সে নিজেও। পয়েন্ট থার্টি থার্টি উইনচেস্টারটা বসাল একটা পাথরের ওপর। ভেজা মাটির সংস্পর্শে ঠাণ্ডা বোধ করছে। মাতাল মাতাল লাগছে নিজেকে। ইদানীং এ-সমস্যাটা হচ্ছে ওর। কয়েক ঢোক পেটে পড়লেই মনে হয় মাতাল হয়ে পড়বে।

রাইফেলের ভেজা স্টকে মুখ ঠেকিয়ে সাইটে চোখ রাখল সে, সন্তুষ্ট হয়ে একটু নিচু করল নলটা। তারপর পকেট হাতড়ে হুইস্কির দ্বিতীয় বোতলটা বের করল। দাঁতে কামড়ে ওটার ছিপি খুলল।

অবশেষে মধ্যরাত হলো। বৃষ্টি থেমে আকাশে মেঘের ওড়াওড়ি। ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিচ্ছে চাঁদ; কখনও এক মুহূর্ত, একেকবার মিনিটখানেকের জন্যে। বৃষ্টিভেজা সেজঝোপে ঝিকিয়ে উঠছে সাদা মোলায়েম আলো।

নেস্টরদের পাহারায় রদবদল হচ্ছে টের পেল হার্পার। মিনিট কয়েক পর নতুন গার্ড দু'জনকে দেখল ও যেখানে আছে, সেদিকে আসছে। আচমকা বুকের ভেতর রক্ত যেন ছলাৎ করে উঠল ওর। পশ্চিম পাশের গার্ডের ঘোড়ার রঙ ধূসর। গার্ডের

গায়ের স্লিকারটা কালো রঙের। তা হলে শেষ পর্যন্ত এসেছে শাইস্টার! ভাবল ও।

ও যেখানে আছে, তার নীচে গার্ড দু'জন মিলিত হলো। নিচুস্বরে কথা বলল নিজেদের মধ্যে, তারপর ফের দক্ষিণে চলল। হার্পার আরেকটু নিচু করল ওর রাইফেলের নল। ওর হাত সামান্য কাঁপছে। টের পেয়ে বিড় বিড় করে গাল বকল নিজেকে। এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসে মদটা আরেকটু কম খেলেও পারত।

গার্ডরা তাদের মিটিং-পয়েন্ট সব বার একত্রে এসে পৌঁছায় না। মাঝে মধ্যে যে কোনও একজন একটু আগে এসে যায়। ব্যাপারটা খেয়াল করেছে হার্পার। যে আগে এসে পৌঁছায়, সে অপরজন না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে।

খুন করার সময় উকিলকে নীচে একাই পেতে চায় ও। অপর গার্ড একটু দূরে থাকলে ওর জন্যে পালাতে সুবিধে হবে। পালাবার সময় ও চায় না, কেউ ওকে তাড়া করুক। কিংবা তাড়া করলেও দু'জনের মধ্যে যেন খুব ভাল একটা দূরত্ব থাকে।

ভাবতে ভাবতে আবার বোতলটা উপুড় করল মুখের ওপর। অপেক্ষা করছে ও।

ধূসর ঘোড়াটা আবার দেখা গেল। জিভ দিয়ে চেটে দু'ঠোঁট ভিজিয়ে নিল হার্পার। দূরত্ব দেখে বোঝা যাচ্ছে, সঙ্গীর অনেক আগেই মিটিং-পয়েন্টে পৌঁছে যাবে উকিল। ধূসর ঘোড়াটি এখন তার অবস্থানের ঠিক নীচে। সওয়ারী অপেক্ষা করছে তার সঙ্গীর জন্যে। ধীরে ধীরে, সাবধানে হার্পার ওকে সই করল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আকাশে এ-মুহূর্তে চাঁদের কাছাকাছি কোনও মেঘ নেই। জোছনায় সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বেসিনের নীচে

পুরোটাই আলোয় উজ্জ্বল।

অশ্বারোহীর মুখ ওর দিকে। তবে হার্পার ওর চেহারা দেখতে পেল না। কারণ রেইন হেলমেটটা টেনে মুখের ওপর নামানো। লোকটাকে পুরোপুরি রাইফেলের সাইটে নিয়ে এল ও। ওর বুক সই করল। তারপর একটুও তাড়াহুড়ো না-করে টেনে দিল রাইফেলের ট্রিগার।

ভারী উইনচেস্টারের ধাক্কা অনুভব করল ও কাঁধে। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল ধূসর ঘোড়া, পিছিয়ে গেল। স্যাডলের ওপর বেঁকে যেতে দেখল হার্পার আরোহীর শরীর।

এবার উঠে দাঁড়াল হার্পার। রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে ফের গুলি করল। এবার ঘোড়াটাকে পড়ে যেতে দেখল ও। ঘোড়ার শরীরের নীচে চাপা পড়ে গেল আরোহীর শরীর। কয়েক মুহূর্ত ছটফট করে নিস্তেজ হয়ে পড়ল ঘোড়াটা।

এবার অন্য গার্ডের দিকে নজর দিল হার্পার।

দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এল লোকটা। একই সাথে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করল ওয়্যাগনের ঘুমন্ত লোকদের সচেতন করার জন্যে। ছুটতে ছুটতেই রাইফেল তুলল। হঠাৎ ওর ঘোড়াটার পা পিছলে গেল। পড়তে পড়তে থেমে গেল ওটা। টাল সামলাতে গিয়ে আরোহীর কাঁধ থেকে ছিটকে গেল রাইফেল। কিন্তু ততক্ষণে গুলি ছুঁড়েছে ও। হার্পারের ঠিক সামনের পাথরটায় লাগল গুলি, ছিটকে গেল একদিকে।

পাঁই করে ঘুরল হার্পার। নিজের ঘোড়ার উদ্দেশে ছুটল।

মিনিট দশেক পরে একটা মেসার ওপর দিয়ে ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে পেছন ফিরল ও। নাহ, পেছনে কাউকে তাড়া করে আসতে দেখা যাচ্ছে না। আরেকটু এগিয়ে ঘোড়া থামিয়ে

তাকাল এবার। ভাল করে চেয়ে দেখল। পেছনে যতদূর চোখ যায়, ততদূরেও একটা কালো ফোঁটা পর্যন্ত ওর চোখে পড়ছে না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ও। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল।

ও এখন নিশ্চিত যে, উকিলকে শেষ করেছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে লোকটাকে একবারও নড়তে দেখেনি। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল, কাছে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসতে। তা হলে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যেত। কিন্তু পেছনে গার্ডটা যেভাবে চিৎকার করতে করতে ধেয়ে এসেছে, তাতে আর ওখানে অপেক্ষা করতেও সাহস হয়নি। চেঁচাতে চেঁচাতে খুব দ্রুত এগিয়ে আসছিল দ্বিতীয় গার্ড, যেন বুঝতে পেরেছিল তার সঙ্গীকে যে গুলি করেছে, সে ঠিক কোথায় আছে।

হুইস্কির বোতল থেকে বাকি মদটা গলায় ঢেলে ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিল এক দিকে। পর মুহূর্তে পাথরের বোল্ডারে বোতল ভাঙার শব্দ শুনতে পেল সে।

আচমকা শিউরে উঠল হার্পার। ওর হাতের আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল। ও একটা লোককে খুন করেছে, ও খুনি। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হলো, লোকটাকে সে সামনাসামনি খুন করেনি। খুন করেছে অ্যাম্বুশ করে। পশ্চিমে এটাকে খুব বড় ধরনের অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবণতায় ওর ইচ্ছে হচ্ছে, এক্ষুণি ঘোড়া ঘুরিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যেতে। কিন্তু স্বাভাবিক যুক্তিবোধ তাতে বাধা দিচ্ছে। ও যদি হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়, তা হলে উকিল রিচার্ড জনসনের খুনি কে, তা বোঝার জন্যে কাউকে একটুও মাথা ঘামাতে হবে না। ওর অনুপস্থিতিই সেটা প্রমাণ করে দেবে। সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেবে সে, উকিলকে খুন করে গা ঢাকা

দিয়েছে কিথ হার্পার। নেস্টররা দুয়ে দুয়ে চার গুণবে, পাঁচ নয়। সবাই দেখবে, উকিল রিচার্ড জনসনকে অ্যাম্বুশ করে খুন করা হয়েছে, সার্কেল ওয়াই ওকে খুন করতে চায়—এবং কিথ হার্পার সেজব্রুশ থেকে লাপাত্তা। তার মানে হার্পার ওকে অ্যাম্বুশ করে খুন করেছে। ও একজন খুনি।

মন্টানা প্যাসিফিক কোম্পানির টেলিগ্রাফের তারে ঝঙ্কার উঠবে, সবখানে খুনি হিসেবে ছড়িয়ে পড়বে ওর নাম। পুরস্কার প্রত্যাশীরা বেরিয়ে পড়বে ওর খোঁজে। কোথাও না কোথাও আইনের হাতে ধরা পড়বে সে। সেজব্রুশে সে কোনও নিরাপত্তা পাবে না।

দক্ষিণে ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে রাইফেলে গুলি ভরল ও। ভাবল, যে দুটো গুলি ছুঁড়েছে সেগুলো যদি ফের কুড়িয়ে নিয়ে আসা যেত! পর মুহূর্তে চিন্তাটা নাকচ করে দিল। কোনও দরকার নেই তার। মন্টানায় এরকম শয়ে শয়ে উইনচেস্টার পাওয়া যাবে, যেগুলো একই ধরনের গুলি ব্যবহার করে।

স্যাডলের ওপর মাতালের মত টলতে টলতে সেজব্রুশে পৌঁছল ও। ঘোড়া নিয়ে লিভারি বার্নে ঢুকল না। অসলার এত রাতে তাকে ঘোড়া নিয়ে বার্নে ঢুকতে দেখলে এবং কাল সকালে ঘুম থেকে রিচার্ড জনসনের অ্যাম্বুশে মৃত্যুর খবর শুনলে দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে শুরু করবে।

সুলিভানের সেলুনের পেছনে ছোট্ট একটা বার্ন আছে। খুব কমই ব্যবহার করা হয় বার্নটা। বেশির ভাগ সময় খালি পড়ে থাকে। ওদিকে গেল হার্পার। বার্নে ঢুকে ঘোড়া থেকে নামল। ওটার পিঠ থেকে স্যাডল খসিয়ে নিয়ে র‍্যাকের ওপর রাখল। ভেজা ব্লাঙ্কেটটাও রাখল আড়াআড়ি ভাবে। আস্তাবলে কিছু খড়

পাওয়া গেল। ঘোড়াটার সামনে ঠেলে দিল ওটা হার্পার। আসার সময় ঝরনা থেকে পেট পুরে পানি খাইয়ে এনেছে। সুতরাং পানির প্রয়োজন হবে না।

বার্ন থেকে বেরিয়ে এল ও। সাবধানে দরজা আটকে দিয়ে সামনের ছোট্ট গলিপথটায় দাঁড়াল। আশা করছে, ও যে বার্নে ঢুকেছিল, কেউ তা জানতে পারবে না।

গলির এ-মাথা ও-মাথা চোখ বুলাল ও সতর্কভাবে। ভেজা রাস্তায় কারও চলাচলের শব্দ শুনতে পেল না। নিশ্চিন্ত বোধ করছে। এখানে আসার সময় কেউ ওকে দেখতে পায়নি। আরও সামনে তাকাল সে। সুলিভানের সেলুনের সামনের অংশটা ভালভাবে দেখল।

এরপর সুলিভানের অফিস রুমের দিকে খেয়াল করল। রুমের তিনটি জানালার প্রত্যেকটিরই খড়খড়ি নামানো। ফাঁক দিয়ে এক চিলতে হলুদ আলোর আভাস। মর্ট কি এখনও ওই অফিসে আছে?

জানে না সে। জানার গরজও বোধ করছে না। ও এখন মর্টের সঙ্গে দেখা করতে চায় না–ও কেবল ঘুমোতে চায়। কিন্তু ঘুমোবে কোথায়?

মার্সের দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ির ওপর চোখ পড়ল ওর। ওটার ওপরের তলায় উকিলের অফিস ছিল। ওখানে একটা বাঙ্ক আছে। ওর অফিসে হামলা করার সময় বাঙ্কটা দেখেছিল ও। ওটার কথা এখন মনে পড়ল।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে পা ফসকে গেল ওর। হাঁটুর চামড়া ছিলে গেল। চরম বিরক্তিতে বিড় বিড় করে গাল বকল হার্পার। দোতলায় উঠে দেখল ঘরের দরজায় তালা দেয়া। এক

মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর পিছিয়ে এসে কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। ভারী কাঁধের ধাক্কা সইতে পারল না দরজা। কবজা ভেঙে গিয়ে হাঁ করে খুলে গেল।

ঘরে ঢুকল হার্পার। দরজা ভেজিয়ে দিল।

এখানে উকিল জনসন ওকে ঘুসি মেরে সিঁড়ি থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিল। ব্যাপারটা ভোলেনি হার্পার। উকিল জনসন জীবন দিয়ে ঋণ শোধ করেছে। হার্পার এখন তার বিছানায় ঘুমোবে।

ষোলো

গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রিচের। গা থেকে কম্বল সরিয়ে উঠে বসল ও। তাড়াতাড়ি বুট আর স্পার ছাড়া আর সব পোশাক পরে নিল। ওয়্যাগনের ভেতর থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'রাইফেলের গুলি!'

উদ্বেগ বোধ করছে রিচ। রাতের নীরবতা ভেঙে আরেকটা গুলির শব্দ পেল। শব্দ আসছে উত্তর দিক থেকে। একটা লোক চিৎকার করে সাহায্য চাইল। এরপর অটুট নীরবতা। কান পেতে রইল রিচ।

সবগুলো ওয়্যাগনের লোকজন জেগে উঠতে সে-নীরবতা

ভাঙল। সবাই হৈ হল্লা করতে করতে নিজ নিজ ওয়্যাগন থেকে নেমে এল। অনেকে আচমকা ঘুম ভেঙে উঠে পোশাক পরার সময় পর্যন্ত পায়নি। তবে সবার হাতে অস্ত্র শোভা পাচ্ছে।

রিচের বাহু ধরে টান দিল বিল কারসন। রিচের কানের কাছে বোমা ফাটানোর শব্দ করে চেঁচাল, 'সার্কেল ওয়াই আমাদের গার্ডের ওপর হামলা করেছে!'

'হ্যাঁ, উত্তর দিক থেকে,' মাথা ঝাঁকিয়ে ছেলেটার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রিচ। একটু দূরে বাঁধা নিজের ঘোড়াটার উদ্দেশে ঝাঁপ দিল প্রায়। ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপানো। স্যাডল হোলস্টারে ওর উইনচেস্টার। টেনে বের করে নিল রাইফেলটা। ছোট কাঁটাঝোপে ওর পা ছড়ে গেছে, দু'একটা কাঁটা পায়ে বিঁধেছেও, তবে পাত্তা দিল না ও। ঘোড়ায় চড়ল।

ঘোড়াটা নিজের নয় রিচের। সে-ব্যাপারে মনে হলো ঘোড়াটা নিজেও সচেতন। মাঝরাতে ঘোড়াদেরও যে মানুষের মত ঘুমোনোর অধিকার আছে, সেটা বেকুব সওয়ারীকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যেই যেন চারপায়ে লাফিয়ে উঠে পিঠ থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা চালাল। অন্য সময় হলে হয়তো বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করার প্রয়াস চালাত আরোহী। কিন্তু এখন সেদিকে গেল না।

সজোরে লাগাম টেনে ধরল রিচ। নগ্ন দু'পা প্রায় গেঁথে ফেলল ঘোড়ার দুই পাশে। সওয়ারীর মেজাজ টের পেয়ে নিমেষে সুবোধ বনে গেল গেল্ডিং ঘোড়াটা।

'ছড়িয়ে পড়ো...ছড়িয়ে পড়ো তোমরা সবাই,' চেঁচিয়ে হুকুম দিল রিচ। 'তবে ওয়্যাগনের কাছ থেকে একশ' ফুটের বেশি দূরে যেয়ো না। মেয়েরা, তোমাদের যাদের যাদের অস্ত্র আছে, তৈরি

হও। আমি আগে দেখি কী ঘটেছে,' বলতে বলতে উত্তর দিকে ঘোড়া ছোটাল।

চাঁদের আলোয় একজন রাইডারকে ছুটে আসতে দেখা গেল। লোকটাকে চিনল রিচ। গার্ডদের একজন। 'কী হয়েছে?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল।

'যাজক...' কাছে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল লোকটা। 'গুলি লেগেছে ওর গায়ে। বিউট থেকে গুলি করেছে কেউ। অ্যাম্বুশ। আমি...'

'মারা গেছে?'

'বলতে পারব না। দেখার সময় পাইনি। আমি ভেবেছি, সার্কেল ওয়াই ওয়্যাগন ট্রেনে হামলা চালিয়েছে। আমি তাই ছুটে এসেছি। আমার বউ...দুটো বাচ্চা...'

'সার্কেল ওয়াইয়ের লক্ষ্য ওয়্যাগন ট্রেন নয়,' কর্কশ স্বরে বলল রিচ। 'সে রকম হলে সরাসরি ওখানেই হামলা চালাত ওরা। বিউট থেকে গার্ডদের গুলি করত না। ওরা শুধু একজনকে খুন করার জন্যে অ্যাম্বুশ করেছে। নির্দিষ্ট কোনও একজনকে।'

ঘোড়া সামনে বাড়াল রিচ। আচমকা সত্যিটা বুঝতে পারছে ও। আজ রাতে ডিউটির সময় ও নিজের ঘোড়ায় চড়েনি। ওর ঘোড়াটা ধূসর বর্ণের রোয়ান। ওটায় চড়ে নিজের পালায় পাহারা দিতে গিয়েছিল রেভারেণ্ড জেফরি। জেফরির এককভাবে কারও টার্গেট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। টার্গেট ছিল ধূসর ঘোড়াটা–অর্থাৎ ঘোড়ার মালিক রিচ নিজেই। ওকে নিকেশ করে দিতে পারলে নেস্টরদের দিক থেকে আর কোনও ঝামেলার আশঙ্কা করবে না সার্কেল ওয়াই। সুতরাং মর্ট হ্যামণ্ড অ্যাম্বুশ করার জন্যে লোক পাঠাতেই পারে। ওর মত চিন্তা করলে রিচ নিজেও তা-ই করত।

কে আড়াল থেকে গুলি চালিয়েছে, সেটা বুঝতেও খুব একটা বেগ পেতে হচ্ছে না রিচকে। এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সারার জন্যেই তো বেতন দিয়ে পোষা হচ্ছে বন্দুকবাজ কিথ হার্পারকে।

মৃত ঘোড়ার পাশে বসে আছে জেফরি। বাম কাঁধ চেপে ধরে আছে শক্তভাবে। ব্যথায় মুখ বিকৃত। ঘোড়া থেকে নেমে ওর পাশে বসে পড়ল রিচ। 'কী অবস্থা, রেভারেণ্ড?'

'মনে হয়...কাঁধটা ভাঙেনি। হাত নাড়াচাড়া করতে পারছি। তবে নাড়াচাড়া করতে গেলে ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে।'

রেভারেণ্ডের কালো স্লিকার রক্তে ভিজে গেছে, খেয়াল করল রিচ। মৃদুস্বরে বলল, 'ওই লোক তোমাকে অ্যাম্বুশ করেনি, রেভারেণ্ড। ওর টার্গেট ছিলাম আমি। কিন্তু আজ রাতে ধূসর রোয়ানটায় না-চড়ায় আমি প্রাণে বেঁচে গেছি।'

'তোমাকে গুলি করার চেয়ে আমাকে গুলি করাটাই ভাল হয়েছে, রিচ?'

'মানে? কী বলছ তুমি?'

'এই কৃষকদের আমার চেয়ে তোমাকেই বেশি প্রয়োজন।'

'ওয়্যাগন থেকে কেউ না কেউ এসে পড়বে এক্ষুণি। আমরা তোমাকে নিয়ে যাব। তারপর খবর পাঠাব ডাক্তার স্মিথের কাছে।'

'তার দরকার হবে না। আমি নিজেই সেজব্রুশ যেতে পারব।'

'না, তোমাকে যেতে হবে না।'

উঠে দাঁড়াল রিচ। নার্ভাস বোধ করছে। রেভারেণ্ডের ধূসর ঘোড়াটা নিহত হয়েছে। জন্তুটার কানের পেছনে গুলি লেগেছে। রক্ত জমাট বেঁধে আছে ওখানে। ঘোড়াটা ওর। খিস্তি আওড়াল

ও। 'ওই মর্ট হ্যামণ্ডকে এক্ষুণি গিয়ে গুলি করে মারা উচিত।'

'উঁহুঁ,' কষ্টে মাথা নাড়ল রেভারেণ্ড। 'শান্ত হও, রিচ। হুট করে কোনও কাজ করতে যেয়ো না। আমরা এখানে সবাই এক দলে। আগে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে হবে। সবাই মিলে ভাবলে নিশ্চয় এর চেয়ে ভাল কোনও উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল রিচ, তারপর মৃদু স্বরে বলল, 'ঠিক বলেছ তুমি।'

দু'জন কৃষক দৌড়ে এল তাদের কাছে। একটা স্ট্রেচার বয়ে আনছে ওরা। ওদের একজন তরুণ বিল কারসন।

'আমার মনে হয়, আমি হেঁটে যেতে পারব,' আপত্তি জানাল রেভারেণ্ড। ওকে নিয়ে এদের ব্যস্ততা দেখে বিব্রত বোধ করছে।

মাথা নেড়ে ওকে নাকচ করে দিল রিচ। 'না, তুমি স্ট্রেচারে করে যাবে।'

স্ট্রেচারে করে যাজককে ওর ওয়্যাগনে নিয়ে যাওয়া হলো। ওর গা থেকে স্লিকার আর শার্ট খোলায় মিসেস জেফরিকে সাহায্য করল রিচ। বাতির আলোয় দেখা গেল, রেভারেণ্ডের বাম কাঁধে বুলেট ঢোকার ছোট কিন্তু গভীর গর্তটা।

ওয়্যাগন থেকে বেরিয়ে এল রিচ। বিলকে বলল, 'তুমি শহরে গিয়ে ডাক্তার স্মিথকে ডেকে নিয়ে এসো। সাবধানে যাবে কিন্তু। পারতপক্ষে কারও চোখে পড়তে যেয়ো না যেন।'

'ঠিক আছে, রিচ,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল বিল। 'আমি সাবধানে যাব।'

ডাক্তারকে নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে এল বিল। ঘোড়ায় চড়ে এসেছে ডাক্তার। স্যাডল ফর্কের সাথে ঝুলছে ওর

ওষুধপত্তরে ভরা ব্যাগ।

যাজকের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করার সময় কেবল যাজকপত্নী আর রিচই রইল ডাক্তারের সাথে। কাজ শেষ করে হামাগুড়ি দিয়ে ওয়্যাগন থেকে বেরিয়ে এল ডাক্তার। রিচের সাথে কথা বলল, 'বুলেট ঢোকার মুখটা সরু দেখালেও ভেতরটা আস্তে আস্তে চওড়া হয়ে গেছে।'

'ওর অবস্থা কতটা খারাপ, ডক?' উদ্বেগে কেঁপে উঠল রিচের গলা।

'খুব একটা খারাপ না,' ওকে আশ্বাস দিল ডাক্তার। 'ওষুধ যা দেয়ার দিয়েছি। এখন পর্যাপ্ত খাবার আর বিশ্রাম পেলে দু'দিনেই দাঁড়িয়ে যাবে। অবশ্য...' থামল ডাক্তার।

'কী, ডাক্তার?'

মৃদু হাসল ডাক্তার। 'আজ রাতে মনে হয় ওর পাশে স্বর্গীয় দূতেরা এসে দাঁড়িয়েছিল। গুপ্তঘাতক ওর বুক সই করেই গুলি করেছিল। সরাসরি বুকে লাগলে তো তখনই দফা রফা হয়ে যেত। আর কণ্ঠায় লাগলে...। কাঁধ ঝাঁকাল। 'তবু কণ্ঠার হাড়ে আঁচড় কেটেছে গুলি। আঁচড় কেটে মাংসে গিয়ে ঢুকেছে। এখন ইনফেকশন না-হলেই বাঁচোয়া। পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।'

'তা হলে তো ওকে তোমার চেম্বারে নিয়ে যাওয়া উচিত,' প্রস্তাব করল রিচ।

'উঁহুঁ।' ভারী মাথাটা নাড়ল ডাক্তার। 'ও বরং এখানেই আরামে থাকবে। আমার একটা চেম্বার আছে বটে। কিন্তু শোয়ার জন্যে স্রেফ একখানা বাঙ্ক আর সেই উঁচু টেবিলটা। আমি প্রার্থনায় বিশ্বাস করি না–যদি করতাম, তা হলে ছোটখাট একটা হাসপাতালের জন্যে বলতাম।'

'প্রার্থনা না-করলেও তুমি হয়তো একখানা পেয়ে যাবে, ডক। কৃষকরা যদি হ্যামণ্ডদের হাতে খুন না-হয়ে যায়, এখানে স্বাভাবিকভাবেই আগামীতে বাচ্চাকাচ্চা হবে, মানুষ অসুস্থ হবে। ডাক্তার তো লাগবেই।'

'মর্ট হ্যামণ্ড এখন সুলিভানের অফিসে। সার্কেল ওয়াই তাদের শহরের অফিস হিসেবে ব্যবহার করে ওটাকে। তুমি জান নিশ্চয়?'

'জানি।' মাথা নাড়ল রিচ।

'মর্ট আর হার্পার ওই অফিসে বসে প্রচুর মদ খেয়েছে। তবে হার্পার এখনও ওখানে আছে কিনা জানি না।'

'হার্পার হয়তো আরেকটা অ্যাম্বুশে বেরিয়ে যেতে পারে!' তেতো হাসল রিচ।

মোটা থলথলে দু'হাত দু'দিকে মেলে দিল ডাক্তার। 'তা কেন? অন্য কেউও তো হতে পারে। এমন কী, মর্ট হ্যামণ্ড নিজে হতেও বাধা কোথায়?'

'ওই বুলেটটা আমাকে লক্ষ্য করেই ছোঁড়া হয়েছিল, ডাক্তার। তবে আমার সৌভাগ্য যে, লক্ষ্যস্থলে আমি ছিলাম না–রেভারেণ্ড ছিল।'

ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকাল। 'সেটা আমিও বিশ্বাস করি। কিন্তু তোমার হাতে প্রমাণ নেই। সার্কেল ওয়াই রাইডাররা শহরে ঘোরাফেরা করছে। সংখ্যাটা অন্যদিনের চেয়ে বেশি।'

'আমরা আগামীকাল নাগাদ শহরে ঢুকব। ওরা তা জানে। তাই অপেক্ষা করছে। মনে হয়, আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর সময় প্রচুর বাজি-পটকা ফুটবে।'

'তোমাদের সাথে মহিলা এবং শিশুরাও থাকবে, রিচ।' ওর

ঠাট্টায় কান দিল না ডাক্তার।

'তা থাকবে। আমরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলেছি। কিন্তু মহিলারা বলেছে, তারা কেউ ফিরে যাবার জন্যে এতদূর আসেনি। ওরা ওদের স্বামীদের সাথেই থাকবে। এ নিয়ে ভোটাভুটিও হয়ে গেছে। না-যাওয়াদের পক্ষই জিতেছে। ওয়্যাগন যখন শহরে ঢুকবে, তখন ওরাও সাথে থাকবে।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল ডাক্তার। মাথা নাড়ল। তারপর ফের কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়ল। সেজব্রুশ ক্রীকে পানি কমে এসেছে। ঘোড়াটা অনায়াসে সাঁতার কেটে ওপারে উঠে গেল। ওর গমনপথের দিকে চেয়ে রইল রিচ।

শহরে ঢুকে গলা ভেজানোর আশায় সুলিভানের সেলুনে ঢুঁ মারল ডাক্তার। সার্কেল ওয়াই রাইডাররা অলস সময় কাটাচ্ছে সেলুনে। কেউ কেউ চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু আধটু ঘুমিয়েও নিচ্ছে। কারও কারও নাক ডাকার শব্দে বোঝা যাচ্ছে গভীর ঘুমে মগ্ন। তিনজনে মিলে এক কোণে এক পেনিতে ড্র পোকার খেলছে। রোজি বারে খদ্দেরদের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত।

'সুলিভান কোথায়?' জানতে চাইল ডাক্তার স্মিথ।

'ওপরের তলায়। ঘুমাচ্ছে,' জবাব দিল মেয়েটি। 'মানুষের যে একটু ঘুম-বিশ্রামের দরকার আছে, তুমি তো সেটাও অবশ্যই জান, ডাক্তার।' চোখ সরু করে তাকাল। 'এতক্ষণ ধরে তুমি ছিলে কোথায়?'

ডাক্তার জবাব দেয়ার আগে অফিসের দরজা খুলে গেল। মর্ট হ্যামণ্ড এসে ঢুকল। ওর মাথার চুল উস্কখুস্ক, চোখদুটো আগুনের মত লাল। বুটসুদ্ধ একটা পা টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে ডাক্তারের ডান পাশে বসল। হুইস্কির অর্ডার দিল। তারপর

তাকাল ডাক্তারের দিকে। সাবধানে সরে গিয়ে ওর নাগালের বাইরে বসল ডাক্তার।

'এত রাতে চেম্বারের বাইরে কী করছ, ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করল মর্ট।

'নেস্টরদের ওখানে গিয়েছিলাম,' জবাব দিল ডাক্তার মৃদু স্বরে। 'ওদের একজনকে অ্যাম্বুশ করা হয়েছে। গুলি লেগেছে গায়ে।'

'কে?'

'রেভারেণ্ড অ্যামোস জেফরি।'

ভুরু উঁচাল মর্ট। 'অক্কা পেয়েছে নাকি স্বর্গীয় দূত?'

'না।' আহত হয়েছে। কাঁধে বিঁধেছে গুলি। দিন কয়েক পর পুরোপুরি সেরে উঠবে।'

হুইস্কি ভরা গ্লাসের দিকে তাকাল মর্ট। চিন্তিত। 'অ্যাম্বুশ করা হয়েছে বলছ কেন? অন্যরকমও তো হতে পারে।'

পুরো ঘটনা খুলে বলল ডাক্তার। সেলুনে এখন অটুট নীরবতা। ডাক্তারের নিচু স্বরের কথা ভালমত শোনার জন্যে সবাই কান পেতে আছে। কেউ কেউ বারের কাছে চলে এসেছে আরেকটু পরিষ্কার শোনার জন্যে। বারে হেলান দিয়ে রোজিও শুনছে, কিছুই মিস করছে না।

'উকিলের পাহারা দেয়ার পালা ছিল দশটা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত,' বলে চলল ডাক্তার। 'আর ও ওর ধূসর ঘোড়াটায় চড়েনি। অন্য এক ঘোড়ায় চেপে পাহারার কাজ শেষ করেছে। ধূসর ঘোড়াটায় চড়েছিল জেফরি। গুপ্তঘাতক, আমার মনে হয়, লোক চিনতে ভুল করেছিল।'

ওর কথা শুনতে শুনতে চিন্তা করছে মর্ট, চোখ হুইস্কির

গ্লাসে। 'কাজটা ওরা কার বলে ভাবছে, ডাক্তার?' চোখ তুলে জানতে চাইল।

কাঁধ ঝাঁকাল ডাক্তার। 'জিজ্ঞেস করিনি। সেটা আমার কাজ নয়, মর্ট। আমার দায়িত্ব চিকিৎসা করা। তা-ই করে এসেছি। ওটা শেরিফের কাজ।' বারের চারদিকে তাকাচ্ছে সে। হার্পারকে না-দেখে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের নতুন শেরিফ কই? তাকে দেখছি না যে!'

'সান প্রেইরিতে, সম্ভবত,' পাত্তা না-দেয়ার ভঙ্গিতে জবাব দিল মর্ট। 'ওখানেই তো ওর অফিস।'

বিয়ারে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার। মুখ মুছে বলল, 'খবরটা বোধ হয় ওকে জানানো উচিত।' বেরিয়ে গেল এরপর।

সার্কেল ওয়াই রাইডাররা ফের নিজ নিজ জায়গায় চলে গেল। এক পেনি দানের পোকারও শুরু হলো আবার।

বোতল হাতে অফিসের দিকে পা বাড়াল মর্ট। সজোরে ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ওর দু'ঠোঁট পরস্পরের সাথে সেঁটে বসেছে। হার্পার গাধাটা তা হলে কাজটা সারতে পারেনি। উল্টো লেজে-গোবরে করে দিয়ে এসেছে। কিন্তু কোথায় গেছে এখন শালা? অ্যাম্বুশ শেষে ওর না এসে রিপোর্ট করার কথা?

বিড়বিড় করে গাল বকে মদের বোতল মুখের কাছে তুলল ও। দাঁতে কামড়ে ছিপি খুলে ঢক ঢক করে ঢেলে দিল গলায়। জ্বলতে জ্বলতে নেমে গেল তরল পানীয়। অফিস ঘরে আচমকা নিজেকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ বোধ হলো ওর। চারদিকের দেয়ালগুলো যেন এগিয়ে আসছে ওকে চেপে ধরার জন্যে। তাড়া খাওয়া কুকুরের মত ছুটে বেরিয়ে গেল ও ফের, সেলুনে গিয়ে

ঢুকল।

সেলুনভর্তি নিজের রাইডারদের দিকে তাকাল মর্ট, প্রত্যেকের মুখের ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি। ওদের কি এবার রাইফেল হাতে বেরিয়ে পড়ে নেস্টরদের খুন করে ওদের ওয়্যাগনগুলো গুঁড়িয়ে দেয়ার সময় হয়েছে? কিন্তু সে জন্যে ওদের আদেশ করতে হবে। জানে, আদেশ পাওয়ামাত্র দুর্বার বেগে ছুটবে রাইডাররা, হামলে পড়বে নেস্টরদের ওপর। সবগুলো নেস্টরকে কচুকাটা করে ওয়্যাগনগুলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে।

তীব্র ইচ্ছে হলো ওর আদেশ দিতে। কিন্তু অতীতে এই কাজে কাউলর্ডদের পরিণতির কথা মনে পড়তে নিজেকে নিবৃত্ত করতে বাধ্য হলো।

গ্লাসভরা হুইস্কি এনে ওর সামনে রাখল রোজি। গ্লাসের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো, এর মধ্যে প্রচুর মদ খেয়েছে ও। মদের প্রভাব ধীরে ধীরে কাজ করতে শুরু করেছে, টের পেল। এখন এই পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখার তাগিদ বোধ করল সে। থাবড়া মেরে গ্লাসটা টেবিল থেকে নীচে ফেলে দিল। রোজির দিকে চেয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'এক্ষুণি কিছু বেকন আর ডিম ভেজে আনো! এক্ষুণি!'

ওর রুক্ষস্বরে অপমানিত বোধ করল মেয়েটি। সার্কেল ওয়াই রাইডাররা আচমকা মনিবের চড়া গলা শুনে কান খাড়া করল। ফোঁস করে উঠল রোজি, 'মর্ট, আমি তোমার ঘরের ইণ্ডিয়ান মেয়ে মানুষটা নই যে আমাকেও...'

'চুপ করো, মেয়েমানুষ!' আরও জোরে চেঁচাল এবার মর্ট। 'কোনও কথা নয়। তাড়াতাড়ি রান্না করো!'

'ঠিক আছে,' দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরল রোজি। 'এক্ষুণি দিচ্ছি। ষাঁড়ের মত না-চেঁচিয়ে কথাটা ভদ্রভাবে বললেও দিতাম।'

চেয়ার ছাড়ল মর্ট। 'ওপরে। ওখানেই খেতে চাই আমি।'

হাঁটতে গিয়ে টের পেল দু'হাঁটু কাঁপছে। টলতে টলতে অফিসে গিয়ে ঢুকল আবার।

চেয়ারে যুৎসই হয়ে বসল ও। খাওয়া দাওয়া করলে সম্ভবত মদের প্রভাব কেটে যাবে, ভাবল। খাওয়ার পর কষে একটা ঘুম দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এইখানে, এই বাঙ্কটাতেই।

নেস্টরদের ওয়্যাগনগুলোকে পথে বাধা না-দিয়ে সেজক্রুশে ঢুকতে দেয়ার কথা ভাবছে ও এখন। শহরে ঢোকার পর ওই ফালতু উকিলটাকে সে নিজের হাতে খুন করবে।

তার আগে সার্কেল ওয়াইয়ের সব রাইডারকে রাইফেল হাতে রাস্তায় নামিয়ে দেবে। লইয়ারকে খুন করার পর তার লোকেরা যদি কোন রকম ঝামেলা পাকাতে চায়, তা হলে রাস্তা জুড়ে সার্কেল ওয়াই রাইডারদের দেখে দমে যাবে নেস্টররা। নেতার অভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। রাইফেল হাতে দুর্ধর্ষ কাউবয়দের দেখে ট্যাঁ ফোঁ করার সাহস পাবে না। তাদের হাঁটুর মজ্জা পানি হয়ে যাবে। কাপড় নষ্ট করে ফেলবে হারামীর দল। তারপর সার্কেল ওয়াই রাইডাররা প্রত্যেকটি নেস্টরকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে সেজক্রুশ থেকে। তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়াগুলো কেড়ে নিয়ে পায়ে হেঁটে ফিরে যেতে বাধ্য করবে। তাদের সব কিছু লুটে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে রাইডাররা।

খাবারের ট্রে আর কফিপট হাতে রুমে ঢুকল রোজি।

টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে ভারী গলায় বলল, 'খেয়ে নাও। আশা করছি, এবার তোমার মাতলামি কাটবে।'

মনোযোগ দিয়ে ওকে দেখল মর্ট। তারপর কোমলকণ্ঠে বলল, 'তোমাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে, রোজি।'

'কেন? আমার কি খুশি হওয়া উচিত? সেজব্রুশ শহরের কারওই কি হওয়া উচিত?'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল মর্ট। তারপর বলল, 'এখন বৃষ্টি নেই। আকাশের মেঘও হালকা। মাঝে মাঝে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে।'

'তুমি এখনও মাতাল হয়ে আছ, মর্ট। আবোলতাবোল কথা বলছ।'

ট্রেটা কাছে টেনে খাবারের ওপর হামলে পড়ল মর্ট। প্রচুর হ্যাম, আধ ডজন সেদ্ধ ডিম, খান পাঁচেক টোস্ট এবং পরপর তিন কাপ কফি খেয়ে থামল। মুখ মুছতে মুছতে টের পেল, মদের প্রভাব অনেকটা কেটে গেছে। ভরপেট খেতে পারলে সব সময় মন ভাল হয়ে যায় ওর।

আরাম করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল মর্ট। মনে পড়ল, হার্পার কাজ শেষ করে এখনও রিপোর্ট করতে আসেনি। ভুরু কুঁচকাল। কী হয়েছে হারামীটার? শালা ভয় পেয়ে সেজব্রুশ রেঞ্জ ছেড়ে পালাল না তো?

আচ্ছা, হার্পার যদি আইনের হাতে গ্রেফতার হয়, তা হলে ওর নিজের কোনও সমস্যা হবে না তো? ব্যাটা যদি গড় গড় করে বলে দেয় যে, মর্ট হ্যামণ্ডের নির্দেশে জনসনকে খুন করতে গিয়েছিল ও?

চিন্তা করছে মর্ট। উঁহুঁ, মনে হয় না। ও হার্পারকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছিল বটে, কিন্তু মর্ট তা অস্বীকার করলে হার্পার

নিজের কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পারবে না। লিখিত প্রমাণ দূরে থাকুক, মর্টকে হুকুম দিতে নিজের কানে শুনেছে, এমন কাউকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করতে পারবে না।

উল্টো উকিলকে অ্যাম্বুশ করার জন্যে হার্পারের নিজের তরফ থেকেও অনেক কারণ আছে। সবচেয়ে বড় কারণ হলো, ব্যক্তিগত প্রতিশোধ। মার্কেন্টাইলের সিঁড়িতে হার্পারকে ঘুসি মেরে ফেলে দিয়েছিল জনসন। এটা সবাই জানে। সুতরাং ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে হার্পার নিজেই জনসনকে খুন করতে চেয়েছে, এ কথা কেউ অবিশ্বাস করবে না।

তবে এসব নেহাত আশঙ্কার কথা। সত্যি সত্যিই এরকম হবে, এটা ভেবে অস্থির হওয়ার কোনও দরকার নেই। নিজেকে আশ্বস্ত করার প্রয়াস পেল মর্ট।

হার্পার ওর সাথে দেখা করতে আসেনি, এটা অবশ্য চিন্তার কথা। তবে এমনও হতে পারে, হার্পার আপাতত গা ঢাকা দিয়ে কাজটা করার পর কী হয়, তা দেখছে। সময় হলে নিজে থেকেই ওর সাথে দেখা করতে আসবে। তাই ওর ব্যাপারে মাথা না-ঘামানোই ভাল হবে।

কফির পট খালি করে ফেলল ও। ধীরে ধীরে মদের প্রভাব কাটিয়ে উঠে এখন মাথা একদম পরিষ্কার। ইচ্ছে হলে এখন গলির ওপাশে বার্নটা দেখে আসতে পারে হার্পারের ঘোড়া ওখানে বাঁধা আছে কি না।

হঠাৎ অন্য একটা চিন্তা মাথায় এল ওর। আগামীকাল নেস্টররা সেজব্রুশে পৌঁছার পর সার্কেল ওয়াই রাইডাররা যদি ওদের ওপর হামলা করে এবং তাতে যদি খুনখারাপি হয়, তা

হলে মার্থা ব্যাপারটা কীভাবে নেবে? যেভাবেই নিক, মর্ট তাতে পাত্তা দেবে না। তবে মেনি ফিদার্স কী ভাববে কে জানে?

অবাক হলো ও। মেনি ফিদার্স স্রেফ একজন ইণ্ডিয়ান মেয়ে, ওর আশ্রিতা, হুকুমের চাকরানী। ওর ভাবাভাবি নিয়ে কেন সে মাথা ঘামাচ্ছে? মর্ট তার নিজের ইচ্ছেমত কাজ করবে, নিজের স্বার্থে ওর যে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আছে, একটা ফালতু শাইয়ান মেয়ের ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় ওর কী আসে যায়?

মার্থা আর মেনি এখন র‍্যাঞ্চে। এতরাতে দু'জনের কেউ জেগে নেই। ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে। ওরা নিশ্চয় ওর মত নির্ঘুম বসে নেস্টরদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।

মার্থা আর মেনি ফিদার্স র‍্যাঞ্চ হাউসে, তবে তারা ঘুমোচ্ছে না। দু'জনে লিভিংরুমে বসে আছে, ওদের সামনে দাঁড়ানো সার্কেল ওয়াই র‍্যাঞ্চের সবচে' পুরানো কাউহ্যাণ্ড বুড়ো হ্যাপি জিমসন। মর্ট হ্যামণ্ডের বাবা বুড়ো হ্যামণ্ডের সময়ের লোক। একই সঙ্গে মণ্টানা ট্রেইলে লংহর্ন ড্রাইভ করেছে ওরা।

অ্যাম্বুশে রেভারেণ্ড অ্যামোস জেফরির আহত হওয়ার কথা হ্যাপির মুখে শুনেছে ওরা। খবর শুনে মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে মার্থার। 'বেচারা বাবা আমার!' রুদ্ধস্বরে বলল। 'কবরে নিশ্চয় শান্তি পাচ্ছে না। এ-পাশ ও-পাশ করতে শুরু করেছে ছেলের কীর্তি-কাহিনি দেখে। সার্কেল ওয়াই এতটা নীচে নেমে গেছে! শেষ পর্যন্ত চোরের মত অ্যাম্বুশ করতে শুরু করেছে?'

মেনি জিজ্ঞেস করল, 'হার্পার কোথায়?'

'সেজক্রশে নেই,' বলল হ্যাপি। 'অন্তত আমি যখন এসেছি, তখন ছিল না। আমি মর্টের চোখে না-পড়ার মত করে সেলুন

থেকে বেরিয়ে এসেছি। যদি জানতে পারে র‍্যাঞ্চে এসে তোমাদের এসব কথা বলেছি, তা হলে জ্যান্ত চামড়া তুলে ফেলবে আমার।'

'তা হলে আগে ওকে আমার গায়ের চামড়া তুলতে হবে,' তিক্তস্বরে বলল মার্থা।

'তোমাকে এসব কথা না-জানিয়ে আমি থাকতে পারিনি, মার্থা। তোমাকে আমি কোলে-পিঠে করে বড় করেছি।'

'অবশ্যই, হ্যাপি। আমি সেসব জানি। তুমি অবশ্যই আমাদের ভাল চাও।'

'মর্ট তা হলে আগামীকাল ওয়্যাগনগুলোকে সেজব্রুশে ঢুকতে দেবে?' জানতে চাইল মেনি। 'তারপর উকিল জনসনকে খুন করবে রাস্তায়?'

'ওরকমই পরিকল্পনা করেছে। উকিলকে দেখামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে পিস্তল হাতে। উকিলকে আমি জাইলসের সাথে গানফাইটে দেখেছি। দারুণ চালু, মর্টের ধারণার চেয়ে বেশি।'

'তুমি ওকে থামাও, হ্যাপি,' অনুনয় করল মার্থা।

দরজার দিকে পা বাড়াল হ্যাপি। 'আমার এখন শহরে থাকাই সবচেয়ে ভাল হবে। চাই না মর্ট আমাকে খোঁজ করুক। আমি ওর চোখের সামনে থাকতে চাই।' বেরিয়ে গেল।

আচমকা ফুঁপিয়ে উঠল মেনি, 'আমি ওকে মরতে দিতে চাই না, মার্থা। আমি ওকে ভালবাসি। আমি নিশ্চিত, সেও ভালবাসে আমাকে।'

'আর ও আমার ভাই, মেনি,' কোমলস্বরে বলল মার্থা।

সতেরো

সকাল। ভারী মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ। ভেজা ঘোড়াগুলোর কাঁধে হারনেস পরাল কৃষকরা। নিজের ঘোড়ায় চড়ে ক্রীকের পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল রিচ। অবস্থা দেখছে। একটু পর ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল মিলি কারসন। ওর ভাই বিল কারসন ওয়্যাগন নিয়ে ঝরনা পেরোবে।

'ঘোড়াগুলোকে কি সাঁতার কাটতে হবে, রিচ?' জিজ্ঞেস করল মিলি।

'দেখা যাক। একটা জায়গা হয়তো পাওয়া যাবে। খুঁজে বের করতে হবে।' নিজের ঘোড়া নিয়ে ঝরনায় নেমে গেল রিচ। 'দেখি এখান দিয়ে কী অবস্থা?'

ওর ঘোড়ার কাঁধ স্পর্শ করল পানি। সাঁতার কাটতে শুরু করল ওটা। তবে ফুট কয়েক যেতে পায়ের নীচে শক্ত মাটি পেয়ে গেল। ফিরে এল রিচ। পাড়ে উঠে মিলির পাশে দাঁড়াল। বুটজোড়া খুলে পানি ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'ভিজে ঢোল হয়ে গেছে, দেখো।' হাসল একটু।

মিলিও হাসল।

'প্রত্যেকটা ওয়্যাগনকে যদি সর্বোচ্চ গতিতে ঝরনার পানিতে

নামিয়ে দেয়া যায়, তা হলে স্রোত ডিঙিয়ে পেরিয়ে যাওয়াটা সম্ভব,' বলল রিচ। 'আর যেখানে ঘোড়াগুলোকে সাঁতার কাটতে হবে, সেখানে তো বিজলীর গতি লাগবে।'

'তা হলে মেয়ে ও শিশুদের আগের মত পাঠিয়ে দিতে হবে,...তাই না?'

'তা-ই করতে হবে, মিলি। ওটাই একমাত্র পথ।'

'পথে যদি কোনও সমস্যা না-হয়, তা হলে আমরা দুপুরের দিকে সেজব্রুশ পৌঁছে যাব ওয়্যাগন নিয়ে। আমাদের ভাগ্যে ওখানে কী অপেক্ষা করছে, যদি জানতে পারতাম। রিচ...' থেমে গেল মেয়েটি।

রিচ চাইল ওর দিকে। সবে তারুণ্যে পৌঁছেছে মেয়েটি, এখনও বালিকাসুলভ কমনীয়তা রয়ে গেছে ওর সুন্দর মুখটায়। রিচের সঙ্গে মাঝে মধ্যে টুকটাক কথা বলছে, কিন্তু তাতে তার উদ্বেগ চাপা থাকছে না; স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। উদ্বেগটা শুধু যে মিলির মধ্যে, তা নয়, সবার মধ্যেই। আর এটা নতুন কিছু নয়–যখন থেকে সেজব্রুশের দিকে নেস্টরদের ওয়্যাগনগুলোর চাকা গড়াতে শুরু করেছে, উদ্বেগের সৃষ্টি তখন থেকেই। ওয়্যাগনের চাকার মতই ঘুরছে এটা সবার মনের ভেতর।

'হয়তো তেমন মারাত্মক কিছু ঘটবে না, মিলি,' মেয়েটাকে অভয় দেয়ার ছলে বলল রিচ। 'হ্যামণ্ড হয়তো শেষ পর্যন্ত ঝামেলায় নাও যেতে পারে।'

'উঁহুঁ। ডাক্তার বলেছে, সেজব্রুশ শহর সার্কেল ওয়াই রাইডারে গিজগিজ করছে। রিচ,' ওর উদ্বেগের জায়গায় উৎকণ্ঠার সুর বাজল হঠাৎ। 'আমাকে কথা দাও, তুমি কখনও একা হবে না–আর হ্যামণ্ডের কাছাকাছি যাবে না!'

গভীর নিঃশ্বাস টানল রিচ, চিন্তা করছে। একটু পর বলল, 'ওই অ্যাম্বুশকারী আমাকে লক্ষ্য করেই গুলি করেছিল। ওর দুর্ভাগ্য, ধূসর ঘোড়ায় চড়া লোকটা আমি ছিলাম না। আর বেচারা রেভারেণ্ড! আমার গুলিটা ওকেই খেতে হয়েছে। ওর আহত হওয়ার জন্যে আমিই দায়ী।'

'রেভারেণ্ড তোমাকে একা না-যেতে অনুরোধ জানিয়েছে রিচ। ও বলেছে, কৃষকদের কাছে ওর চেয়ে তোমার প্রয়োজন অনেক বেশি।'

'সেটা আমিও বুঝি, মিলি। কিন্তু এখন ওদের সামনে যে-ভয় ও অনিশ্চয়তা, এটার জন্যে আমি দায়ী।'

মিলির দু'চোখ বেয়ে পানি পড়তে শুরু করল। 'রিচ, দয়া করে আমাদের আশাবাদী হতে সাহায্য করো। এমন কিছু বোলো না, যাতে আমাদের মন ভেঙে যায়। বাচ্চা এবং মহিলা ছাড়াও বিশজন শক্ত সমর্থ-লোক আছে আমাদের, সাহসীও। আমার মনে হয়, ওয়্যাগন নিয়ে আমাদের শহরে ঢুকতে দেখলে সার্কেল ওয়াই বাড়াবাড়ি করার সাহস নাও পেতে পারে।'

'মর্ট হ্যামণ্ড একজন টেক্সান। ওর লোকেরাও বেশির ভাগ এসেছে লোন স্টার স্টেট থেকে। টেক্সানরা শক্ত ধাতুতে তৈরি, মিলি। সহজে হার মানে না।'

চোখের পানি মুছল না মিলি। অবুঝ বালিকার মত মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'না, রিচ। কথা দাও, তুমি একা বেরোবে না...কথা দাও!'

ওর কমনীয় মুখের দিকে তাকাল রিচ। ওর লাল দু'ঠোঁট উন্মন করে তুলল ওকে, জলভরা প্রেইরি-নীল দু'চোখ মমতায় আবিষ্ট করল। 'ঠিক আছে, মিলি,' মৃদুস্বরে বলল। 'কথা দিচ্ছি,

একা বেরোব না।'

স্বস্তি আর আনন্দে ঝিকিয়ে উঠল জলভরা দু'চোখ। 'ধন্যবাদ, রিচ। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ঘোড়া ফেরাল মেয়েটি, ওয়্যাগনগুলোর দিকে চলল। পেছন থেকে ওর সুঠাম পিঠ আর সরু কোমরের সাথে সেঁটে রইল রিচের চোখ। কামনা নয়, ওর চোখে মুগ্ধতা, শুধুই মুগ্ধতা।

দেখতে দেখতে মার্থার কথা মনে পড়ল। অনুভব করল প্রথম কদিন মার্থার কথা যেভাবে ভাবত, এই কদিন আর তেমন করে ভাবেনি। ওর চিন্তায় আস্তে আস্তে ধূসর হয়ে উঠতে শুরু করেছে মেয়েটার স্মৃতি। কেন সেটা বুঝতে চেষ্টা করল রিচ। হয়তো এই কদিন নেস্টরদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মার্থার কথা ভাবার অবকাশ পায়নি। তা ছাড়া মিলি...সত্যিটা মনের ভেতর দানা বেঁধে উঠতে শুরু করল। তবে স্বীকার করতে সঙ্কোচ হচ্ছে। আসলে তাই কি? মিলির দৃশ্যমান উপস্থিতিই কি অনুপস্থিত মার্থার স্মৃতিতে ধূসর ছায়া ফেলছে? কী জানি? কাঁধ ঝাঁকাল রিচ। তবে জলভরা চোখে মিলি যে নাড়া দিয়ে গেছে ওর অনুভূতিতে, সেটা মনে মনে স্বীকার না-করে পারল না। সত্যি, মিলি কারসনের চোখে পানি আর মুখে ওর নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বেগাকুল কথাগুলো আবিষ্ট করেছে ওকে।

নিঃশ্বাস ফেলল রিচ। চিন্তাটা আপাতত সরিয়ে রাখল এক পাশে। ওর এখন অনেক কাজ। যাদের সে নিয়ে এসেছে, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে, পরাক্রান্ত র‍্যাঞ্চ মালিক তাতে বাধা দেবে, কিন্তু রিচকে তা যেভাবে হোক, মোকাবিলা করতেই হবে।

ঘোড়া ছুটিয়ে নিজেও ওয়্যাগনের কাছে গেল রিচ। ঘোড়া

থেকে নেমে রেভারেণ্ডের ওয়্যাগনে ঢুকল। ওয়্যাগন ফ্লোরে বসে আছে যাজক। বাম হাত স্লিংয়ে ঝোলানো। মুখে ক্লান্তি আর যন্ত্রণার ছাপ।

রিচকে দেখে অভিযোগের সুরে বলল, 'রিচ, আমি হাঁটতে পারব। খুব বেশি কষ্ট হবে না আমার। কিন্তু এভাবে বসে থাকতে সত্যিই খুব খারাপ লাগছে।'

ওর কথার জবাব না দিয়ে রিচ মিসেস জেফরির দিকে চাইল।

মিসেস জেফরি বলল, 'ডাক্তার স্মিথ অবশ্য ওকে হাঁটতে নিষেধ করেনি। তবে খুব বেশি হাঁটাহাঁটি কিংবা পরিশ্রম করতে বারণ করেছে।'

'অসুবিধে নেই, রেভারেণ্ড,' বলল রিচ। 'তোমার ওয়্যাগনটা আমিই পার করে দেব। আর ঠিক আছে, তোমাকে আমি ওয়্যাগন থেকে নামতে সাহায্য করব। এসো, নীচে কিছুক্ষণ হাঁটবে।'

রাইফেলটা নিল জেফরি হাঁটতে গিয়ে ভারসাম্য ঠিক রাখার কাজে ব্যবহার করার জন্যে। ওকে ভেজা মাটিতে নামতে সাহায্য করল রিচ। আকাশের দিকে তাকাল জেফরি। 'আজ সম্ভবত রোদের দেখা মিলবে, রিচ। মনে হয়, বৃষ্টি হবে না।'

'চলো, আমরা তা-ই প্রার্থনা করি, রেভারেণ্ড। বৃষ্টি যথেষ্ট হয়ে গেছে। এবার একটু বিরতি দরকার। ঘোড়ায় চড়তে পারবে, নাকি সাহায্য লাগবে?'

'আমি নিজে নিজেই পারব।'

ভাঙা কাঁধ নিয়ে নিজের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত স্যাডলে চড়ে বসল রেভারেণ্ড। ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ক্লান্তিতে জান

বেরিয়ে যাচ্ছে, তবে কষ্ট আমলে না-এনে স্থির হয়ে বসল সে। রাইফেলটা রাখল স্ক্যাবার্ডে।

কৃষকরা তাদের বউ-ছেলেমেয়েদের ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে ঝরনা পার করাল। কোনও কোনও ঘোড়ার পিঠে দু'তিনটা বাচ্চা বসল একত্রে। দেখা গেল পিচ্চিদের ভয়-ডর বলতে কিছু নেই। বরং দারুণ মজা পাচ্ছে ওরা ব্যাপারটায়।

সবাই পার হবার পর কৃষকরা যার যার ওয়্যাগন সীটে বসল। রিচ সবাইকে বলল, 'জোরসে ছোটাবে ঘোড়াগুলোকে। কষে চাবুকের বাড়ি লাগাবে–একদম থামতে দেবে না। ওয়্যাগন নিয়ে ঝরনার ওপাড়ে না-ওঠা পর্যন্ত চাবুক চালাবে পিঠে। তা হলে আর থামতে চাইবে না। হ্যাঁ, তা হলে এবার শুরু করো, ফ্লিপ! ড্যান, তুমিও...'

একরাত পুরো বিশ্রাম পেয়েছে ঘোড়াগুলো। পেট পুরে ঘাস খেয়ে একদম তরতাজা এখন। ওয়্যাগন নিয়ে ঝরনায় যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিঠে চাবুকের ঘা পড়তে আরও জোরে ছুটল। দেখে স্বস্তির হাসি ফুটল রিচের মুখে। নাহ্, কাজ দিচ্ছে ওর পরিকল্পনায়।

ইস্পাতের নাল লাগানো খুরের দাপটে পানি ছিটকে উঠছে প্রবল বেগে। ওয়্যাগনের চাকায় বাধা পেয়ে ফুলে উঠছে তীব্র স্রোত। যে-জায়গাটায় রিচের ঘোড়ার সাঁতার-পানি হয়েছিল, প্রথম ওয়্যাগন এখন সে-জায়গা পেরোচ্ছে। প্রচণ্ড গতির চোটে ঘোড়াগুলো চোখের পলকে সাঁতরে পেরিয়ে গেল জায়গাটা। ওয়্যাগনসহ ও-পাড়ে উঠল।

'পেরেছে, পেরেছে!' উচ্ছ্বসিত স্বরে চেঁচাল রেভারেণ্ড জেফরি। হাততালি দিতে গিয়ে থেমে গেল, সম্ভবত কাধের ক্ষতে

টান পড়ার ভয়ে। রিচের দিকে তাকাল উজ্জ্বল চোখে। অন্যরাও খুশিতে হৈ হৈ করে উঠল। সেজক্রুশে ওদের জন্যে কী ধরনের অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছে, আপাতত তাও যেন ভুলে গেছে ওরা।

এরপরের ওয়্যাগনটা ড্যানিয়েলের। ফ্লিপের মত ড্যানও গতি তুলল। ঘোড়াগুলোর পিঠে অনবরত আছড়ে পড়ছে চাবুক। পেছন থেকে হৈ হল্লা আর পিঠে চাবুকের বাড়ি-সব মিলিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাওয়া ঘোড়াগুলো দেখতে না-দেখতে পেরিয়ে গেল ক্রীক।

এরপর রেভারেণ্ড জেফরির ওয়্যাগন। ওটা পার করানোর দায়িত্ব নিয়েছে রিচ নিজেই। প্রচণ্ড তাড়া লাগাল ও ঘোড়াগুলোকে। চাবুক আছড়াল। তবে আগের দুটো ওয়্যাগনের ঘোড়াগুলোর মত প্রত্যাশিত গতি পেল না সে জেফরির ঘোড়াগুলোর কাছে। প্রচণ্ড স্রোতের টানে নড়ে গেল ওয়্যাগন লাইন থেকে, ভেসে যাবার উপক্রম হলো ভাটির দিকে। ঘোড়াগুলোর পিঠে নির্মমভাবে চাবুক হাঁকাতে লাগল রিচ। এক সময় ওর মনে হলো, স্রোতের তোড়ে উল্টে যাচ্ছে ওয়্যাগনটা। ঠিক এ-সময় ওর ঘোড়াগুলো শক্ত মাটির নাগাল পেল। মার খেতে খেতে দিশেহারা ঘোড়াগুলো এবার প্রায় লাফিয়ে তীরে উঠে গেল ওয়্যাগনসুদ্ধ।

ঘোড়ায় চড়ে ওপাড়ে পৌঁছানো মিসেস জেফরিকে ওয়্যাগন সীটে বসতে সাহায্য করল রিচ। এখান থেকে সেজক্রুশ পর্যন্ত ওই চালিয়ে যাবে ওয়্যাগন।

ওয়্যাগনের দু'পাশে বাঁধা কটনউডের গুঁড়িগুলো দেখছে রেভারেণ্ড। রিচের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'সবগুলো গুঁড়ি শুকিয়ে একদম কাঠ। ওগুলো দিয়ে চমৎকার জ্বালানি হবে। আমাদের

পরিশ্রম মাঠে মারা যাবে না।'

আর কোনও অঘটন ছাড়া একে একে সবগুলো ওয়্যাগন ক্রীক পেরিয়ে ও-পাড়ে পৌঁছে গেল। ওয়্যাগন ট্রেন দক্ষিণে চলল রিচের নির্দেশে। রিচের পাশে ঘোড়া চালাচ্ছে মিলি। তাদের একটু সামনে রেভারেণ্ড জেফরি।

চুপচাপ ঘোড়া ছোটাচ্ছে রিচ। মিলির সাথেও কথা বলছে না। ওর মন বার বার সেজব্রুশে চলে যাচ্ছে। সান প্রেইরি থেকে অমানুষিক পরিশ্রম আর কষ্ট স্বীকার করে প্রায় অসাধ্য সাধন করেছে কৃষকরা। এখন ওরা সেজব্রুশের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। এখানেই নিজেদের জন্যে আবাসভূমি গড়ে তুলতে চায়।

সার্কেল ওয়াই প্রথম থেকেই তাদের বিরোধিতা করে আসছে। এতদিন মুখোমুখি না-হলেও সেজব্রুশে পৌঁছে তা আর এড়ানো যাবে না। ডাক্তার স্মিথ বলেছে, মর্ট হ্যামণ্ড খেপে পাগলা কুকুরের মত হয়ে আছে। সার্কেল ওয়াইয়ের প্রায় সব রাইডারকে সেজব্রুশে এনে জড়ো করেছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ওখানেই নেস্টরদের সঙ্গে ফয়সালার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। এর মানে হলো মুখোমুখি সংঘর্ষ, গোলাগুলি। দুর্ধর্ষ, অহঙ্কারী সার্কেল ওয়াই রাইডারদের সামনে কি টিকতে পারবে শান্তিপ্রিয় খেটে খাওয়া নেস্টররা? কী ঘটবে ওয়্যাগন ট্রেন শহরে পৌঁছা মাত্র? প্রচণ্ড গোলাগুলি, নেস্টরদের ওপর রাইডারদের হামলে পড়া আর...মনে মনে শিউরে উঠল রিচ, নেস্টরদের রক্ত আর লাশ? তার নিজের লাশটাও হয়তো সেখানে থাকবে।

যা-ই হোক, কিন্তু এখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই, সময়ও নেই। বৃষ্টি আবার প্রবল বেগে শুরু হয়েছে। বৃষ্টি মাথায়

করে দু'জন রাইডারকে সেজব্রুশ যেতে দেখল রিচ। ওদের কাছ থেকে পশ্চিমে আরও প্রায় আধমাইল দূরে লোকগুলো। সার্কেল ওয়াইয়ের দিক থেকে আসছে। বৃষ্টির কারণে ঝাপসা দেখাচ্ছে ওদের চেহারা। চিনতে পারছে না রিচ। তবে মার্থা হ্যামণ্ডের বাকস্কিনটাকে চিনতে পারল। তার মানে রাইডারদের একজন মার্থা। বাকি জনকে চিনতে পারছে না। রাইডারদের ছোটখাট শরীর। দু'জনই রেইন হেলমেট আর স্লিকার পরেছে। দ্রুত ঘোড়া ছোটাচ্ছে। শীঘ্রই বৃষ্টির মধ্যে হারিয়ে গেল দুই সওয়ারী।

ওয়্যাগন ট্রেন এগোচ্ছে ধীর গতিতে। কাদায় ডুবে যাচ্ছে চাকা। ইশারায় সবার সামনের ওয়্যাগনটাকে ট্রেইল থেকে সরে যেতে বলল রিচ। ওয়্যাগনটা দাঁড়িয়ে পড়ল একপাশে। সামান্য অবকাশ পেয়ে ঘোড়াগুলো হাঁফাতে শুরু করল ক্লান্তিতে।

'শহরটা এখান থেকে আর কতদূর হবে, রিচ?' ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

'মাইল তিনেক,' জানাল রিচ।

আস্তে আস্তে এগোচ্ছে ওয়্যাগনগুলো, একেবারে পেছনের ওয়্যাগনটা দ্রুত এগিয়ে আসছে লীড নেয়ার জন্যে।

শহরের দিক থেকে একজন রাইডারকে আসতে দেখল রিচ। এখনও দূরে লোকটা। আরেকটু কাছে আসতে চিনতে পারল। ডাক্তার স্মিথ।

ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে সামনে বাড়াল রিচ। মিলিত হলো ডাক্তারের সাথে। একটু পরে ওদের সঙ্গে যোগ দিল রেভারেণ্ড জেফরি।

'রিচ,' ডাক্তার বলল। 'তুমি ওয়্যাগন নিয়ে শহরে পৌঁছা মাত্র গোলমাল শুরু হবে। প্রধান সড়কের দুই পাশে মর্ট তার

লোকদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কাউকে কাউকে লুকিয়ে রেখেছে রাস্তার দু'পাশের দোকানগুলোতে। ওরা জানালা দিয়ে চোরা গোপ্তা গুলি চালাবে।'

'আমিও ঠিক এরকম ধারণা করেছি,' নির্বিকার স্বরে বলল রিচ।

'তুমি বরং দক্ষিণে ফোর্ট ইউনিয়নে ইউ এস ক্যাভালরির কাছে একজন লোক পাঠিয়ে দাও। কিছু অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আসতে পারলে ওরা শহরে টহল দেবে। তা হলে আর ট্যাঁ ফোঁ করার সাহস পাবে না সার্কেল ওয়াই,' পরামর্শ দিল ডাক্তার।

'ফোর্ট ইউনিয়ন এখান থেকে কতদূর?' জানতে চাইল জেফরি।

'এখান থেকে তিরিশ মাইল,' বলল রিচ। 'ক্যাভালরির জন্য অপেক্ষা করলে আমাদের কম পক্ষে তিনদিন এখানে ক্যাম্প করে থাকতে হবে। তা ছাড়া কমাণ্ডার এখানে সৈন্য পাঠাবে কি না আমার সন্দেহ আছে। পাঠাতে হলে তাকে ওয়াশিংটন থেকে হুকুম পেতে হবে।'

গম্ভীর হয়ে গেল ডাক্তার এবং রেভারেণ্ড দু'জনই। সান প্রেইরি থেকে ওয়াশিংটনে পাঠানো টেলিগ্রামের কথা ওদের জানাল রিচ। গত রাতে একটা ছেলেকে টেলিগ্রামের জবাব এসেছে কিনা দেখতে সান প্রেইরি পাঠিয়েছিল ও। কোনও জবাব আসেনি।

শেষে জেফরি বলল, 'আমাদের সাথে কিছু অসুস্থ মহিলা আছে। বাচ্চারা তো প্রায় সবাই জ্বর, সর্দি-কাশিতে ভুগছে। ডাক্তার, এখান থেকে কেউ ফিরে যেতে চায় কি না এ-ব্যাপারে আমরা একটা ভোটাভুটি করেছিলাম। ছেলে-বুড়ো, নারী-শিশু

সবাই বলে দিয়েছে, কেউই ফিরে যাবে না। ওরা যত শীঘ্র সম্ভব সেজব্রুশে যেতে চায়।'

ডাক্তার মাথা দোলাল।

রিচ জানতে চাইল, 'মর্ট কি আমাদের হুঁশিয়ার করে দেয়ার জন্যে তোমাকে পাঠিয়েছে, ডক?'

'আমি যখন শহর থেকে বেরোই, ও তখন সুলিভানের সেলুনে ছিল। সে অন্ধ নয়। নিশ্চয় জানালা দিয়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে।'

'ওকে কি অস্থির মনে হয়েছে? সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে এমন কিছু?'

'শুনেছি, গত রাতে প্রচুর মদ খেয়েছিল। তবে প্রচুর খাওয়া দাওয়া করে রাতটা সেলুনের অফিসে কাটিয়েছে। ওকে আমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। আমার কাছে তো বেশ ধীর স্থির আর শান্তই মনে হয়েছে।'

'হার্পার কোথায়?'

'জানি না।' মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'কয়েকজন রাইডারকে ওর কথা জিজ্ঞেসও করেছিলাম। কিন্তু একদম মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছিল ওরা। তবে যদ্দূর মনে হয়, আমাদের শেরিফ আপাতত গা ঢাকা দিয়েছে।'

একে অপরের দিকে তাকাল রিচ আর রেভারেণ্ড জেফরি। ব্যাপার কী তা দু'জনেই বুঝতে পারছে। এদিকে নেস্টরদের ব্যাপারে পুরো দায়িত্ব চেপেছে এখন রেভারেণ্ড জেফরির কাঁধে। নেস্টররা মূলত তারই লোক। ওদের ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্তটা ওকেই নিতে হবে।

'শহরেই ঢুকব আমরা,' নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল

রেভারেণ্ড।

'আমার চেম্বারে যা যা দরকার, সব তৈরি রাখব আমি,' ওকে আশ্বাস দিল ডাক্তার স্মিথ। 'জানি, দিনটা দারুণ ব্যস্ততায় কাটবে আমার। তবে আমার শুভেচ্ছা থাকবে, তোমরা সবাই যেন সুস্থ ও নিরাপদ থাক।'

'অবশ্যই ডাক্তার,' হাসল রিচ। 'তোমার শুভেচ্ছার প্রয়োজন আমাদের হবেই।'

ঘোড়া ফেরাল ডাক্তার, ফিরে চলল শহরের দিকে।

ওয়্যাগন ট্রেন চলেছে ধীর গতিতে। শহরের কাছাকাছি আসায় সবার মধ্যে একটা চাঙা কিন্তু সতর্কতামূলক ভাব দেখা যাচ্ছে। সবার হাতে শোভা পাচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র। মিলি কারসনের স্যাডলের ওপরও একটা রাইফেল।

দু'পায়ের হাঁটু পর্যন্ত ভেজা রিচের, চুল উস্কখুস্ক। স্যাডলে না-বসে স্টিরাপের ওপর দাঁড়িয়ে পেছনে তাকাল ও। ক্যারাভানের ড্রাইভারদের প্রত্যেকেরই অবস্থা প্রায় ওরই মত। ক্রীক পেরোনোর সময় পানির ঝাপ্টায় ভিজে জবুথবু সবাই। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। তবে তার মধ্যে সবার মুখে প্রত্যাশার ঝিলিকটুকু দেখতে পাচ্ছে রিচ। দীর্ঘ পথচলা শেষ হয়ে এসেছে। পথের শেষ মাথায় আশঙ্কা এবং সম্ভাবনা দুটোই। আশঙ্কা জয় করে সম্ভাবনার বীজ বপনের আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব এখন ওরা।

আবার স্যাডলের ওপর বসল রিচ। সামনে তাকাল। সামনে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে সেজব্রুশের বৃষ্টিভেজা ঘর-বাড়ি আর হতশ্রী দোকানপাট। কুৎসিত। ভাবল রিচ। তবে উপযুক্ত হাতে পড়লে এ-শহর কথা বলবে। এতে কোনও সন্দেহ

নেই ওর মনে।

আধঘণ্টা পর সেজব্রুশের উপকণ্ঠে গিয়ে থামল লীড ওয়্যাগন। সবার সামনে রিচ, রেভারেণ্ড জেফরি আর মিলি।

মিলির দিকে তাকাল রিচ। এক মুহূর্ত পরে বলল, 'তুমি তোমার ওয়্যাগনে গিয়ে বসো, মিলি। এখানে তোমার কোনও কাজ নেই। এটা ছেলেদের কাজ।'

'আমি কচি খুকী নই। মি. জনসন!' ঝাঁজিয়ে উঠল মেয়েটি। 'দায়িত্ব পালন করার বয়স হয়েছে আমার।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রিচ। 'আমি তা মনে করি না। তোমার বয়স বিশ। প্রাপ্ত বয়স্ক হতে একুশ লাগে। আইন তা-ই বলে।'

'সেটা মেয়েদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। মেয়েদের জন্যে আঠারো। আইন তা-ই বলে।'

সাহায্যের আশায় জেফরির দিকে তাকাল রিচ। রেভারেণ্ডের চোখ সামনে, দূরে। মুখে মৃদু হাসি। যাজককে সাক্ষী মেনে লাভ হবে না, বুঝতে পারল রিচ। শেষে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক আছে। তবে দয়া করে সাবধানে থেকো।'

'আশা করি, তুমিও তা-ই থাকবে,' গম্ভীর স্বরে বলল মিলি।

বৃষ্টি এখন অনেকটা হালকা। ওয়্যাগনের জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বাইরে তাকাচ্ছে মেয়ে এবং শিশুরা। কাঠের তৈরি বাড়িগুলোর সামনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অচেনা মানুষ এবং ঘোড়া দেখে চেঁচামেচি করার জন্যে একটা কুকুর পর্যন্ত নেই রাস্তায়। বৃষ্টির যন্ত্রণায় সবাই যার যার মত করে নিরাপদ আশ্রয়ে বসে আছে।

'তা হলে এটাই সেজব্রুশ শহর,' একজন ড্রাইভারের মন্তব্যে নীরবতা ভাঙল।

'হ্যাঁ, এটাই সেজব্রুশ,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রিচ।

বৃষ্টি থামল একটু পরেই। আকাশে ঘন কালো মেঘ আর নেই। হালকা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মুখ দেখানোর চেষ্টা করছে সূর্য। জল-কাদা ভেঙে সশব্দে এগোচ্ছে নেস্টরদের ওয়্যাগন। সুলিভানের সেলুনের কাছে পৌঁছে গেছে। রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে সার্কেল ওয়াই রাইডাররা।

রিচ দেখল, রাইডারদের সবার হোলস্টার স্লিকারের ওপরে উরুতে বাঁধা। কেউ কেউ আরও সহজে ড্র করার জন্যে কোমরেও বেঁধেছে। এ ছাড়াও প্রত্যেকের কাছে একটা করে রাইফেল।

রিচের পরিকল্পনা হলো, ওয়্যাগন নিয়ে একেবারে ইরা বীসনের মার্কেন্টাইলের সামনে দাঁড়ানো, যাতে প্রয়োজন হলে নেস্টররা জোর করে হলেও ওটার দখল নিতে পারে। ওটাকে আপাতত অস্থায়ী ক্যাম্প ও হাসপাতাল বানানোর ইচ্ছে ওর।

'মর্ট হ্যামণ্ডকে দেখছি না কোথাও,' জেফরি বলল।

'হার্পারকেও না,' সায় দিল রিচ।

রেভারেণ্ড ভয় পাচ্ছে, বুঝতে পারছে রিচ। বিরক্তি বোধ করছে কিছুটা। যাজক কি ভেবেছিল, মর্ট হ্যামণ্ড যত যা-ই বলুক, শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু নাও করতে পারে? এ-ভরসা ওর কী করে হলো? কী জানি, যাজক বলেই হয়তো।

মিলির দিকে তাকাল এরপর। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকেও। দু'ঠোঁট চেপে বসেছে পরস্পরের ওপর। সোজা সামনে তাকিয়ে আছে। ভয় পাচ্ছে মিলিও। তবে সে জন্যে রাগ করতে পারল না রিচ। বরং করুণা হচ্ছে। বিশ বছর বয়সী একটি মেয়ের এখন স্বপ্ন দেখার সময়। কিন্তু এ-মুহূর্তে ওর সামনে দুঃস্বপ্ন হয়ে

বাধা

দাঁড়িয়েছে মর্ট হ্যামণ্ড নামের একজন আত্মম্ভরী মানুষ, যে কোনও মুহূর্তে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার খুনে বাহিনী নিয়ে।

ও আর সার্কেল ওয়াইয়ের দু'জন রাইডার এখন ইরা বীসনের মার্সের সামনে দাঁড়ানো। রিচের বিপরীত পাশে রাইডার দু'জন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে।

লীড ওয়্যাগনের ড্রাইভারকে রিচ বলল, 'থামবে না। সামনে এগিয়ে যাও। ওয়্যাগন ট্রেনের মাঝামাঝি অংশ যখন মার্সের সামনে পৌঁছাবে, তখনই থামবে। তার আগে নয়। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, রিচ।' মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার।

রিচ হিসেব করে দেখল, ওয়্যাগন ট্রেন যখন থামবে, তখন শেষ ওয়্যাগনটা সুলিভানের সেলুনের সামনে এসে দাঁড়াবে। ওর ধারণা, মর্ট হ্যামণ্ড শহরেই আছে এবং সুলিভানের অফিসে বসে আছে।

শহরের মহিলা এবং শিশুরা সতর্ক কৌতূহল নিয়ে ওয়্যাগন ট্রেনটিকে দেখছে। রাস্তার শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ঘর-বাড়ির ফাঁকে নিঃশব্দে উঁকি দিচ্ছে। শিশুরা অবশ্য একটু বেশি কৌতূহলী হয়ে রাস্তায় নামতে চাইছে, তবে মায়েদের জন্যে পারছে না। পেছন থেকে টেনে ধরে ওদের সামলাচ্ছে তারা।

কেবল ওয়্যাগনের শব্দ ছাড়া এ-মুহূর্তে কোথাও কোনও শব্দ নেই। সেজব্রুশে এ-মুহূর্তে টান টান উত্তেজনায় নিঃশব্দে ফুটছে সবাই। এমনকী, সার্কেল ওয়াই রাইডাররা পর্যন্ত কেউ কারও সাথে কথা বলছে না।

পাশ দিয়ে ওয়্যাগন চালিয়ে যাওয়া ড্রাইভারদের দেখছে রিচ। সবাই চুপচাপ, মনের ভাব যা-ই হোক, মুখে তার চিহ্ন ফুটতে দিচ্ছে না কেউ। ওদের সবারই হাতের কাছে রাইফেল,

যে কোনও পরিস্থিতির জন্যে তৈরি।

মেয়ে এবং শিশুরা ওয়্যাগনের মেঝেয় শুয়ে আছে। গোলাগুলি শুরু হলে ওদের গায়ে যাতে বুলেট না-লাগে, সে জন্যে আগেই তা বলে রাখা হয়েছে।

মহিলাদের সবাই অবশ্য মেঝেয় শুয়ে নেই। কেউ কেউ ওয়্যাগন সীটে তাদের স্বামীদের পাশে বসেছে। তাদের কোলের ওপর রাইফেল। রাইফেল হাতে কেউ কেউ জানালা দিয়েও তাকাচ্ছে। দেখতে দেখতে আচমকা শিউরে উঠল রিচ। কয়েক মিনিটের মধ্যে সেজক্রুশ শহরের এই কর্দমাক্ত রাস্তা হয়তো রক্তে লাল হয়ে উঠতে পারে; অনেক মহিলা ও শিশু মারা যেতে পারে।

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে রিচের। নার্ভাস বোধ করছে। বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে বেরিয়ে আসবে যেন। তবে ভয়কে পাত্তা দিতে চাইছে না সে।

ওয়্যাগনগুলো এখন থেমে গেছে। ঠিক এ-সময় সুলিভানের সেলুন থেকে বেরিয়ে এল মর্ট। পেছনের ওয়্যাগনটাকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে আসছে।

'ও আমাকে খুঁজছে, রেভারেণ্ড,' বলল রিচ।

ঘোড়া থেকে নামল ও। কাদায় ডুবে গেল ওর বুটজোড়া। হ্যামণ্ড যেদিক দিয়ে আসছে, সেদিকে হাঁটতে শুরু করল সেও। ওর অস্ত্র স্লিকারের ওপর বাঁধা। কালো চকচকে বাঁট বৃষ্টিতে ভেজা।

এ-সময় পেছনের ওয়্যাগনটা পেরিয়ে এল মর্ট। খোলা জায়গায় বেরিয়ে রিচকে এগোতে দেখল।

স্লিকার পরেনি মর্ট। ওর গায়ে সিল্কের লাল শার্ট, পায়ে

বাছুরের চামড়ায় তৈরি নরম জাস্টিনের বুটজোড়া কাদায় মাখামাখি। উরুর সাথে ঝুলানো হোলস্টারে .৪৫ পিস্তল।

কাদা ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে রিচ। ওর চোখ মর্টের ওপর। এক মুহূর্তের জন্যেও নড়ছে না। মর্টকে একদম ধীর স্থির আর নির্বিকার দেখাচ্ছে। দৃঢ় ও আত্মপ্রত্যয়ী পদক্ষেপ। তবে ওর চোখদুটো লাল। কোনও কথা বলছে না সে, রিচ নিজেও বলছে না।

মর্টের কাছ থেকে ফুট বিশেক দূরে থাকতে থেমে পড়ল রিচ। অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। ওর ডানহাত পিস্তলের বাঁটের কাছে, বার দুয়েক আঙুল মুঠো করে ফের মেলল। পরখ করে দেখল ঠাণ্ডায় আঙুল আড়ষ্ট হয়ে গেছে কি না।

সাইডওঅকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো এবং আড়ালে পজিশন নেয়া সার্কেল ওয়াই রাইডাররা চুপচাপ তাকিয়ে আছে। ওয়্যাগনের উঁচু সীটে বসা ড্রাইভাররাও চেয়ে আছে রুদ্ধশ্বাসে। আচমকা একটা ওয়্যাগন থেকে একজন মহিলার আর্তচিৎকার বাতাসের বুক চিড়ে সবার কানে আঘাত হানল।

পাত্তা দিল না রিচ। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে ও প্রতিপক্ষের দিকে। আচমকা মর্টের ঠোঁট নড়তে দেখল। ওর কানে এসে ঢুকল হিসহিসে স্বর। 'তোমাকে খুন করব আমি, শাইস্টার। আর কোনও নেস্টর যদি একটা আঙুলও নাড়ায়, যেখানে বসে আছে, সেখানেই গুলি খেয়ে মরবে।'

অসহায় বোধ করছে রিচ। সে এখানে লড়তে আসেনি। ওর এখানে আসার উদ্দেশ্য হলো, নেস্টরদের জন্যে থাকা এবং খেটে খাওয়ার জন্যে একটা জায়গা খুঁজে নেয়া। সারাক্ষণ ও প্রার্থনা করে এসেছে, সার্কেল ওয়াইয়ের সাথে সঙ্কটটা যেন

কোনও রকম গোলাগুলি ছাড়াই মিটে যায়। কিন্তু এখন মর্টকে দেখে এবং ওর পরিকল্পনা আঁচ করতে পেরে বুঝতে পারছে, প্রার্থনা বিফলে গেছে ওর।

মনঃস্থির করে ফেলল ও। ব্যাপারটা যেভাবে ঘটতে চলেছে, সে ভাবেই মোকাবেলা করতে হবে। 'এসো, হ্যামণ্ড,' ডাকল সে। 'আমার কাছে এসো।'

এক মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হলো সময় যেন গতি হারিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। একটা হার্টবিট মিস করল রিচ। সূর্য মেঘের আড়ালে। আর বাতাসের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত মেঘগুলোকে দেখে মনে হলো, আচমকা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে তারাও নীচের দিকে।

একজন গানফাইটারের মতই বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়েছে রিচ। এক পাশে ঝুঁকে গেছে শরীর, মাথা কিছুটা নিচু করে রেখেছে। মর্ট হ্যামণ্ড নিজেও পজিশন নিয়েছে। শরীর যথাসম্ভব গুটিয়ে টার্গেট হিসেবে যতটা সম্ভব ছোট করে ফেলার চেষ্টা করছে নিজেকে। কেবল রক্তবর্ণ চোখদুটো যতটা সম্ভব প্রসারিত আর তীক্ষ্ণ করে তাকিয়ে আছে রিচের দিকে।

মর্টের ডান কাঁধের দিকে নজর রেখেছে রিচ। জানে, ডান কাঁধ নড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়াবে সার্কেল ওয়াই বস।

এখন আর নার্ভাস বোধ করছে না সে। পুরো শরীর সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণে। মর্টের ডান কাঁধ নড়ে উঠল, পিস্তলের বাঁটে ছোবল বসাল ওর হাত। আধাআধি বের করে ফেলেছে, ঠিক সে-সময় আচমকা জমে গেল সে।

মর্ট হ্যামণ্ডের নিজেরও একই অবস্থা। কর্কশ নারীকণ্ঠ

থামিয়ে দিল ওকেও। 'পিস্তল বের করার সাথে সাথে তোমার ডান হাতে গুলি করব আমি, মর্ট।' পাথরের মূর্তির মত অনড় হয়ে গেল মর্ট। আস্তে আস্তে গলার স্বর লক্ষ্য করে চোখ ফেরাল। দুটো বাড়ির মাঝখানের সরু গলি পথে দাঁড়ানো নিজের বোনকে দেখল উইনচেস্টার হাতে। ওর দু'ঠোঁট চেপে বসেছে। কথাকে প্রয়োজনে কাজে পরিণত করতেও যে দ্বিধা করবে না, দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

এবার আরেকটা নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'এবং তোমার বেলায়ও তা-ই ঘটবে, জনসন। কথা না-শুনলে।'

বাঁয়ে তাকাল রিচ। দুটো ওয়্যাগনের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখল একজন তরুণীকে। মেয়েটিকে এর আগে কখনও দেখেনি ও। প্রথমে ভাবল, মেয়েটি একজন স্প্যানিশ, পরে বুঝতে পারল, ও একটা ইণ্ডিয়ান মেয়ে। মেয়েটির রাইফেল টার্গেট করেছে ওকেই।

মেয়েটির কালো চোখজোড়া রিচের ওপর। কিন্তু কথা বলছে ও মর্টের সাথে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি, মর্ট। তুমি আমার জীবন। তুমি আমাকে ভালবাস কি না জানি না, তাতে কিছু আসে যায় না–কিন্তু এটা জানি যে, তোমাকে এভাবে কাদার মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে মরতে দিতে পারব না। এটা হবে অকারণ মৃত্যু, অর্থহীন। আচ্ছা, তুমি কী, মর্ট? নিজের জীবনের চেয়ে তোমার ওই ফালতু অহঙ্কারটাই বড় হয়ে গেল?'

বোনের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাল মর্ট। বাদামী চামড়ার মেয়েটার দিকে চাইল। রিচ দেখল, মেয়েটার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে। ঠোঁটদুটো কাঁপছে তির তির করে। মর্টের দিকে তাকিয়েছে সেও।

মেয়েটির দিকে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল মর্ট, সার্কেল ওয়াই পাঞ্চারদের দিকে চাইল। অস্ত্রহাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো রাইডাররা তার হুকুমের জন্যে তৈরি। ওর একটি কথাতেই ঝাঁঝরা বানিয়ে দেবে প্রত্যেকটি ওয়্যাগনকে, আড়াল থেকে গুলি করে ফেলে দেবে সবগুলো নেস্টরকে। কিন্তু তারপর? মার্থা বলেছে, সে ওর হাতে গুলি করবে, মেনি বলেছে, ওর অহঙ্কারের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি। রিচ জনসন আনাড়ি নয়, ওর প্রথম গুলিটা সার্কেল ওয়াই বসের বুক সই করেই ছুঁড়বে সে।

এবার নেস্টরদের দিকে চাইল মর্ট। তৈরি ওরাও। ফের মেয়েটির দিকে চোখ ফেরাল।

ওর সুশ্রী সুঠাম চেহারার দিকে অপলক তাকিয়ে রিচ। লোকটার লালিমা মাখানো ধূসর চোখে এখনও খুনে দৃষ্টি। মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হলো, পিস্তলটা পুরোপুরিই বের করতে যাচ্ছে মর্ট। পরক্ষণে অসম্ভব শান্ত আর স্থির দেখাল ওকে। মৃদুকণ্ঠে ডাকতে শুনল, 'মেনি ফিদার্স!'

'হ্যাঁ, মর্ট। আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে অহেতুক মরতে দেব না। তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে মারতে পার, লাথি মেরে রিজার্ভেশনে পাঠিয়ে দিতে পার। যা-ই কর, তাতে আমি খুশি থাকব। আমি শুধু দেখতে চাই, তুমি বেঁচে আছ। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা।'

এবার বোনের দিকে তাকাল মর্ট। মার্থার চোখে পানি, গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। তবে এক মুহূর্তের জন্যেও ওর রাইফেল লক্ষ্য থেকে সরছে না।

আস্তে করে হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিল ও।

পেছন থেকে প্রথমে রেভারেণ্ড জেফরির দীর্ঘ নিঃশ্বাস এবং

তারপর গভীর গলা শুনতে পেল রিচ, 'ঈশ্বর! তোমাকে ধন্যবাদ পৃথিবীতে নারী সৃষ্টি করেছ বলে। ওরাই বয়ে নিয়ে আসে বার বার তোমার করুণা।'

বোনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল মর্ট। মেনির দিকে একবার তাকিয়ে তারপর নিজের রাইডারদের দিকে চাইল। সবশেষে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো রিচের ওপর। 'আমি অস্ত্র ফেলে দিলাম, জনসন। আসলে আগাগোড়া তুমিই ঠিক ছিলে। আমি আর লড়াইয়ে যাচ্ছি না। সার্কেল ওয়াই তাদের সব গরু নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যাবে। ওখানে তো চাষ করা যাবে না।'

পেশীতে ঢিল পড়ল রিচের। মর্ট আবার বলল, 'সার্কেল ওয়াই পেছনে সরে যাবে। এর লোকেরা তোমার কৃষকদের কখনও জ্বালাতন করতে আসবে না। আমি...'

আচমকা গুলির শব্দে চাপা পড়ে গেল ওর গলা। রিচ নিজের শরীরে প্রচণ্ড ধাক্কার সাথে সাথে তীব্র যন্ত্রণা টের পেল। একই সাথে ছিটকে পড়ল এক দিকে। কাদায় পড়তে পড়তে এক হাঁটু গেড়ে কোনওমতে বসে পড়ল সে। প্রথমে মনে হলো, পেছন থেকে গুলি খেয়েছে। কিন্তু বাম উরুর দিকে চোখ পড়তে বুঝল, সামনের দিক থেকে গুলি করা হয়েছে।

ঝট করে মাথা তুলল ও। তাকাল ওপরের দিকে। মার্সের ওপরের তলায় নিজের অফিসের জানালা দিয়ে বেরিয়ে থাকা রাইফেলের নলটা দেখল। উইনচেস্টারের পেছনের লোকটাকে দেখতে পেল না অবশ্য। তবে আবছা অবয়বটা টের পেল। এক হাতে পিস্তল তুলে আন্দাজের ওপর গুলি চালাল জানালা পথে। চেম্বার খালি করে ফেলল।

গুলির শব্দ ছাপিয়ে কর্কশ কণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল। পা

থেকে অবিরল ধারায় রক্ত ঝরছে ওর। সে-অবস্থায় ওপরের দিকে তাকিয়ে রইল।

ওপর থেকে প্রথমে রাইফেলটা পড়তে দেখল। সশব্দে প্লাঙ্ক ওঅকের ওপর পড়ল ওটা। এরপর লোকটাকে জানালা দিয়ে পড়তে দেখা গেল। হুড়মুড় করে সাইডওঅকে পড়ল। আর নড়ল না। লোকটা কিথ হার্পার। সার্কেল ওয়াইয়ের বন্দুকবাজ।

চোখ বড় বড় করে তাকাল মর্ট। 'আচ্ছা, তা হলে ওখানেই লুকিয়ে ছিল ও!'

এক হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থা থেকে এবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল রিচ। হঠাৎ মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। ওঠার চেষ্টা বাদ দিয়ে ওই ভাবে বসে রইল। মার্থা এবং মিলির দিকে তাকাল। দুটি মুখই ঝাপসা দেখাচ্ছে ওর চোখে।

আচমকা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর চিঁহিঁ শব্দে চমক ভাঙল ওর। রাস্তা জুড়ে অশ্বারোহী দল দেখে প্রথমে ওর মনে হলো, সার্কেল ওয়াই বুঝি ঘোড়ায় চড়ে হামলা চালাতে এসেছে তাদের ওপর। কিন্তু পর মুহূর্তে মনে হলো, রাস্তার দু'পাশে দাঁড়ানো সার্কেল ওয়াই রাইডাররা এত অল্প সময়ে এত ঘোড়া কোথায় পাবে? তা ছাড়া মর্ট হ্যামণ্ড নিজেই তো লড়াই বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। তা হলে?

পরক্ষণে ভুল ভাঙল রিচের। লোকগুলোর পরনে ইউ এস ক্যাভালরি ইউনিফর্ম। তার মানে ট্রুপস এসে গেছে! ঘোড়া থেকে নেমে একজন এসে ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। লোকটাকে চিনতে পারল রিচ। ক্রীক পেরোনোর সময় এই লোকই তাদের সঙ্গে কথা বলেছিল।

'মি. জনসন, স্যার, আমি কর্নেল জে ভি হেণ্ডারসন,' নিজের

পরিচয় দিল লোকটি। 'আমরা ফোর্ট ইউনিয়ন থেকে এসেছি। মনে হয়, একটু দেরি করে ফেলেছি আসতে।'

লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল রিচ। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

'ওয়াশিংটনে পাঠানো আপনার টেলিগ্রাম ওরা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে,' লোকটি বলে চলল। 'তা ছাড়া আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে সেন্ট লুই এবং মন্টানা প্যাসিফিক রেলরোড কোম্পানিও চাপ সৃষ্টি করেছে।'

মাথা নেড়ে সায় দিল রিচ। ওর পাঠানো টেলিগ্রামে কাজ হয়েছে তা হলে!

'আর টেরিটরিয়াল গভর্নমেণ্টও দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে।'

অনেক কষ্টে এবার কথা বলল রিচ, 'সরকারী ঘোড়াগুলোর ব্র্যাণ্ড খুরে হয়। আপনার ঘোড়ার গায়ে বার টিএস মার্কা ছিল...'

'ওটা ধার করা ঘোড়া। সন্দেহ এড়ানোর জন্যে সরকারী ঘোড়া ব্যবহার করিনি। তা ছাড়া আমার গায়ে ইউনিফর্মও ছিল না। এদিকে গোলমালের খবর পেয়ে তদন্ত করতে এসেছিলাম।'

'আচ্ছা!' রিচ বলল।

'আমার কাছে মি. মর্ট হ্যামণ্ড আর মি. কিথ হার্পারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে। আমি কি তাদের গ্রেফতার করব, স্যার?'

রেভারেণ্ড জেফরি আর ডাক্তার স্মিথকে দেখাল রিচ। ডাক্তারকে বলতে শুনল, 'হার্পার মারা গেছে। ওকে তুমি গ্রেফতার করার সুযোগ কখনও পাবে না।...কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ রিচ আহত...' আচমকা বাজখাঁই গলায় চেঁচাল ডাক্তার, 'তোমাদের মিলিটারি লোকগুলোর বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম নাকি?

আগে ওর চিকিৎসা দরকার, পরে...'

এরপর আর কিছু শুনতে পেল না রিচ, জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান ফিরে আসার পর নিজেকে ডাক্তার স্মিথের চেম্বারের উঁচু টেবিলটার ওপর শোয়া অবস্থায় আবিষ্কার করল রিচ। চেম্বারে কেবল ও আর ডাক্তার ছাড়া আর কেউ নেই।

'কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম, ডাক্তার?' দুর্বল গলায় জানতে চাইল রিচ।

ডাক্তার হাসল। 'প্রায় এক ঘণ্টা। এথার ব্যবহার করেছিলাম, তাই গুলি বের করার সময় টের পাওনি। এখন হপ্তাখানেক শুয়ে থাকলেই চলবে। তোমার বয়স কম। দ্রুত সেরে উঠবে। ভেতরে হাড়গোড় ভাঙেনি। তবে হার্পারের বুলেট বড়সড় একটা গর্ত তৈরি করেছিল তোমার উরুতে। দাগটা স্থায়ী হয়ে থাকবে। অবশ্য প্যান্টের ভেতর কেউ দেখতে পাবে না।'

উরুর দিকে তাকাল রিচ। মোটা করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে ওখানে। ওর গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে দিয়েছে ডাক্তার।

'বাইরে তিন তিনজন মনোরম তরুণী তোমাকে দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে, ম্যান,' চোখ মটকাল ডাক্তার। 'তুমি আসলেই ভাগ্যবান...বুঝলে?'

হাসল রিচ। 'ঠিক আছে, একবারে একজন করে পাঠিয়ে দাও।'

প্রথমে ঢুকল ইণ্ডিয়ান মেয়েটা। 'আমি মেনি ফিদার্স,' নিজের পরিচয় দিল। 'মর্ট হ্যামণ্ডের গৃহ পরিচারিকা। ওকে আমি ভালবাসি। এখন ও-ও ভালবাসে আমাকে। আমি ওকে মরতে দিতে চাই না।'

ধীরে ধীরে ডানহাতটা তুলে ওর হাত ধরল রিচ। 'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মেনি। তুমি হয়তো আমার জীবন বাঁচিয়েছ। মর্ট আমাকে মেরেও ফেলতে পারত। সে ভাবেই তৈরি হয়েছিল সে।'

'ক্যাভালরি ওকে ফোর্ট ইউনিয়নে নিয়ে গেছে। ওখানে কর্নেল হেণ্ডারসনের কাছে কিছুদিন থাকবে। হার্পারকে অ্যাম্বুশ করার জন্যে পাঠানোর কথা স্বীকার করেছে মর্ট। রেভারেণ্ড জেফরি অবশ্য ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিয়েছে।'

'রেভারেণ্ড পুণ্যাত্মা লোক। ক্ষমা করতে ভালবাসে।'

হাসল মেয়েটি, ঝুঁকে আলতো করে চুমু খেল রিচের চিবুকে। 'আমি এখন ফোর্ট ইউনিয়ন যাব। মর্টসহ ওখান থেকে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

বেরিয়ে গেল মেনি। এরপর ঢুকল মার্থা হ্যামণ্ড।

রিচের একটা হাত তুলে নিল মার্থা নিজের হাতে। চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। এক সময় মৃদুস্বরে বলল, 'আমি মত পাল্টেছি। এখানে মাস্টারি করব না, রিচ। আমি ক্যালিফোর্নিয়া চলে যাব।'

'তোমার কথা সব সময় মনে পড়বে, মার্থা।'

রিচের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেল মার্থা। 'সত্যিই?' তারপরই প্রগাঢ় চুমুতে আবদ্ধ করল রিচের দু'ঠোঁটকে। এরপর পিছিয়ে গেল। 'বিদায়, রিচ।' বেরিয়ে গেল মেয়েটি।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রিচ। অমন বুভুক্ষুর মত করে চুমু খেল কেন ওকে মার্থা? ওকি ওকে ভালবেসে ফেলেছিল? কিন্তু...নাহ, তা কী করে হয়? ধ্যাৎ...

শেষতম দর্শনার্থী মিলি কারসন ঢুকল চেম্বারে। ওর সঙ্গে ডা.

স্মিথ নিজেও।

'ডাক্তার, ও কি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে? ও কি...' গলা কেঁপে উঠল মিলির।

'ও সেরে উঠবে, মিলি। খুব তাড়াতাড়ি। তোমার চিন্তার কোনও কারণ নেই।' হাসছে ডাক্তার।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মিলি। মাথা নিচু করে। ওর ঠোঁটদুটো কাঁপছে তির তির করে। প্রেইরির মত নীল দু'চোখে জল টলমল করছে। যে কোনও মুহূর্তে নেমে আসতে পারে বাঁধ ভেঙে।

দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা ছেলেমানুষি চিন্তা ঢুকল রিচের মাথায়। মিলি যখন দাদী-নানী হয়ে যাবে, তখনও ওকে এরকম সুন্দর দেখাবে?

ওকে ডাকল রিচ। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মেয়েটি কাছে যেতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল একহাতে। আরও কাছে টানল।

পেছন থেকে নিঃশব্দে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল ডাক্তার। হাসছে আপন মনে।

রেভারেণ্ড দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে। ডাক্তারকে দেখে জানতে চাইল রিচকে দেখতে যেতে পারবে কি না।

'পারবে,' যাজককে আশ্বস্ত করল ডাক্তার। 'তবে আপাতত কিছুক্ষণ আমার সাথে সময় কাটাও। ওদের একটু সময় দাও, রেভারেণ্ড। ওরা ব্যস্ত।'

'ওরা?' বিস্মিত রেভারেণ্ড।

'মিলি কারসন। আমি নিশ্চিত, সেরে উঠে রিচ ওকে নিয়ে আগে তোমার সাথে দেখা করবে।'

***